বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

(সাকিম সরশুন্ন, জেলা ২৪ পরগোণা।)

"সংস্থিতস্য গুণোৎকর্ষঃ প্রায়ঃ প্রস্ফুরতি স্ফুটম্।
দগ্ধস্যাগুরুখণ্ডস্য স্ফারীভবতি সৌরভম্॥

*　　　*　　　*

প্রায়ঃ সত্ত্যুপদেশার্হা ধীমন্তো ন জড়াশয়াঃ।
তিলাঃ কুসুমসৌগন্ধবাহিনো ন যবাঃ ক্বচিৎ॥"

কলিকাতা।

২ নং, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ক্রাউন প্রেসে শ্রীযুক্ত পি. এন. স্থর
এণ্ড্ কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২।

CALCUTTA:
Printed by P. M. Soor & Co.
Crown Press, 2, Gea Bagan Street

উৎসর্গ।

পরমকল্যাণীয় অশেষগুণসমলঙ্কৃত শ্রীযুক্ত ডাক্তার
মহেন্দ্রলাল সরকার এম্. ডি., সি. আই. ই.
মহোদয়-দীর্ঘজীবেষু।

আন্তরিকপ্রীতিপুরঃসরং বিহিতাদরসমাবেদনমেতৎ।

মহাত্মন্!

আপনি চিকিৎসা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ এতদ্দেশে আপনার হৃদয় সর্ব্বপ্রথম স্পর্শ করে, আপনি বিজ্ঞান কিরণে আলোকিত হইয়া তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীদিগকে প্রকৃত সভ্য ও চিরসুখের আস্পদ করিবার মানসে বিজ্ঞান সভা ও বিজ্ঞান স্কুল স্থাপনা করেন, আপনার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি যে সমাজ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ তাহাত বোধ হয় না, আপনি হিন্দুজাতি কল্পনার প্রকৃত রহস্য ভেদ অবশ্য করিয়া থাকিবেন, এই জন্যই এই জাতি বিষয়ক প্রস্তাব পূর্ণ গ্রন্থখানি আপনাকেই উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অপিতু, আপনি বৈশ্যকুলোদ্ভব ও বৈশ্যকুলতিলক এবং

মাতৃভূমির শ্লাঘাস্বরূপ ও স্বজাতীয় মহত্ত্বের ও গৌরবের পরাকাষ্ঠ-স্বরূপ ; এতন্নিবন্ধন উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া আপনাকেই এই অভিনব "বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়" নামক পুস্তকখানি ক্ষুদ্র উপায়ন-রূপে অর্পিত করিলাম। ভরসা করি, আপনি ইহা আদরের সহিত পরিগ্রহ করিয়া আপনার স্বতঃসঞ্জাত মনস্বিতার ও উদারতার পরিচয়ের একশেষ প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃতকৃত্য করিবেন। পরমপিতা, জগৎপাতা, সর্ব্বৈকনিয়ন্তা পরমেশ্বরের সন্নি-ধানে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনি চিরজীবী হইয়া এবং চিরসুখশান্তির আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরা-পদে অবস্থিতি করিয়া উত্তরোত্তর যশঃ, খ্যাতি ও প্রতি-পত্তি লাভ এবং স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল ও উপকার সংসাধন করুন।

১৮ই অগ্রহায়ণ,
বঙ্গাব্দ ১২৯২।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীগোপালচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

ভূমিকা

আমরা এই "বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়" নামক নূতন পুস্তক খানি বহুযত্ন ও আয়াস-সহকারে অনেকগুলি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্যে সঙ্কলন করিয়া সাধারণ-সমীপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে ইহা কত দূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দই বিবেচনা করিবেন। এতদ্দেশীয় সদ্গোপ-জাতি যে বৈশ্য, অর্থাৎ আর্য্যজাতির তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত, তদ্বিষয় মীমাংসিত ও সপ্রমাণ করিবার জন্য বৈদিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতের এবং মহাজন-বাক্যের আনুকূল্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে পাঠক মহোদয়গণের চিত্তরঞ্জনকারী অমূলক কোন বিষয়ই সন্নিবেশিত হয় নাই। প্রায় সপ্তবর্ষ অতীত হইল, আমাদিগের পরমসুহৃৎ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় "কায়স্থসদ্গোপসংহিতা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার পুস্তকখানি আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া অবধি আমরা এই বর্ত্তমান গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অতএব তিনি আমাদিগের একমাত্র সহযোগী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু, তাঁহার পুস্তকের বিরুদ্ধে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; তন্মধ্যে "অন্ধের চক্ষুর্দান" অথবা "কায়স্থসদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদ", "কায়স্থ-পুরাণ" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ-কৃত "কায়স্থসদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদ"ই প্রধান। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১লা পৌষে কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকারককৃত একখানি বিজ্ঞাপন আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, উপরি-উক্ত প্রতিবাদকারীদিগের কৃত পুস্তক-সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও আত্মমত সংস্থাপনপূর্ব্বক বিপক্ষগণের

নিরস্তকারী একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া, তাহাতে প্রতিবাদক-বর্গের পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠা খণ্ডন করিতে তিনি শীঘ্রই প্রবৃত্ত হইবেন।” কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাকর্ত্তৃক এবম্প্রকার কোন পুস্তকই প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাইতেছি না। যাহা হউক, সহযোগীর পুস্তকের সহিত তুলনায় এই পুস্তকেরও উদ্দেশ্য একরূপ। ইহাতে স্বদেশের ও সাধারণ সমাজের উপকার সাধন ও বিশৃঙ্খলতা নিবারণ ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য বা মন্তব্য নাই। এই পুস্তকে যদিও সদ্গোপ জাতির বিশেষ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তথাপি বৈদ্য, বণিক্, কায়স্থ ও সৎশূদ্র অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নবশায়কদিগের বিষয়ও বিশেষরূপে আন্দোলন করা হইয়াছে। ইহাদিগের উৎপত্তি ও শাস্ত্রানুসারে ইহারা আর্য্য জাতির কোন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে কি না, তাহার বিশেষ বিচার ও নির্ঘণ্ট এই পুস্তকে বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

উপসংহারকালে পাঠকবৃন্দের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমরা দেখিলাম, অনেকগুলি বিপক্ষগ্রন্থের অনেকগুলি শ্লোক মূলের সহিত অনৈক্য আছে। সেই শ্লোকসকল মহানুভব ঋষিবৃন্দের পবিত্রবচনের গ্রীবাভঙ্গস্বরূপ, অমূলক, অশ্রুতপূর্ব্ব, স্বকপোলকল্পিত ও সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূন্য ব্যক্তিগণের বিমোহনকারী। এই গ্রন্থে আমরা বিশেষ প্রমাণপ্রয়োগসহকারে সেই সকল উন্মত্তপ্রলাপোপম বচনের অনৃততা প্রখ্যাপন ও প্রদর্শন করিলাম। সেই সকল গ্রন্থ আমাদিগের নিকট নিতান্ত অশ্রদ্ধার ভাজন হইল। এই নিমিত্তই বলিতেছি, ঐ সকল গ্রন্থকার, আমাদিগের নিকট আদরণীয় হইতে পারিলেন না বলিয়া, অমর্ষান্বিত হইবেন না, বরং আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আরও পাঠকদিগের সুগোচরার্থে নিবেদন যে, এই গ্রন্থ কোনপ্রকার জাতিহিংসার অথবা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কলিত হইল না। বঙ্গবাসীদিগের বর্ত্তমান সমাজে অনেকেই প্রাচীনজাতিতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এই সুমহান্ অভাব দূরীকরণ ও সমাজের সৌহার্দ্দ্য ও শান্তি সংস্থাপন করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য ; অপিচ, যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া

অনার্য্যজাতি আর্য্যসন্তানদিগকে অবমাননা করিয়া থাকে এবং মহাজনগণকর্ত্তৃক চিরসংস্থাপিত নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শঠতার পরতন্ত্র হইয়া আপনাদিগের উৎকর্ষ সাধনকামনায় অন্যকে মর্ম্মপীড়াদায়ক হৃদয়ভেদী বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, এই দুর্নীতিসমুহ রহিত করাই ইহার অন্যতর প্রধান উদ্দেশ্য। এই অভিনব পুস্তকখানি যে ভ্রমশূন্য হইবে, ইহা কে বলিতে পারে! অতএব, আশা করি, মহানুভব সাধু-ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গুণে এই পুস্তকের ভ্রম-প্রমাদ-আদি সংশোধন করিয়া লইলে আমরা চিরকাল তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। অলমতিবিস্তরেণেতি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্দে তং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং সর্ব্বকারণকারণম্।
বেদবেদাঙ্গবীজস্য বীজং শ্রীকৃষ্ণমীশ্বরম্॥
য ঈশশ্চতুরো বেদান্ সসৃজে মঙ্গলালয়ান্।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্য-বীজরূপঃ সনাতনঃ॥"— *

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

আর্য্যশিরোমণি ব্রাহ্মণ ও রণবিশারদ ক্ষত্রিয়দিগের বংশ কীর্ত্তন সকল ইতিহাসে ও পুরাবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্য তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য ও সর্ব্বকনিষ্ঠ শূদ্রদিগের বিষয় আনুপূর্ব্ব কোন পুস্তকেই লিখিত নাই। মহাভারত ও রামায়ণ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান পুরাবৃত্ত

* যিনি সকলের বীজস্বরূপ, যিনি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বকারণের কারণ এবং যিনি বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতির আদি কারণ হইয়াছেন, আমি সেই পরাৎপর পরমেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। যিনি সমস্ত মঙ্গলের আস্পদস্বরূপ চারি বেদ সৃজন করিয়াছেন, যিনি মঙ্গলস্বরূপ এবং যিনি মঙ্গলেরও আদিকারণ হইয়াছেন, সেই সত্য সনাতন দয়াময় হরিকে একান্ত ভক্তি সহকারে নমস্কার করি।

হইলেও এই পুস্তকদ্বয়ে কেবল দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি ও রাজারাজড়ার কথাই বিবৃত হইয়াছে। এই উভয় গ্রন্থই যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন-প্রণালী, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি আশ্চর্য্য ঘটনাতেই পরিপূর্ণ।

সর্ব্বলোকপিতামহের ঊরু হইতে বৈশ্যের উৎপত্তি। পুরাণে বর্ণিত আছে,—যাযাবর ঋষি হইতে জরুৎকারুপ্রভৃতির উৎপত্তি হয়; প্রজাপতির দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত ও বামকর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রি ও বাম নেত্র হইতে ক্রতু, নাসিকারন্ধ্র হইতে অরণি, মুখ হইতে অঙ্গিরাঃ, বাম পার্শ্ব হইতে ভৃগু ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষ, নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষোদেশ হইতে বোঢ়ু ও কণ্ঠদেশ হইতে নারদ; বিধাতার স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তর-তম, রসনা হইতে বশিষ্ঠ ও অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতাঃ; এবং ছায়া হইতে কর্দ্দম সৃষ্ট হন। এই পিতৃগণ আর্য্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের আদি-পুরুষ। কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। বিবস্বানের দুই পুত্র,—বৈবস্বত মনু ও যম। ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই সমস্ত মানব জাতিই উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাহারা মানব নামে প্রখ্যাত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লেখা আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের জাতিস্বরূপ। ব্রাহ্মণই এই তিন বর্ণের আদিপুরুষ। কেবল ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের প্রচারনিমিত্ত অগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষ প্রজাপতির ষষ্টি সংখ্যক কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ইলার গর্ব্ভে বুধের ঔরসে পুরোরবাঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ, অপর ইক্ষ্বাকু সূর্য্যবংশের প্রথমপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আজ্যপ নামে পিতৃগণ যে স্থলে বিরাজিত আছেন, প্রজাপতি কর্দ্দমের সন্তান এবং পুলহের সন্তানগণ সেই স্থানেই অবস্থিতি করেন। তাঁহারা বৈশ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ এবং পূজনীয়। সেই আজ্যপ পিতৃগণের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রাদ্ধপ্রদের ঔরসে আর দক্ষ-কন্যা লম্বার গর্ব্ভে ঘোষ নামক সন্তানগণ সমুৎপন্ন হন। ইহাঁরাও

বৈশ্যদিগের আদিপুরুষ বলিয়া খ্যাত এবং গোপ নামে যে গন্ধর্ব্ব-লোক আছে, তাহাও বৈশ্যদিগের পিতৃলোক বলিয়া খ্যাত।

সকল দেশের লোকেই স্বভাবপ্রসিদ্ধ আপনাদিগের জাতীয় ইতিহাসে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে ভালবাসেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভারতবর্ষীয়েরা কখনই কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন না। এই মহৎ দোষ হেতু তাঁহাদিগের শ্লাঘনীয় সমস্ত কার্য্যই ক্রমশঃ লোপ পাইয়া গিয়াছে। অসামান্য যজ্ঞকাণ্ড, ব্যূহনির্ম্মাণ, সন্ধি-বিগ্রহ, পোতনির্ম্মাণ, সাগরবন্ধন, রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব প্রভৃতি যে সকল বিষয় পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই রূপকপরিপূর্ণ অনৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা সমাবৃত; সুতরাং ঐ সকল বিষয় পাঠ করিতে গেলে সন্তোষলাভ করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ব কালে ব্রাহ্মণজাতি অসাধারণ-প্রভাবশালী ও অলৌকিকক্ষমতাপন্ন ছিলেন। রাজচক্রবর্ত্তিগণও ভূদেবদিগের অনুগত ও আজ্ঞাধীন ছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণই যাজক ও বিধানকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাই সকল পুরাণ, উপপুরাণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। রাজাদিগের বংশকীর্ত্তন পুরাণের প্রধান অঙ্গ। পুরাণের বর্ণনীয় ঘটনা সকল প্রায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণবংশ ও ক্ষত্রিয়বংশ চরিত পুরাণে যে রূপ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, বৈশ্যদিগের বিষয় সে রূপ হয় নাই। বৈশ্যেরা ধনধান্যসম্পন্ন প্রজামাত্র। তাঁহারা কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া একপ্রকার কালাতি-পাত করিতেন, রাজাদিগকে করপ্রদান করিতেন, রাজা ও ব্রাহ্মণগণের স্নেহপাত্র ছিলেন এবং তাঁহাদিগদ্বারা রক্ষিতও হইতেন। বৈশ্যগণ দ্বারা এমত কোন অসাধারণ কার্য্য বা পুরাণের বর্ণনোপযোগী অদ্ভুত ঘটনা প্রায় উপস্থিত হয় নাই, যাহাদ্বারা পুরাণে বৈশ্যদিগের বংশকীর্ত্তন বিস্তাররূপে হইতে পারে। কোন কোন স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বৈশ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। রামায়ণে দুই এক স্থানে বৈশ্যের উল্লেখ আছে; যথা,—রাজা দশরথ যে অন্ধক মুনির পুত্রকে বধ করেন, সেই অন্ধক মুনিই জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, ও যে সময়ে মহাত্মা ভরত

রামশোকে কাতর হইয়া আর্য্য রামকে রাজ্যাভিষেক করণ মানসে বন হইতে প্রত্যানয়নের নিমিত্ত বশিষ্ঠ প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে করিয়া অরণ্যমুখে গমন করেন, তৎকালে যে সকল জাতি তাঁহাদিগের সহিত গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে নগরের প্রধান প্রধান বৈশ্যগণও গমন করিয়াছিলেন। মৈথিলী বৈশ্যদিগের লাঙ্গলের ফালে উত্থিত হন। অপিচ, তৎকালীন রাজসভায় একজন করিয়া ব্যবসায়কুশল প্রধান ধনী বৈশ্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া বাণিজ্য, কৃষি, শস্যের বীজ, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতির বিষয় প্রয়োজনানুসারে রাজাকে জ্ঞাত করাইতেন। রামায়ণে বৈশ্য সম্বন্ধে আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে বারাণসীনিবাসী বনস্পতিবিক্রেতা সমাধি নামক জনৈক বৈশ্যের কথার উল্লেখ আছে। রাজবংশের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মধ্যে যুযুৎসু বৈশ্যাগর্ভজাত ছিলেন। অগ্নি ও পদ্ম-পুরাণে বিবৃত আছে, ইন্দ্রাণী শচীও বৈশ্যকন্যাসম্ভূতা। লীলাবতী নাম্নী বৈশ্যকন্যার কথাও পাওয়া যায়। মহাভারতে ঘোষ যাত্রা পর্ব্বে বৈশ্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। যাহা হউক, পুরাণে বৈশ্যদিগের বংশ কীর্ত্তন বিস্তারিত রূপে না থাকিলেও সকল পুরাণেই দেখা যায় যে, বৈশ্যেরা চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ-সম্ভূত। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বলিলে যে কেবল ক্ষত্রিয়দিগকেই বুঝাইবে, এমত নহে।

বঙ্গ দেশ বৈশ্যজাতির চিরবাসস্থান না হউক, তথাপি প্রকৃত বৈশ্যেরা যে এদেশে অনেক দিন আসিয়াছেন, একথা কে না স্বীকার করিবে? এদেশের আধুনিক সদ্গোপেরাই যে প্রকৃত বৈশ্য, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই; কারণ অদ্যাপি ইহাঁরা স্বধর্ম্মনিরত আছেন, অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, তেজারতি, মহাজনী প্রভৃতি স্বজাতীয় বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। পশ্চিম প্রদেশবাসী বৈশ্যদিগকে মহাজন কহে। পশ্চিমপ্রদেশে অনেক বৈশ্য আছেন। ইহাঁদিগের কেবল বাণিজ্যই ব্যবসায়, এই জন্য ইহাঁদিগকে বণিক্ বা বেণে বলে। পশ্চিমাঞ্চলের দোকানদার মাত্রকেই বেণে কহে। অতএব সমস্ত বণিগ্‌জাতিই বৈশ্য নহে। এমন কি, সমস্ত

আগরওয়ালা বণিক্ও বৈশ্য নহে। ঐ অঞ্চলের মাহেশ্রী নামধারী-দিগকেই প্রকৃত বৈশ্য কহে। ইহাঁরা অত্যন্ত শুদ্ধাচারী, এবং মদ্য, মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করেন না। ইহাঁদিগের মধ্যেই অহিংসা পরমধর্ম্ম জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইহাঁদিগের উপনয়ন সংস্কার আছে। বঙ্গ-দেশীয় বণিগ্‌গণকেও আচারভ্রষ্ট বৃষলত্বপ্রাপ্ত বৈশ্য বলে। ইহাঁরা প্রকৃত বৈশ্য কি না, এবিষয়ে আমরা প্রবন্ধক্রমে আন্দোলন করিব। এদেশে শূদ্রেরা অনেক উন্নতিমার্গে পদার্পণ করিয়াছে। তাহারা ইচ্ছা-করিলেই কৃষক, অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তি অবলীলাক্রমে অবলম্বন করিতে পারে। এক্ষণে ইহারা আর কেহই ক্রীত দাস নহে। অধুনা এই আর্য্য তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন,—কেহ বা বাণিজ্য ব্যবসায়ী, কেহ বা কৃষিব্যবসায়ী। যাহাঁরা কৃষিজীবী, তাহাঁ-রাই শূদ্র ভাবাপন্ন। দক্ষিণে ভাওজী ও রাওজী; পশ্চিমে জাঁট ও শেটীয়া; আর্য্যাবর্ত্তে আগরওয়ালা; মাড়োয়ারে মাড়োয়ারী ও সৎ; এবং বঙ্গে সদ্‌গোপ। ইহাঁরাই বেদোক্ত ও পুরাণোক্ত ভূমিকর্ষক গোপ। কৃষিজীবী বলিয়াই অজ্ঞান লোকে ইহাঁদিগকে সৎশূদ্র বলিয়া-থাকে। কোন কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যও ইহাঁদিগকে নবশাখের অন্তর্গত গোপ কহেন। পরন্তু ইহাঁরা আবহমান কাল সদাচারপূর্ব্বক গোরক্ষণ হেতু গোপপদবাচ্য হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে সমস্ত বৈশ্যচিহ্ন চিরকালই বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশের সদ্গোপ জাতির বৈশ্যত্ব সংস্থাপন জন্য আমাদিগকে, যে সকল পুস্তকে সুহৃদ্বর শ্রীযুত গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় কৃত "কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতা"র প্রতিবাদ পাওয়া যায়, সেই সকল পুস্তকের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ নন্দী "কায়স্থ পুরাণ" নামক একখানি গ্রন্থ, দুইখণ্ডে, প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুরাণের প্রথম ভাগের ভূমিকায় গ্রন্থকার নিজেই আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "হিন্দুরুচি যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে এই পুরাণের প্রতি কেহই শ্রদ্ধা করিবেন না; সুতরাং ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিবার বাসনা হয়।" এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই

যে, যদি উক্ত গ্রন্থকার এমত জানেন, তবে তাঁহার এত পণ্ডশ্রমের ফল কি? আমরা এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে তাঁহার বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই নাই। কেবল দুই একটী অকিঞ্চিৎকর উদ্দেশ্য মাত্র; যথা,—কায়স্থ ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠভোজী, অর্থাৎ কোন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে কায়স্থ ব্রাহ্মণের পরই ভোজন করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কায়স্থের পাককরা অন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই ভোজন করিত। কায়স্থ সকল বর্ণের নমস্য; কায়স্থ সকল বর্ণের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু; কায়স্থ উন্নত ব্রাহ্ম (Progressive Brahmo); এই হেতু লোকে অগ্রে কায়স্থ, তাহার পর ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে; যথা,—"কায়স্থ-ব্রাহ্মণ"। বঙ্গ বিভাগে পূর্ব্বে বৈদ্য ও সৎশূদ্র নবশাখ জাতিসমূহ কায়স্থদিগের বাটীতে প্রসাদ পাইয়া থাকিত। আর তিনি যদিও তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে তাঁহার জাতিকে উপবীত পরাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন ও "দেব, বর্ম্মন্" প্রভৃতি উপাধিগুলি তাহাদিগের নামান্তে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার আপন নামের অন্তে এরূপ "দেব, বর্ম্মন্" প্রভৃতি উপাধি সকল যোগ করিতে সাহস করেন নাই এবং তাঁহার পুস্তকপ্রকাশক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ইনিও যে কোন্ জাতীয়, তাহার বিশেষ কোন পরিচয় নাই। কারণ, তাঁহার নামের অন্তে দাসও নাই অথবা দেব, বর্ম্মন্ও নাই। যাহা হউক, এরূপ পুস্তকের প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর করাই অনাবশ্যক। বিশেষ এরূপ অসার, অযুক্তিকর ও অস্বাভাবিক কথা কুত্রাপি কেহ কখন শ্রবণও করেন নাই। এরূপ উষ্ণমস্তিষ্ক উন্মত্ত ব্যক্তিদিগের প্রশংসা বা তিরস্কার একার্থবোধক। অতএব এপ্রকার যথেচ্ছাচারীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া, অথবা তাহাদিগের পুস্তকের প্রতিবাদ করা বাতুলত্ব প্রকাশ মাত্র। গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন যে, লোকদিগের হিতার্থ "কুলপীযূষপ্রবাহ," ৺ রাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক সংস্কৃত "কায়স্থকৌস্তুভ," ৺ সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত "শব্দকল্পদ্রুম" ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনোপযোগী প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া তিনি

বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, তাঁহার পুস্তকের যাবতীয় শ্লোক ও তাহার অর্থ ঐ সমস্ত পুস্তকের প্রতিধ্বনি মাত্র, তাঁহার নিজের রচিত কিছুই নাই; তবে উহা পুরাণ নাম ধারণ করিল কেন? আর এই সকল শ্লোকের শাসনে কৌস্তুভের নামোল্লেখ মাত্রও নাই; ইহার কারণ কি?

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "কায়স্থ পুরাণ," প্রথম ভাগ, তাঁহার মাসিক পত্র কল্পদ্রুমের ১২৮৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের সংখ্যার সমালোচনায় লিখিয়াছেন,—"সেই গলিত দন্ত, পলিত মস্তক, লোল দেহ পুরাণো কায়স্থ নূতন হইয়া শশিভূষণ বাবুর গ্রন্থে উদিত হইয়াছেন"। এইরূপ কয়েকটী কথা লেখায় "কায়স্থ পুরাণ" কর্ত্তা তাঁহার কৃত পুরাণের ২য় ভাগে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিলক্ষণ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাকে ভূত, প্রেত প্রভৃতি অনেকগুলি অবজ্ঞা-সূচক বাক্য শুনিতে হইয়াছে।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমরা এই পুস্তকের উপর কোন কথাই বলিব না; কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের উপর এই পুরাণের অনেক অংশ সংলগ্ন আছে বলিয়া আমরা অগত্যা ইহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী "কায়স্থসদ্‌গোপসংহিতা" লিখিয়া "অন্ধের চক্ষুর্দান" গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু ফকির চাঁদ বসু মহাশয়ের নিকট কায়স্থ নিন্দুক হইয়াছেন ও তাঁহার পুস্তক কবির চিতেন হইয়াছে। তিনি মহামুনি পতঞ্জলি প্রণীত মহাভাষ্যের পরস্পর অসম্বদ্ধমত্তপ্রলপিতবৎ অনর্থক কতিপয় শব্দের হাস্য-রসোদ্দীপক উদাহরণ "কায়স্থ ক্ষত্রিয়" শব্দের উদ্দেশে দিয়াছেন; যথা—"দশদাড়িমানি," "ষড়পূপাঃ," "কুণ্ডমজাজিনং" "পললপিণ্ড" (আরও প্রচলিত প্রবাদ হইতে) "কাঁটালের আমসত্ত্ব," "সোণার পাথরের বাটী" ইত্যাদি।

অপিচ, দত্তবংশমালার

"বঙ্গদেশহিতার্থায় কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ।
আহূতাশ্চাদিশূরেণ কায়স্থাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ॥

দত্তঘোষগুহামিত্রবস্বেতি পঞ্চনায়কাঃ।
সমাগতাস্তু গৌড়েষু ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতাঃ" ॥

এই কতিপয় বচন নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন, যথা,—বালিশ কায়স্থদিগের কি সাধ্য যে, তাহারা বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র স্পর্শ করে! কায়স্থ নেতা হইয়া আসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আইসে—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, ব্রাহ্মণের স্বভাব নবনীতের ন্যায় কোমল; কিন্তু তাঁহার রাগ প্রোজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায়। অতএব তাঁহাকে এ বিষয়ে অপরাধী করা অবিধেয়। সহৃদয় পাঠক মহাশয়ই বিবেচনা করুন না কেন, এরূপ স্থলে কাহার না রাগের উদ্দীপন হইয়া থাকে? যাহাহউক, দেখি, আমাদের অদৃষ্টেই বা কি আছে!

কায়স্থ-পুরাণোক্ত সদ্গোপ-সম্বন্ধীয় মীমাংসার খণ্ডন।

দ্বিতীয় ভাগ কায়স্থ-পুরাণের ৩২৭শ পৃষ্ঠাতে রাঢ়ীয় সদ্গোপ ও পল্লব (বল্লব) গোপ নির্ণয় বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, "বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ় খণ্ডের কিয়দংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশে সদ্গোপ নামক জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতাকার বলেন, 'বঙ্গদেশের মধ্যভাগে ভাগীরথীর উভয় তীর ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ ভিন্ন আর কোন স্থানেই সদ্গোপ দেখা যায় না'; সুতরাং, প্রতীতি হইতেছে, এই জাতি রাঢ় খণ্ডের চিরাধিবাসী।"

প্রতিবাদ,—কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতাকর্ত্তা অবিকল এরূপ বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—এই বঙ্গদেশের মধ্যে ভাগীরথীর উভয় তীর ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ ভিন্ন আর কোন স্থানেই সদ্গোপ দেখা যায় না। ইহাতেই বোধ হয় যে, সদ্গোপেরা পশ্চিমাঞ্চল হইতে

বাণিজ্য উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এবং কৃষি ও বাণিজ্যের সুগমতা বুঝিয়াই ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানেই বাস করেন। কায়স্থ-পুরাণ-প্রণেতা লিখিয়াছেন,—"সুতরাং প্রতীতি হইতেছে, এই জাতি রাঢ় খণ্ডের চিরাধিবাসী।" কায়স্থ-পুরাণ-লেখকের এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত-ভ্রান্তিমূলক। বিশেষতঃ, গোস্বামী মহাশয়ের সদ্গোপ বা বৈশ্য জাতি, বঙ্গদেশের মধ্যে ভাগীরথীর উত্তর তীর প্রভৃতি স্থল ও মেদিনীপুরের কতক অংশ ভিন্ন বঙ্গদেশের আর কোন স্থানে দেখা যায় না, এই কথা লেখায় যে এই জাতি রাঢ় খণ্ডের চিরাধিবাসী, ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, হৃদয়বান্ সূক্ষ্মদর্শী পাঠক মহাশয় তাহার বিবেচনা করিবেন! আমরা এইরূপ যুক্তির কোন মূলই পাই না। ইহাতে কায়স্থপুরাণ-লেখকের কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহাও আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য!

কায়স্থপুরাণকার আরও বলেন,—কায়স্থ-সদ্গোপ-সংহিতাই "এই জাতির একমাত্র উপায় স্থল।"

প্রতিবাদ,—"বঙ্গীয় সদ্গোপ জাতি যে বৈশ্য ও লোকপিতা-মহ ব্রহ্মার উরুজ সন্তান," ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই; এই জন্যই, ব্রাহ্মণ জাতিকে যেরূপ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রমাণের আবশ্যক নাই, এই জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ কোন গুরুতর প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন-সাপেক্ষতা দৃষ্ট হয় না। ইহারতি আর "চিত্রগুপ্তের সন্তান," "ব্রহ্ম-কায়স্থ" "কায়স্থক্ষত্রিয়," "দালভ্যকায়স্থ," "শুধু গৌর নয়, গৌরহরি" নহে যে, ইহাদের পোষকতার নিমিত্ত ভূরি ভূরি গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন!!

কায়স্থসদ্গোপসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে,—মিঃ হাণ্টারের "রুর‍্যাল্ বেঙ্গল" (Rural Bengal) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যজাতি বর্ণভেদে বিভিন্ন হইবার পরে উড়িষ্যাতেই (উৎকল খণ্ডে) সর্ব্ব প্রথমে আসিয়া অধিকার স্থাপন করেন, ইত্যাদি—এ সমস্ত কায়স্থ-পুরাণের মতে মিথ্যা!

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল, এই পঞ্চ স্থান পঞ্চ-গৌড় নামে বিখ্যাত। ইহা দ্বারা যখন প্রতীয়মান হইতেছে, আর্য্যগণ

বর্ণভেদের পরে সারস্বত (সরস্বতী নদীর নিকটবর্ত্তী দেশ), কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় ও উৎকল (আধুনিক উড়িষ্যা) দেশে আসিয়া প্রথম উপ-নিবেশ স্থাপন করেন, তখন শ্রদ্ধাস্পদ মিঃ হাণ্টারের সিদ্ধান্তকে ভ্রম-বিজৃম্ভিত বলা, কেবল শাস্ত্র না জানার ফল। কায়স্থপুরাণগ্রন্থকারের মতে আর্য্যেরা আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি পবিত্র স্থানেই চিরকাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ আদিতে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র লোকসংখ্যা বর্দ্ধন হেতু বাসার্থ স্থানাভাব প্রযুক্ত ভারত-বর্ষের প্রায় সকল স্থানেই অগ্র পশ্চাৎ গমন ও বাস করিয়াছিলেন। বিজাতীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে বঙ্গদেশ পূর্ব্বে কেবল আদিম অনার্য্য শূদ্র জাতির চিরনিবাসভূমি ছিল। এই শূদ্রেরাই ভিল্ল, কোল, সাঁওতাল, গারো, খস, মিনা, চোয়াড়, গোন্দ, পাহাড়িয়া, লুসাই, কুকী, নাগা, ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতি সমূহের অন্তর্ভূ্ত। কিন্তু এরূপ সংস্কারটি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। শূদ্র বলিলেই যে, অপকৃষ্ট অসভ্য বর্ব্বরপ্রধান পশুবৎ বন্য অনার্য্য জাতিকে বুঝাইবে, তাহারই বা কারণ কি? আর্য্যেরা সিথীয়ার এবং ব্যাক্ট্রিয়ার উত্তরপশ্চিম ভাগ হইতে প্রথমে পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্জাবে আসিয়া উপনিবেশ করেন; তাহার পর আদিম নিবাসী অনার্য্য শূদ্রদিগকে পরাজিত করিয়া ক্রমশঃ অনুগঙ্গপ্রদেশসমূহ অধি-কৃত করেন এবং ঐ সকল স্থানের আর্য্যাবর্ত্ত এই এক সাধারণ নাম প্রদান করেন। আর্য্যেরা শূদ্রদিগকে জয় করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করি-লেন, একথা নিতান্ত যুক্তিহীন। আর্য্যদিগেরও যে স্থানে উৎপত্তি, শূদ্র-দিগেরও সেই স্থানে উৎপত্তি; তবে অসভ্য ম্লেচ্ছদিগকে এবং কতিপয় ব্রাহ্মণবিদ্বেষী অনার্য্য বর্ব্বর বন্য জাতিকে আর্য্যেরা পরাভূত করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। প্রতীতি হইতেছে, এই পরাজিত দস্যুবর্গ হইতেই দাসবর্গের উৎপত্তি হইয়াছে। আর যখন যযাতির বংশোদ্ভব অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মদ্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের নামানু-সারে তাঁহাদিগের অধিকৃত দেশের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মদ্র প্রভৃতি নাম করণ হইল, তখন পূর্ব্বে যে এদেশে আর্য্যজাতি ছিল না, ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইল? কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার এই সকল বিষয় উপলক্ষ

করিয়াই নারায়ণগড়স্থ প্রাচীন রাজাদিগের বংশ কীর্ত্তন ও নাড়াজোলের রাজাদিগের বিষয় বর্ণন কালে লিখিয়াছেন যে, আর্য্যেরা প্রথমে উড়িষ্যার নিকট মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আমাদের নন্দীমহাশয় যে কেবল পুরাণকর্ত্তা, এরূপ নহেন;—দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ দর্শন আছে। তিনি কোন স্থানে বৈয়াকরণকেশরী, কোন স্থানে পৌরাতাত্ত্বিকপুঙ্গব, কোন স্থানে তর্করত্ন বা স্মার্ত্তচূড়ামণি, কোন স্থানে নৈয়ায়িককুঞ্জর, কোন স্থানে বা সিদ্ধান্তবাগীশ প্রভৃতি, প্রভৃতি, প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছেন। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে সকল শাস্ত্রেই তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে বলিয়া প্রতীতি হয় এবং সকলবিধ বিদ্যাই তিনি যৎপরোনাস্তি আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাও দেখা যায়।

এক্ষণে শেষোক্ত রাজপরিবারের একটী মোকদ্দমা বিলাত আপীল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অপর একটি মোকদ্দমা পূর্ণিয়ার রাজবংশেও উপস্থিত হয়। এই উভয় মোকদ্দমার বিচার সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। আমরা আইন-ব্যবসায়ী নহি, সুতরাং এই উভয় মোকদ্দমারই বিচার-প্রণালী কোন্ আইন মতে হওয়া উচিত বা অনুচিত, এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। পরন্তু এই দুইটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে গোস্বামী যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত ভালই হউক বা মন্দই হউক, দায়ভাগ অনুসারেই বিচার হউক, বা মিতাক্ষরা অনুসারেই বিচার হউক, আমরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে কায়স্থ-পুরাণ-গ্রন্থকার যে অবৈধরূপে বলপূর্ব্বক শ্রীমতী দেব্যা আপেলাণ্ট, বনাম কুন্দলতা ও রঙ্গলতা-স্থানে গোস্বামীর ভুল ধরিয়া "শ্রীমতী দেই" করিলেন, ইহা দেখিয়া আমরা একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যাহা হউক, শশিভূষণ বাবুর স্বাভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিকূলে যে কোন বিষয়ই উপস্থিত হউক না কেন, তিনি অখণ্ডনীয় প্রমাণ হইলেও, অকুতোভয়ে সেই সকলের মস্তকচ্ছেদন ও যুক্তি মার্গে পদাঘাত করিয়া আপনার মত সংস্থাপন করিতে বিলক্ষণ পটু। যাহা হউক শ্রীমতী দেব্যা

একটী স্ত্রীলোকের নাম মাত্র। তিনি বর্ত্তমান নাড়াজোলের রাজাদিগের আদিপুরুষ রাজা অজিত সিংহের স্ত্রী। তাঁহার নামান্তে দেব্যা হইল কেন ও এই রাজপরিবারদিগকে লোকে “সদ্গোপ-ব্রাহ্মণ”-বংশ কি জন্য বলিত? এই সকল বিষয়ের তর্ক বর্ত্তমান সময়ে অনাবশ্যক। (See Moore's India Appeals, pages 292 and 259,—a family of Sutgop Brahmins who had migrated from Bengal to Midnapur and another very respectable family of Soodra Sutgops who had migrated from Burdwan to Poornia.)

পাঠক মহাশয়! রাজা অজিতসিংহ ব্রাহ্মণ বলিয়া এই নজিরে উল্লেখ আছে। এই জন্যই তাঁহার স্ত্রীর নামান্তে দেব্যা হইয়াছে। অতএব ইহাতে সন্দেহ করা অধুনা কাহারও উচিত নহে। ইহাঁরা যে কি কারণবশতঃ দেব দেবী বা দেব্যা-পদ বাচ্য হইলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ ও যুক্তি পশ্চাৎ লিখিব।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাত্মা কর্ণেল গ্ল্যাডুইন তাঁহার কৃত প্রাচীন “আইন আক্‌বরীর” ইংরাজী অনুবাদ পুস্তকে বঙ্গাধিপতি চিরবিখ্যাত পাল ও সেনবংশীয় রাজাদিগকে “কয়েথ” জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করা অবধি কায়স্থ মহাশয়দিগের মস্তক গরম করিয়া দিয়াছেন। এই সূত্রেই “কায়স্থ স্তূপ” নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই অবধিই কায়স্থরা রাজার জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে জীবনক্ষয়কারিণী সুমহতী চেষ্টা পাইতেছেন। আমি সদ্গোপ যুবকদিগকে উপরি-উক্ত নজীরের মর্ম্মানুসারে সদ্গোপেরা দেবদেবী প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণের জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এরূপ প্রলাপ বাক্যে উন্মত্ত করিতে চাহি না। এই নজীরে উল্লিখিত “ব্রাহ্মণ” বলার যেরূপ কোন বিশেষ অর্থ আছে, আইন আকবরীর লিখিত “Koyth caste” কথাটিরও ঠিক সেইরূপ কোন গূঢ় অর্থ আছে; আমরা স্থানান্তরে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য পরিব্যক্ত করিব।

এক্ষণে কায়স্থপুরাণ-রচয়িতা কি কারণে এই রাজকীয় প্রধান নজীরের উল্লিখিত শ্রীমতী দেব্যা স্থানে শ্রীমতী দেই করিলেন, তাহা

বলা যায় না। বোধ হয়, তিনি আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষবর্গকে ম্লেচ্ছজাতি বিবেচনায়, (অর্থাৎ সেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় সন্তানগণ, যাঁহারা সগর রাজার ভয়ে পলায়ন করিয়া সাক্সনী ও নর্ম্মাণ্ডী নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষ-বর্গের পূর্ব্বপুরুষ জানিতে পারিয়া) রাগে অধীর হইয়া, তাঁহাদিগের কৃত নজীর, যাহা তাঁহার মতের প্রতিকূল হইতেছে, সেই নজীর খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। অপিচ, তিনি তাঁহার পুরাণে বঙ্গ বিভাগের কায়স্থজাতিকে যেরূপ যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ভয় হয়, পাছে এই রণপণ্ডিত বঙ্গজ কায়স্থগণ কবচ পরিধান ও অসি ধারণ করিয়া, যেরূপ ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞবিঘ্নকারী ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ ইংরাজদিগকেও করেন!! আরও দেখা যাইতেছে, ইংরাজ রাজাপুরুষদিগের স্থাপিত যাবতীয় আদালত, আইন, কানুন আদি সকলই তাঁহাদিগের বিপক্ষে। সুতরাং রাজপুরুষেরা এক্ষণে আর ব্রহ্মরাক্ষস নহেন, কারণ ইহাঁরা ব্রাহ্মণ জাতির উচ্চতার বিষয় সমস্তই বিধান করিয়াছেন। আবার কয়েক বৎসর গত হইল, ভাগলপুর অঞ্চলের কায়স্থ জাতীয় পোষ্যপুত্র লওয়া সম্বন্ধে যে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতেও বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের আইন কানুন আদি কায়স্থদিগের সানুকূলে নিষ্পত্তি হইল না। এরূপ অধৈর্য্যকর ব্যাপার বার বার দৃষ্টি করিয়া, বোধ হয়, কায়স্থপুরাণকর্ত্তা তাঁহাদিগের কৃত আইন, নজীর প্রভৃতি যাবতীয় কাগজ পত্র আছে, সেই সমুদায়ই লবণ-মহাসমুদ্রের অতল জলে নিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এরূপ রাগ হইতেও পারে; কারণ, ইহাঁরা যে কায়স্থদিগের অভিপ্রায়ের মহাবিঘ্নকারী, তাহা অবশ্য সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। আবার উপরি-উক্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে তিনি যে অনির্ব্বচনীয়, অলৌকিক ও অসাধারণ তর্কশক্তি এবং আইনপাণ্ডিত্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, উহাতেই তাঁহাকে একজন প্রধান তার্কিক, আইনজ্ঞ ও সকল প্রকার বিধিব্যবস্থাবিদ্‌ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা হউক, পাঠকমহাশয়েরা অনেক অনেক আইনজ্ঞ পরমকোবিদ ব্যক্তিকে অবশ্যই চিনিতে পারিবেন, যাঁহারা শাখোট বৃক্ষের সুগন্ধি ও সুস্নিগ্ধ ছায়ায় ছিন্ন মাদুরের উপরে উপবেশন করিয়া গগনস্পর্শী লম্ফে ঝম্ফে অনুদিন কতশত ছোট বড় হাকিমের ডিক্রী ডিসমিসের ছল ধরিয়া থাকেন এবং সেই বৃক্ষতলেই এজলাস সরগরম করিয়া কখন বা কত আপীলের ও কত ফাঁসীর হুকুম রদ, কখন বা মঞ্জুরও করেন, কখন বা মৌকুফ্‌ও রাখেন। এরূপ অনেক কূর্ম্মলোমপটাচ্ছন্ন, শশবিষাণধনুর্দ্ধর, আকাশকুসুমদামভূষিতগল, পবনরথারোহী, মনো-বেগগামী, শশাঙ্কবেধকারী মহাবীরপুরুষবৃন্দের শতগ্রন্থিপূর্ণ কন্থায় শয়ান হইয়া কোটি সুবর্ণের স্বপ্নদর্শনের ন্যায় মহাবীরত্ব হাস্যাস্পদত্বের একশেষতায় পরিণত হইয়া থাকে। এখানে দৃষ্ট হইতেছে, নন্দী-মহাশয়ও কখন কখন এবম্বিধ ডিক্রী ডিসমিস-আদির স্থলে স্খলিতপদ হইয়া পতিত হয়েন।

যাহা হউক, পাঠক মহোদয়গণের গোচরার্থ উপরি-উক্ত দুইটি নজীর আনুপূর্ব্বিক অবিকল এই পুস্তকের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। বাহুল্য হেতু পাঠকবৃন্দ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

পাঠক মহাশয় অধুনা দেখিলেনত? ঈদৃশ বিজাতীয় গ্রন্থ হইতে কায়স্থসম্বন্ধে কোন ছন্দাংশে সদ্গোপব্রাহ্মণগোচের এরূপ কোন উক্তি পাইলেই সুচতুর কায়স্থ অবতারেরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিতেন ও জয়পত্র মস্তকে বাঁধিয়া খুড়িলাফ খাইয়া পড়িতেন! তাঁহারা কি আর এত দিন ব্রাহ্মণ হইতে বাকি থাকিতেন? আর ইহার প্রতিপোষক এত দিন কত বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, কায়স্থ-ব্রাহ্মণবংশমালা আদি প্রস্তুত হইয়া যাইত!

কায়স্থপুরাণকার আরও লিখিয়াছেন "এক্ষণে দেখা আবশ্যক, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই জাতিকে কোন্ জাতি বলিয়া গণ্য করিয়া-ছেন। নিগম, আগম, বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির কোন স্থানে আদৌ সদ্গোপ নামা জাতির নাম গন্ধমাত্রও পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের সময়ে হিন্দুদিগের

আচরণীয় জাতি হইতে এই জাতি নির্গত হইয়াছে, এই বিষয় শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ না হইলে এ জাতি যে প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের অপরিচিত ও হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত অনাচরণীয় জাতি ছিল, তাহা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।"

প্রতিবাদ,—প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এই জাতিকে কোন্ জাতি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তাহা, যাঁহার সামান্যমাত্র একটু বিচারশক্তি আছে, যদি এক আধখানি ধর্ম্মগ্রন্থ সামান্য শ্রমের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তিনিও অক্লেশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সৃষ্টির সময় অবধি এপর্য্যন্ত চিরকাল এই জাতি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই বৈশ্য বলিয়া নির্ণীত আছে; আগম, নিগম, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই এই জাতি ব্রহ্মার ঊরুজ সন্তান বলিয়া কথিত আছে; তবে কায়স্থপুরাণকর্ত্তা তাঁহার চক্ষুতে এই জাতিকে যেরূপই দেখুন না কেন, "অন্ধের চক্ষুর্দ্দান"-লেখক তাঁহার কৃত পুস্তকের ৪৮৶০ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"ঋষিদিগের প্রণীত কোন প্রসিদ্ধ মূল গ্রন্থে কায়স্থজাতির নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ নাই;" তাই বলিয়াই কি কায়স্থ জাতি অহিন্দু ও ম্লেচ্ছজাতি হইবেক, আর এই সকল গ্রন্থে আদৌ কায়স্থের নাম মাত্র উল্লেখ নাই বলিয়াই কি কায়স্থ ধর্ম্মগ্রন্থছাড়া অনাচরণীয় জাতি হইবেক? কায়স্থ-পুরাণকর্ত্তার কি বুদ্ধির আয়তন! যাহা হউক, তিনিও ভূয়োভূয়ঃ তাঁহার কৃত মহাপুরাণে লিখিয়াছেন,—কায়স্থ জাতিতে নহে উপাধিমাত্র। কায়স্থপুরাণকর্ত্তার এবিষয় দৃষ্টিগোচর হয় না; তিনি কেবল আর্য্যসন্তান, নির্দ্দোষী, নিরীহ সদ্গোপজাতিকে অস্পর্শীয়, অনাচরণীয়, বেদ-পুরাণ-বহির্ভূত জাতি বলিয়া প্রমাণ করিবার ও তাঁহাদিগের জাতির উপর দংশন করিবার বেলা শতচক্ষুঃ উন্মীলন ও শতদশন প্রসারণ করিতে পারেন মাত্র। কায়স্থপুরাণকারের একটু স্মরণ রাখা উচিত যে, গোস্বামী তাঁহার কৃত পুস্তকের সকল স্থানেই, যে সকল বৈশ্য এ দেশে এক্ষণে সদ্গোপ নাম ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আধুনিক সদ্গোপ নামধারী বৈশ্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আগম, নিগম, বেদ-আদি ধর্ম্মশাস্ত্রে সদ্গোপ শব্দ

কোথায় পাইবেন? পশ্চিমাঞ্চলে আধুনিক রাওজী, ভাওজী, আগরওয়ালা, মাহেশ্রী প্রভৃতি নামধারী বৈশ্যজাতির অস্তিত্ববহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। অনেক দেশ, নদী, গ্রাম, নগর প্রভৃতির নাম পূর্ব্বের মত নাই; সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত বা অনেক অংশে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার কতিপয় সামান্য উদাহরণ প্রদর্শিত করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন হস্তিনাপুরের আধুনিক নাম দিল্লী, মগধদেশের বিহার, মিথিলার দ্বারভাঙ্গা (প্রাচীন দ্বারবঙ্গ), প্রয়াগের এলাহাবাদ ইত্যাদি। এই সকল নূতন নাম কোন্ প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে আছে? তাই বলিয়াই কি এই সকল স্থান পুরাণ ছাড়া স্থান বলা যাইবেক?

কায়স্থপুরাণকার তাহার পর বলেন—"বঙ্গদর্শন এই জাতির মুল নির্ণয় করণার্থ বিশেষ যত্ন করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বলিয়াছেন,—'এই জাতির মূল কোন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পাওয়া যায় না।' কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার এই জাতির মুল নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন; তদ্দ্বারা কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই।

প্রতিবাদ,—কায়স্থসদ্গোপসংহিতার ৪২ পৃষ্ঠা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, গোস্বামী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, উহাই উপরিউক্ত প্রশ্নের সদুত্তর। এবিষয় বাহুল্য বলা বিতণ্ডা মাত্র।

কায়স্থপুরাণকার তৎপরে লিখিয়াছেন—"কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার যে জাতির অথবা সমাজের কর্ত্তা কিম্বা নূতন জাতি স্থাপনের অধিকারী নহেন, তাহা রাঢ়ীয় সমাজপতিগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন; সুতরাং তিনি হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ না দর্শাইয়া বর্ত্তমান সমাজের কোন জাতিকে যদি বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় কিম্বা ব্রাহ্মণ কি অস্পর্শীয় জাতি বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা হইলে ঐ বর্ণনা যে হিন্দু সমাজের অগ্রাহ্য হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।"

প্রতিবাদ,—এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক। যদি গোস্বামী মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ না দেখাইয়া কোন জাতিকে বৈশ্য, ব্রাহ্মণ বা

ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথায় কেহই বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু তিনি সদ্গোপদিগকে বৈশ্য প্রমাণ করণার্থ অভ্রান্ত প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। সেই সকল প্রমাণের মধ্যে কোনটীই তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে ও অন্যের কল্পিতও নহে, এবং ইহার মধ্যে কোনটীই অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। তবে তিনি কায়স্থ-পুরাণ-লেখকের ন্যায় একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত না হইতে পারেন। তিনি যেরূপ অশাস্ত্রীয় অমূলক কথা লিখিয়াছেন, গোস্বামী সে সকল প্রমাণ কোথায় পাইবেন ? বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, যোগ, ন্যায়, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য আদি অশেষ শাস্ত্র যেন পুরাণকার মহাশয়ের পেটে গজগজ্ করিতেছে। পুরাণকার বলেন,—"গোস্বামী সদ্গোপজাতির মূল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সুবর্ণবণিক্‌দিগকে কোন কোন লেখক বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমরা ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই, কিন্তু ইহাদিগের ব্যবসায় অনেকাংশে বৈশ্য তুল্য। বোধ হয়, বৈশ্যগণ এদেশে আসিয়া, যাঁহারা কৃষি ও গোরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সদ্গোপ ও যাঁহারা স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সুবর্ণবণিক্ নামে খ্যাত হইয়াছেন। যাহা হউক, সদ্গোপ জাতি যে সুবর্ণবণিক্ জাতির এক শাখা বা বংশ, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণই দিতে পারেন নাই ; অতএব এই অভিপ্রায় তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মাত্র, সুতরাং তাহা অপ্রমাণ্য। বিশেষ সদ্গোপ জাতি সুবর্ণবণিকের বংশ হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পতিত জাতি হইতেছে।"

প্রতিবাদঃ—গোস্বামী লিখিয়াছেন, (কায়স্থসদ্গোপসংহিতার ৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন,) "মান্যতম শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখিয়াছেন ; ইহারা (সুবর্ণবণিকেরা) পূর্ব্বে আর্য্যজাতি ছিল ; রাজা বল্লালসেনের কোপে পড়িয়া নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত ও সমাজ মধ্যে হেয় হইয়াছে।"—

অতএব সদ্গোপ জাতি সুবর্ণবণিকের বংশ হইলে অবশ্য পতিত জাতি হইতেছে। পাঠক মহাশয় ! দেখুন, গোস্বামী কোথায় সদ্গোপ

জাতিকে সুবর্ণবণিকের বংশ বলিলেন? বরং তিনি লিখিয়াছেন,—"কোন কোন লেখক সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমরা ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই।" আবার এক স্থানে লিখিয়াছেন,—(কায়স্থসদ্গোপসংহিতার ৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন,) "আমরা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, যে সময়ে সুবর্ণবণিকেরা উপবীত ধারণে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, সেই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে একটী সভা আহূত হয়। ঐ সভায় তিনি বলেন, বঙ্গদেশে বৈশ্য জাতি নাই; যদি কোন জাতিকে আচার ভ্রষ্ট বৈশ্য বলিতে হয়, সে সদ্গোপ জাতি।" এই সকল অভ্রান্ত প্রমাণ সত্ত্বেও আমাদিগের নূতন পুরাণকর্ত্তা কোথায় হইতে উপরি-উক্ত কথাগুলি সন্নিবেশিত করিলেন যে, গোস্বামী লিখিয়াছেন,—সদ্গোপেরা সুবর্ণবণিকের বংশ? গোস্বামী মহাশয়ের লিপি-অনুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যদিও কোন কোন লেখকের মতে সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য হইতেছে, তথাপি তাঁহার মতে ইহারা পতিত জাতি। আর ইহারা বৈশ্য হইলে, বৈশ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকিবে;—যাহারা কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়ে রত ছিল, তাহারা সদ্গোপ ও যাহারা স্বর্ণ, রৌপ্য, কুসীদ গ্রহণ প্রভৃতির ব্যবসায় করিতে লাগিল, তাহারা সুবর্ণবণিক্ নামে খ্যাত হইল। ইহাতে সদ্গোপকে তিনি কখন সুবর্ণবণিকের বংশ বলিয়া লেখেন নাই। যাহা হউক, শশী বাবুর বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিতে হয়; এমন অঘটন ঘটাইতে আর কেহই পারিবেন না। এই অদূরদর্শী গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, সুবর্ণবণিক্‌দিগকে পতিত জাতি বলিলেই, তাহারা যে এক সময়ে উচ্চজাতি ছিল, তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে কি না? এ সকল বিষয় শশিভূষণ বাবুর একটু অভিনিবেশ করিয়া দেখা আবশ্যক। পতিত বলিলেই উচ্চ হইতে নীচে পতন (Degraded) ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে। তিনি তাহার পর লিখিয়াছেন,—"উল্লিখিত সংহিতাকার পঞ্জাব ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে একটী জাতি আছে, তাহারাই প্রকৃত বৈশ্য এবং বঙ্গীয় সদ্গোপেরা তাহাদিগের একটী শাখা মাত্র।"

প্রতিবাদঃ—এ কথা গোস্বামী কোথায় লিখিলেন? "পঞ্জাব ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে জাট নামে যে একটী জাতি আছে, তাহারা বঙ্গীয় সদ্গোপদিগের সৌসাদৃশ্য।"—এই কথায় কি তিনি জাটদিগকে প্রকৃত বৈশ্য বলিলেন?

কায়স্থপুরাণকর্ত্তা আরও লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জাট জাতি শূদ্র বলিয়া গণ্য, এই জাতি সকল স্থানের আচরণীয় জাতি নহে, তবে কোন কোন স্থানে জাট জাতির রাজা আছে। সেই সেই স্থানে ইহারা জল আচরণীয় হইয়াছে, ইত্যাদি। হিন্দু শাস্ত্রে জাট নামে কোন জাতি নাই; সুতরাং প্রতি-পন্ন হইতেছে, এই জাতি আধুনিক, প্রাচীন হিন্দু সমাজ ভুক্ত জাতি নহে। হিন্দু শাস্ত্রে জাট জাতির উল্লেখ নাই; সুতরাং এই জাতির মূল নির্ণয়ার্থ অগত্যা ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইল; কিন্তু ইংরাজী গ্রন্থে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যে কথা হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থের বিরুদ্ধ, তাহা হইলে আমরা কদাচ তাহা বিশ্বাস করিব না। কারণ, হিন্দু সমাজভুক্ত কোন জাতির মূল নির্ণয় করিতে হইলে, হিন্দুশাস্ত্রে ঐ জাতি সমন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই সাময়িক ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার সহিত সংমিলিত করিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক, তাহা হইলেই ঐ মীমাংসা সঙ্গত ও হিন্দু সমাজের স্বীকার্য্য হইতে পারে।"

প্রতিবাদঃ—পাঠক মহাশয়! দেখুন, উল্লিখিত জাট জাতিকে কায়স্থ-পুরাণকর্ত্তা এক স্থানে শূদ্র বলিলেন ও স্থানবিশেষে জল-আচরণীয় জাতির মধ্যেও গণ্য করিলেন! আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাহারা শূদ্র জাতি হইল এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আর্য্য জাতির জল-আচরণীয় জাতিও হইল, তাহারা কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত জাতি হইতে পারে? শূদ্র জাতির কি হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখই হয় নাই? আর আর্য্য জাতির জল-আচরণীয় জাতি অপরিচিত অসভ্য অনার্য্য জাতির মধ্যে কিরূপে পরিগণিত হইল, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি জাটদিগের সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন,—"এই জাতি সকল স্থানের আচরণীয় জাতি নহে"। কিন্তু মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অনেক

স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কায়স্থ জল-আচরণীয় জাতি নহে, অর্থাৎ কায়স্থের জল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চজাতিগণ গ্রহণ করেন না; এই জন্যই কি তাহারা হিন্দুদিগের অপরিচিত অসভ্য জাতি হইবে? আমরা জাট জাতি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার জন্য মহাত্মা টড্ সাহেবের কৃত রাজস্থান ও প্রসিদ্ধ রাজাবলী গ্রন্থ দেখিতে পাঠক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি।

" In the ancient catalogues of the 36 royal races of India the *jit* has a place. It belongs chiefly to the agricultural classes. In the Punjab they still retain their anceint name *jit.* On the Jumna and the Ganges they are styled *jats.* They also owe their descents from the great Chundra and Surja Bansa."—

Tod's Rajastan, Vol. I., Page 81.

ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুল মধ্যে জিট্‌জাতিরও নাম পাওয়া যায়। তাহারা অধিকাংশই কৃষিকার্য্যাবলম্বী। পঞ্জাবে তাহারা এখনও জিট্ নামে খ্যাত; কিন্তু যমুনা এবং গঙ্গাতট-বাসীরা জাট নামে খ্যাত এবং তাহারা প্রসিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

" The *jit* or *Gete* which occupy places amongst the 36 royal races of India are all from the region of Sakadipa."—

Tod's Rajastan, Vol. I., Page 47.

ভারতবর্ষের ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুল মধ্যে গণনীয় জাটেরা সকলেই শাকদ্বীপ হইতে আগমন করিয়াছে।

যে ছত্রিশ রাজকুলের নাম চিরস্মরণীয় রহিয়াছে, যাহার কীর্ত্তি-পতাকা অদ্যাপিও ভারতবর্ষে উড্ডীয়মান হইতেছে, যাহার যশঃ অদ্যাপিও ভারতবর্ষীয় কবিদিগের দ্বারা উদ্‌গীত হইতেছে, যাহার নাম প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠা উজ্জ্বলিত করিতেছে, সেই রাজকুলের মধ্যে গণনীয় জাটেরা আজ এক কায়স্থের হস্তে অসভ্য, বন্য ও মূর্খ হইল!

এক্ষণে ইহারা বৈশ্য জাতি প্রমাণ হউক আর নাই হউক, এই

মহাসম্ভ্রান্ত রাজকীয় জাতির উপর স্বকার্য্য উদ্ধার হেতু এতদূর কটু-বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য এবং না জানিয়া শুনিয়া 'ঘরে বসিয়া রাজার মাকে ডা'ন' বলার মত। বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলাদি প্রদেশে ও পঞ্জাবে ইহারাই রাজচক্রবর্ত্তী; ঐ দেশস্থ প্রায় অধিকাংশ মহাপ্রতাপশালী রাজারাই জাট বংশীয়।

কায়স্থ-পুরাণকার জাট সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন,—"মার্শমান্ সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন, অসভ্য (Savage) ও বন্য জাতির এক শাখা, মুণ্ডিতমস্তক ও পাদুকাবিহীন গুকর্ষ, যাহারা সিন্ধুনদীর পূর্ব্বদিকে গিরিগুহায় বাস করে, তাহারাই আধুনিক জাট জাতির পূর্ব্ব পুরুষ।"

প্রতিবাদ :—"Tho *kayasts* derive their origin from the 5 *servants* who attended the priests."—

Marshman's History of India, Vol. I., Chapter II.

কায়স্থপুরাণকর্ত্তা মার্শমান্ সাহেবের এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে উপরি-উক্তটী যেরূপ বেদ বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্নলিখিতটী সেইরূপ মনে করিতে বাধ্য নহেন; কারণ ইহা তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিপক্ষীয় হইতেছে। এ বিষয়টী উল্লেখ করিয়া মার্শমান্ সাহেব, বোধহয়, কায়স্থ-পুরাণকারের নিকট (Fool) নির্ব্বোধ ও মূর্খ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

জাটেরা যে গুকর্ষ জাতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গোস্বামী মহাশয় গুকর্ষ জাতিদিগের কোন উল্লেখই করেন নাই, তিনি কেবল জেটী কিম্বা জাটদিগের কথাই লিখিয়াছেন; তবে উহারা কিরূপে অসভ্য জাতির বংশধর হইল?

গুকর্ষ শব্দ লইয়া নন্দী মহাশয় যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, অনেকেরই বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই শব্দ সংস্কৃত গুকর্ষ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ হইতে পারে; গু শব্দে গুহ্য, কর্ষ শব্দে চসা, গুকর্ষ শব্দে গুহ্যে চোষিত, অর্থাৎ গুহ্য হইতে উদ্ভূত। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কামধেনু লইয়া যে

বিবাদ হয়, ঐ বিবাদে কামধেনুর গুহ্যদেশ হইতে ম্লেচ্ছ পল্লব জাতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং গুকর্ষ শব্দের অর্থ এই অবস্থার সহিত একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে জাট জাতিকে পল্লবের এক শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যাহা হউক সদ্গোপ জাতি অসভ্য জাতির (Savage) এক শাখা হইলে হিন্দুদিগের অনাচরণীয় জাতি হইতেছে।"

কায়স্থ-পুরাণ-কর্ত্তাকে এ স্থানে দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন অবশ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ এরূপ জটিল বিষয়ের মীমাংসা করা কাহার সাধ্য? বিশেষতঃ, মহাত্মা ব্যাসদেব কৃত অষ্টাদশ মহাপুরাণই এ পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি,—কায়স্থ-পুরাণ অবশ্যই ঊনবিংশ পুরাণ বলিতে হইবে, এবং তাঁহাকেও অবশ্যই দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন বলিতে হইবে। দ্বৈপায়ন যেরূপ নূতন বারাণসী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শশী বাবুও সেইরূপ এই নূতন কথার সৃষ্টি করিলেন। "গুকর্ষ শব্দের অর্থ গুহে চষা, গুহে চোষিত অর্থাৎ গুহ্য হইতে উদ্ভূত"!!!

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত যতপ্রকার গ্রন্থ আছে, সকলেতেই (Gakkars, Gukkars বা Gwikars) গক্কর জাতিকে 'গোক্ষুর' জাতি বলিয়া লেখা আছে। কায়স্থ-পুরাণকার কি কখন কোন বাঙ্গালা ইতিহাসের পাতাও উল্‌টান নাই?

পাঠক! দেখুন, শশী বাবু Gakkars শব্দ হইতেই এই 'গুকর্ষ' শব্দটী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহার অদ্ভুত গোছের ব্যুৎপত্তিও যথাশক্তি সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য যার পর নাই প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি,—Gakkars শব্দটীকে Ga+kkar+s এইরূপে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। (Ga=গু ও বহুবচনবাচক বিভক্তি sটী সমেত kkar=কর্ষ) মোটের মাথায় শেষে গুকর্ষতে গিয়া দাঁড়াইল।

গোক্ষুর অর্থাৎ গোরুর ক্ষুর (Cow's hoof) হইতে উৎপন্ন একদিন বলিলেও বলিতে পারেন; কিন্তু বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদে কামধেনুর ক্ষুর (পদদেশ) হইতে ত কোন জাতিরই সৃষ্টি হয় নাই।

এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে,—আমরা আবহমানকাল এইরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি,—অতি প্রাচীন সময় অবধি এপর্য্যন্ত

ভারতবর্ষে গোরক্ষ নামক জাতির বিদ্যমানতা আছে। এই গোরক্ষ জাতিই ব্যবসায়, কার্য্য, আচার, ব্যবহার প্রভৃতিতে প্রকৃত পক্ষে বৈশ্য। গোরক্ষ শব্দের যথার্থ অর্থ, যাহারা গোগণের রক্ষা প্রতি-পালনাদি কার্য্যে ব্রতী। পণ্ডিতবর উইলসনও এইরূপ অর্থ করেন। "A cow-keeper, the cherisher or preserver of kine, one who keeps or tends cattle."—*Wilson's Sanscrit English Dictionary.* যাহাদিগের উপরে পূর্ব্ব হইতেই গোরক্ষণ কার্য্য ন্যস্ত আছে, তাহারাই বৈশ্য জাতি, গোস্বামী মহাশয় যদি এই কথা বলিয়া থাকেন এবং জাটদিগের সহিত সদ্গোপদিগের সৌসাদৃশ্য আছে, একথাও যদি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আর কি ভ্রম বা প্রমাদ সংঘটিত হইল? তিনি এমন কি অন্যায় কথা বলিলেন? এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে,—এই গোরক্ষ জাতিই যথার্থ বৈশ্য ও জাট জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ। এই গোরক্ষ শব্দ হইতেই নন্দী মহাশয় গুকর্য, ইংরাজী ঐতিহাসিকেরা Gakkar, Gukkar বা Gwikar, প্রাচীন গ্রীকেরা Kathainse এবং বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা গোক্ষুর, গোখর বা ঘোঘর শব্দ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। আধুনিক বরদা রাজ্যের মাহারাষ্ট্র জাতীয় (Gwaikwar) গৌকোয়ার বংশীয় রাজারা এই প্রাচীন (বৈশ্য) গোরক্ষ জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। গৌকোয়ার শব্দের যথার্থ অর্থ যাহারা গো (ধেনুর) রক্ষা পালনাদি কার্য্য করে। মহারাষ্ট্রীয় গৌকাবার শব্দের অপভ্রংশ হইতে এই গৌকোয়ার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অধুনাতন কেহ কেহ গৌকাবারকে গুহকুমার শব্দে নির্দ্দেশ করেন, সেটী সম্পূর্ণ ভ্রম। ইহা কথিত আছে যে, মহর্ষি গোরক্ষনাথই এই গোরক্ষ জাতির আদি পুরুষ। ইহাঁর প্রণীত যোগশাস্ত্র সম্পার্কীয় একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। তাঁহার নামানুসারে গোরক্ষপুরের নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই নগরে যে অনাদিলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা ইহাঁরই প্রতিষ্ঠাপিত। অধুনাতন নেপালস্থ অমিতবিক্রমী রণদুর্ম্মদ জাতিবিশেষকে গোরক্ষদিগের অন্যতম শাখা, বলিয়া প্রতীত হয়।

কায়স্থপুরাণকর্ত্তা লিখিয়াছেন,—"বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কামধেনু লইয়া যে বিবাদ হয়, ঐ বিবাদে কামধেনুর গুহ্যদেশ হইতে ম্লেচ্ছ পল্লব জাতি উৎপন্ন হয়"।

প্রতিবাদঃ—ম্লেচ্ছ, পল্লব ইটি কোন্ পুরাণে আছে? আমরা মহাভারতাদি সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকে, অথবা তাঁহার নিজের মহাপুরাণেও ঐ কথার বিপরীত দেখিতেছি!

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, আদিপর্ব্ব, পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত উদ্ধৃত করা হইল,—

"তখন সেই পয়স্বিনী মহর্ষি আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া অতিঘোরতররূপ ধারণ পূর্ব্বক গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঘনঘন হম্বারব পরিত্যাগ সহকারে সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কশাদণ্ডদ্বারা বারংবার আহত ও ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় বালধিহইতে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। পুচ্ছ হইতে পহ্নব, প্রস্রব হইতে দ্রাবিড় ও শক এবং যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল। গোময় হইতে কিরাত জাতি, মূত্র হইতে কাঞ্চি ও পার্শ্বদেশ হইতে শরভকুল জন্ম গ্রহণ করিল। ফেন পুঞ্জ হইতে পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্ব্বর, বশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূন, কেরল ও অন্যান্য বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল।"

পল্লব গোপ ম্লেচ্ছ বা নিকৃষ্ট জাতি এবিষয় কায়স্থপুরাণকার কোথায় পাইলেন? লোকপ্রসিদ্ধ ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারতে ত পাওয়া গেল না। শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতির অনুবাদিত মহাভারতেও ঐরূপ। তাঁহার নিজের পুরাণব্যতীত "পল্লবগোপ যে ম্লেচ্ছজাতি" ইহা কোন পুরাণে বা ধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

মনুসংহিতার ১০, ৪৩ অধ্যায় দেখুন, তাহাতেও পাঠক ঐরূপ নিরাশ হইবেন। তিনিও তাঁহার পুরাণের ২০৩ ও ২২৯ পৃষ্ঠায় ম্লেচ্ছ

পহ্নব জাতির বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন। এখানে আবার শশীবাবু জানিয়া শুনিয়াও পল্লব ও পহ্নবকে একজাতি ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

পণ্ডিতাগ্রগণ্যাভিমানী কায়স্থপুরাণকার স্বকার্য্য সাধনার্থ ম্লেচ্ছ পহ্নব জাতিকে পল্লব গোপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে পহ্নব শব্দে যাহা প্রকৃতরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা যথাসাধ্য সংক্ষেপে পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বিবৃত করিতে অধ্যবসায়পরতন্ত্র হইতেছি। পহ্নবের নামান্তর পহ্লব। ইহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। পরে সগররাজা ইহাদিগকে বিদ্রোহাভ্যুত্থানাদি অপরাধ জন্য দণ্ডিত, ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত, সিন্ধুনদপার আদি স্থানে নির্ব্বাসিত, আর্য্য-ধর্ম্মচ্যুত এবং পতিত দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী পহ্নব বা পহ্লব নামা বর্ব্বর অনার্য্য ম্লেচ্ছ জাতির অন্তর্ভুক্ত করেন। তদবধিই ইহারা পহ্নব বা পহ্লব নামধারী ম্লেচ্ছ জাতি হইয়া গেল। ইহাদের সহিত অন্যান্য কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও ঐরূপ অপরাধে শক, যবন, কাম্বোজ, দরদ, পারদ, তুখার, হুন প্রভৃতি নামধারী প্রত্যন্তবাসী অসভ্য অনার্য্য ম্লেচ্ছ জাতির অন্তর্ভূত হইয়া ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত এবং শক, যবন, কাম্বোজ আদি ঐ সকল নামেই পরিচিত হয়। ইহারা ম্লেচ্ছ বা আর্য্যম্লেচ্ছরূপে বহু-কালপর্য্যন্ত ভারতীয় সম্রাট্দিগের অধীন বা করদ থাকিয়া ঐ সকল ম্লেচ্ছজাতির উপরেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছিল; কালসহ-কারে ভারতীয়েরা অনৈক্যনিবন্ধন হীনপ্রতাপ হইলে, ক্রমশঃ স্বাধীন বা অন্য ম্লেচ্ছরাজশাসনাধীন হইয়া পড়িল। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার প্রমাণ ভূরিশঃ পরিদৃষ্ট হয়।

পাঠক! ইহাঁর কতদূর ভ্রম দেখুন, এক ত পহ্নব বা পহ্লব শব্দকে পল্লব গোপ করিয়াছেন, আবার সেই পল্লবশব্দই পূর্ণমাত্রায় প্রমাদ-বিজৃম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। এঁর অবগতিই নাই যে, পল্লব শব্দ বল্লব বা বল্লভ শব্দের অপভ্রংশ।

পরে কায়স্থপুরাণকার বলিয়াছেন,—"কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার পুনর্ব্বার সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছেন, যেখানে গোধেনু, সেই খানেই বৈশ্য। যথা ঋগ্বেদে,—

'সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুষ্বতো অশ্বিন্যা।

ধেনুজিনত মুত জিনতং বিশোহতং রক্ষাংসি সেবত মমী বা ॥'—

সকল দেশেই দুগ্ধ দধি ব্যবসায়ীকে গোয়ালা কহিয়া থাকে। কিন্তু সদ্গোপেরা দুগ্ধ ও দধির সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতিই ইহাদিগের ব্যবসায়। অতএব ইহাদিগকে বৈশ্য বলিলে অন্যান্য মিশ্রজাতির অবমাননা হয় বলিয়াই হউক বা উভয় জাতির গোধেনু লইয়া কার্য্য বলিয়াই হউক, ইহারা গোপশব্দে প্রতিপাদ্য হইয়াছে। অতএব ইহাদিগকে বৈশ্য না বলিয়া ব্যবসায় অনুসারে সদ্গোপ বলা হইয়াছে। সদ্গোপ অর্থে উত্তম জাতীয় গোয়ালা নহে"।

কায়স্থপুরাণকর্ত্তা বলেন,—"উপরি-উক্ত ব্যবস্থা-অনুসারে বৈশ্য নির্ণয় করিতে হইলে, এক্ষণে যে সকল জাতি কৃষি বৃত্তি করিতেছে, সেই সকল জাতিকেই বৈশ্য বলিতে হইবেক"।

প্রতিবাদঃ—কায়স্থ সকল পূর্ব্বে দাস্য বৃত্তিতে (Slavery) নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে অনেকেই লেবু, কাপড় প্রভৃতির ব্যবসায় করিতেছে; তাই বলিয়াই কি কায়স্থ ব্যবসায়ীর জাতি হইবেক? এই সকল বৃত্তি অন্য জাতির বৃত্তি, ইহারা গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ইহারা দাসের (Slave) জাতি বলিয়া এপর্য্যন্ত সেই দাস জাতিই আছে।

কায়স্থপুরাণকার গোপ শব্দের 'ভূৎপত্তি' (ব্যুৎপত্তি) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কায়স্থপুরাণের দ্বিতীয়ভাগের ৩১২ পৃষ্ঠা দেখিলেই তাঁহার বিদ্যায় কতদূর দৌড়, তাহা পাঠকের অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। গো শব্দে গোরু এবং প শব্দের অর্থ পালন, অতএব গোপ শব্দে যে গোরু পালন করে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"গোপ শব্দ কায়স্থ শব্দের ন্যায় উপাধিবাচক শব্দ মাত্র। কায়স্থ শব্দ যেরূপ যে লেখা পড়ার কার্য্য করে, তাহাকেই কায়স্থ বলা যায়, গোপ শব্দও সেইরূপ যে জাতি গো পালন করে, তাহাকেই গোপ কহা যায়।"

এটি উত্তম সিদ্ধান্ত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের উপরি-

উক্ত কয়েকটি কথা সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, বৈশ্যজাতির গোপালন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় বলিয়াই সদ্গোপ গোপ শব্দে বাচ্য হইয়াছেন। কিন্তু অন্য জাতিরাও গোপালন করিতেছে, এই জন্যই সমাজপতি শাস্ত্রকারেরা এই আধুনিক সদ্গোপ নামধারী জাতিকে অন্যান্য গোপ জাতি হইতে পৃথক্ রাখিবার হেতু 'সৎ' এইশব্দ দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন মাত্র ; অর্থাৎ যাঁহারা আবহমানকাল বিধি পূর্ব্বক গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই সদ্গোপ। কায়স্থপুরাণকার সৎশূদ্র নির্ণয় কালে সৎ অর্থে শূদ্রের ব্রহ্ম স্বরূপ লিখিয়াছেন, কিন্তু এ সৎ অর্থে সেরূপ নহে, ইহাতে গোপের ব্রহ্ম স্বরূপ বুঝাইবে না, অর্থাৎ উত্তম গোপ বা উচ্চশ্রেণীর গোপ জাতি কিছুই বুঝাইবে না। ধর্ম্মগ্রন্থে সকল প্রকার গোপ জাতির কথাই বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। সদ্গোপ জাতিতে গোপ হইলে অবশ্য মহাপুরাণে সেই সকল কথার উল্লেখ থাকিত ; অতএব সদ্গোপ যে বৈশ্য জাতির উপাধিমাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর কায়স্থ পুরাণের দ্বিতীয়ভাগের ৩১২ পৃষ্ঠাতে গ্রন্থকার অমর সিংহোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া যে তিন প্রকার মাত্র গোপের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে সদ্গোপের কোন উল্লেখই নাই। যদি সদ্গোপ জাতিতে গোপ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে প্রকাশিত থাকিত।

আরও লিখিত আছে,—"সকলেই অবগত আছেন, ব্রাহ্মণের পাতের প্রসাদ সদ্গোপ জাতির ঘৃণিত বস্তু, এইজন্য তাহারা ব্রাহ্মণের প্রসাদ পায় না।"

কায়স্থপুরাণের দ্বিতীয়ভাগের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"রাঢ় বিভাগের ব্রাহ্মণের পাককরা অন্ন যে প্রথমে সকল জাতির মধ্যে গৃহীত হইত না, তাহা এই অবস্থাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে। সদ্গোপ জাতি এই খণ্ডের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির নীচে, নবশায়ক জাতির অগ্রগণ্য। তাহারা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইয়াছে। তথাচ হিন্দু ধর্ম্মানুসারে গুরু কি পদার্থ, ব্রাহ্মণ কি পদার্থ, তাহারা অবগত নহে"।—ইত্যাদি।

প্রতিবাদঃ—বঙ্গদেশের আর্য্য সদ্গোপেরা ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন ভোজন করেন না, একথা আমরা কোন সময়ে কোথাও শুনি নাই; তবে—উচ্ছিষ্ট অন্ন তাঁহারা প্রায় খান না।

কায়স্থপুরাণকার আরও বলেন,—"তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে,—তাহারা এমন তেজীয়ান্ জাতি, গুরুর গামোছা বহে না।"

প্রতিবাদঃ — প্রথম কথা অর্থাৎ

"দৃষ্টোধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ২।৬।১৩।৮।
তেষাং তেজোবিশেষেণ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।২।৬।১৩।৯।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ॥ ২।৬।১৩।১০॥" পরাশরভাষ্য।

মহৎ লোকদিগের ধর্ম্মলঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতেও পাওয়া যায়। তাঁহারা তেজীয়ান্, তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। সাধারণ লোকে তদ্দর্শনে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে এককালেই উৎসন্ন হইয়া যায়।

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট-ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"—পরাশরভাষ্য।

প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম লঙ্ঘন ও অবৈধ আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভুক্ অগ্নির ন্যায় তেজীয়ান্‌দিগের তাহাতে দোষস্পর্শ হয় না।

আমরা উপরি উক্ত ঋষিদিগের বচন-অনুসারে সদ্গোপদিগের সম্বন্ধে এরূপ বলিতে চাহি না যে, ইহাঁরা আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া তেজীয়ান্ হইতেছেন, অর্থাৎ ইহাঁরা অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিলেও কায়স্থ জাতির ন্যায় অনার্য্য জাতীয়গণ ইহাঁদিগকে কোন কথা বলিতে অধিকারী নহেন, কিম্বা ইহাঁদিগের উপর দোষারোপ করিতে কোন নীচ জাতির সাধ্য নাই। আমরা এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত তর্ক করিতে চাহি না, তবে সদ্গোপেরা বৈশ্য জাতীয় বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও তাঁহাদিগের দাস্যবৃত্তি করেন না। ইহা যে অবৈধ নহে, তাহা নিম্নলিখিত মনুবচনের বঙ্গানুবাদ গুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে, পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যথা,—

"যদি কোন ব্রাহ্মণ জানিয়া শুনিয়া উপবীত-ধারী কোন দ্বিজাতিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতীয় কোন ব্যক্তিকে দাম্ভিকতা প্রযুক্ত পদ-প্রক্ষালন প্রভৃতি কোন দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন, কিম্বা বল-পূর্ব্বক আপনার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করান, তাহা হইলে তিনি রাজা-কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবেন, অর্থাৎ রাজা উক্ত ব্রাহ্মণকে ৬০০ পণ দণ্ড করিবেন।"— মনু, ৮। ৪১২।

কায়স্থপুরাণকার বলিয়াছেন,—"সদ্‌গোপজাতি ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট অন্ন খায় না।" এই সম্বন্ধে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার কৃতগ্রন্থের দ্বিতীয়-ভাগের ১২১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—"গুজরাটী আগরওয়ালা বণিকেরা এমন কি ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন পর্য্যন্তও ভোজন করেন না।" পূর্ব্বে এই পুস্তকে গুজরাটী আগরওয়ালা, মাহেশ্রী, রাওজী, ভাওজী প্রভৃতি জাতিকে বৈশ্যজাতীয় বলা হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, বৈশ্যেরা কায়স্থের মত উচ্ছিষ্ট অন্ন বা অন্য প্রকার ভৃত্যের কার্য্য অতিদীন ভাবাপন্ন হইলেও সহসা স্বীকার করেন না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কোন উৎকৃষ্ট জাতিই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন না; এক্ষণে সদ্‌গোপ উচ্ছিষ্ট খান না বলিয়াই যত দোষ? শ্রেষ্ঠজাতি মাত্রেই যে উচ্ছিষ্ট খান না, তাহাতে তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্র-বহিষ্কৃত জাতি হইলেন কি? যাহা হউক, কায়স্থ-পুরাণকারের বিলক্ষণ মীমাংসা শক্তি আছে বলিয়া প্রতীত হইল।

অধুনা বিশেষ কথা এই যে, কায়স্থগণ শূদ্রজাতি; ইহারাই ত্রিবর্ণের দাস, অর্থাৎ চাকরের (নফর বা গোলাম, servant বা slave) বংশ; পদপ্রক্ষালন, উচ্ছিষ্টভোজন, সেবা, পরিচর্য্যা প্রভৃতি সমস্ত নীচ কার্য্যই ইহারা করিয়া থাকে। অন্ত্যজ, জঘন্যজ প্রভৃতি শব্দেই ইহাদিগের অন্য নামকরণ হইয়াছে। আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকা অর্থাৎ আদেশপ্রাপ্তি মাত্রেই যে কোনরূপ কার্য্যই হউক, তাহা অবি-চারিতরূপে সম্পাদন করা, ভৃতি অর্থাৎ বেতন গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ অর্থাৎ পরিবার (পোষ্য) বর্গের ভরণপোষণ করা ইত্যাদিই হইল ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায় ও কর্ত্তব্য কার্য্য। আর্য্য তিন বর্ণই

ইহাদিগের প্রভু, অর্থাৎ মনিবের (স্বামী বা ভর্ত্তা, Lord, Master বা Owner) বংশ। এই জন্যই কায়স্থগণ তাহাদিগের নামান্তে দাস, কিঙ্কর, ভৃত্য, সেবক প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ উপরি উক্ত তিন বর্ণকে সম্মান করিবে, আর কোন জাতিই সেরূপ করিতে বাধ্য নহেন। এক্ষণে খানসমা, খেজমোদ্গার প্রভৃতিরা আমাদিগের রাজপুরুষ ইউরোপীয়দিগের নিকট পাদুকা বিহীন হইয়া প্রগাঢ় ভয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকে, তাই বলিয়াই কি ঐ রাজপুরুষেরা খেজমোদ্গার, খানসামা প্রভৃতি-দিগের নিকট তাঁহাদিগের যেরূপ মান, এমত আর কাহারও নিকট নহে, এরূপ বলিবেন? যেরূপ অধুনাতন কতকগুলি অজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনা যায় যে, কায়স্থদিগের নিকট যেরূপ ব্রাহ্মণের মান, এরূপ আর কোন জাতির নিকটেই নহে। কি আশ্চর্য্য! ইহাতে আর ব্রাহ্মণের মান হইল কোথায়? চাকর মনিবের আজ্ঞাবহ হইলে, কি মনিবের মানের বৃদ্ধি হয়? ইহাত কায়স্থের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রভুর মান দাসের নিকটে চিরকাল যেমন তেমনিই থাকিবে; তাহাতে আশ্চর্য্যের বা বিস্ময়ের কথা এমন কি আছে? দাস (Slave) স্বামীর কার্য্য, সেবা, মান, সম্ভ্রম বা যে কিছু সকলই প্রাণপণ যত্নে করিবে, ইহাই হইল বিধি ও ব্যবস্থা। ইহাতে তাহাদিগের বিশেষ পৌরুষ, খ্যাতি বা গৌরব নাই; কিন্তু না করিলে সম্পূর্ণ অপৌরুষের, অপ্রতিপত্তির বা অগৌরবের কথা।

ভৃত্য (Servant) শব্দে যে অর্থ বুঝায়, দাস (Slave) শব্দে তাহা বুঝায় না। প্রাচীন মিশ্র, পারসীক, চীন ও রোমকদিগের Slave, যবন (য়োনীয়, গ্রীক্ বিশেষতঃ Spartan) দিগের Helot, Teuton দিগের Slav, শকস্থনু (Saxon) ও Norman দিগের Serf ও Churl, আরবদিগের হাব্সী ও Moor, মুসলমান তুরস্ক ও মঙ্গলদিগের গোলাম ও নফর, স্পানিশ্ ও পর্টুগীজদিগের Negro প্রভৃতির যে অর্থ, প্রাচীন আর্য্য দ্বিজাতিদিগের অনার্য্য (শূদ্র) দাসেরও (Slave) অবিকল সেই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। তবে প্রভেদ এই যে, মিশ্র,

রৌমক, গ্রীক্, টিউটন, আরব, মঙ্গল, স্পানিশ্ প্রভৃতিরা দাসদিগের প্রতি যাদৃশ কঠোর ব্যবহার করিতেন, ভারতীয় আর্য্যেরা কদাপি তাদৃশ ব্যবহার ভ্রমক্রমেও করিতেন না; অনেকাংশে তাঁহারা তাহাদিগকে অনুগ্রহও করিতেন, স্বীয় পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়াও রাখিতেন ও স্বাধীনতার যে কি স্বাদ, তাহা ভোগ করিতে দিতেন। এই প্রসাদহেতু শূদ্রেরা দাস (Slave) পদ হইতে ক্রমে ভৃত্য (Servant) পদে উন্নীত হয়। এই এত অনুকম্পা করাতেই দাসেরা অধুনা নামতঃ দাস আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ একবারেই স্বাধীন, অর্থাৎ প্রভু হইয়াছে। এটা অধিক প্রশ্রয় দানেরই প্রতিফল! রাঢ়, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অনেক স্থলে এপর্য্যন্তও কোন কোন ব্রাহ্মণের গৃহে কোন কোন কায়স্থগোষ্ঠী পুরুষানুক্রমে ভাণ্ডারী বা নফর হইয়া আছে। নফর শব্দের প্রকৃত অর্থ বংশানুক্রমে যাহারা ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এপর্য্যন্তও পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণদিগের এই সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, শূদ্র বলিলেই কায়স্থ বুঝাইয়া থাকে; তদ্‌ভিন্ন অন্য নীচ বা উচ্চ শূদ্র জাতিকে শূদ্র না বলিয়া অনুলোম ও বিলোমক্রমে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর জাতি বলা যায়।

কায়স্থপুরাণকার আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"সদ্‌গোপেরা রাঢ় খণ্ডের ব্রাহ্মণদিগকে ধনে বশীভূত করিয়াই জল-আচরণীয় হইয়াছে।"

প্রতিবাদ :—ইহাতেই কায়স্থপুরাণকার স্বীকার করিতেছেন, সদ্‌গোপেরা অর্থাৎ বঙ্গীয় বৈশ্যেরা চিরকাল ধনী। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের ধনী প্রজা। আহা! কায়স্থপুরাণকর্ত্তা এ সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না! আহা! তাঁহার দুঃখ দেখিয়া আমাদিগেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! তাঁহার কায়স্থরা যদি এক্ষণকার মত হইতেন, তাহা হইলে একটি উৎকৃষ্ট জাতি হইতে পারিতেন। তৎকালে তাঁহারা টাকার মুখ দেখিতে পাইতেন না, প্রায়ই ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া পেটভাতায় ব্রাহ্মণগৃহে চাকরী করিতেন। আরও দেখুন,

ব্রাহ্মণই বঙ্গবিভাগের সকল স্থানের সমাজের কর্ত্তা, বিশেষতঃ রাঢ় খণ্ডে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের মতে সমাজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার আদি সকলই চলিতেছে। সদ্‌গোপ যদি ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী জাতি হইতেন, তাহা হইলে কি উক্ত শাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগকে কোন শাসন করিতেন না? আর কায়স্থ যে চিরকাল তাঁহাদিগের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে বলিয়া উক্ত শাস্ত্রকারেরা কি তাহাদিগকে মাথায় করিয়া তুলিলেন? তাহাদিগকে সেই ত্রিংশৎ দিবস মৃতাশৌচ বহন করিতে হয় এবং সেই ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন আদি সমস্তই করিতে হয়। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা এখন পর্য্যন্তও তাহাদিগের দানাদি গ্রহণ করেন না। সদ্‌গোপেরা যে দিবস বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেইদিনও যেরূপ ছিলেন, অদ্যও সেইরূপ তাঁহাদিগকে থাকিতে দেখা যাইতেছে। তবে কলিতে মুড়ি মিছরির একদর। বঙ্গরাষ্ট্রে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা অল্প মাত্র এবং বৈশ্য (আধুনিক সদ্গোপ), অনেকেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; এইজন্যই কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্র জাতিগণ ইহাঁদিগের সমকক্ষ হইয়াছে।

আমাদিগের নূতন পুরাণকর্ত্তা একস্থানে লিখিয়াছেন,—"সদ্গোপ জাতি সমগ্র সৎশূদ্র নবশায়ক জাতির অগ্রগণ্য হইয়াছেন।"

প্রতিবাদ :—বৈশ্যজাতি আর্য্যশ্রেণীর তৃতীয় বর্ণ। সদ্গোপ বৈশ্যজাতি হইলে, সমগ্র শূদ্রেরই অগ্রগণ্য হইতেছেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নীচে। ইহাতেই তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেন যে, সদ্গোপেরা বৈশ্য বর্ণ।

কায়স্থপুরাণকার লিখিয়াছেন, "রাঢ়ীয়গণ সদ্গোপকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে; এবিষয় সদ্গোপ-বান্ধব কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীনকালে সদ্গোপজাতি অসভ্য ও অনার্য্য জাতি ছিল, এই হেতু তাহারা রাঢ়ীয় সমাজে চাষা উপাধিতে পরিচিত হইয়াছে।"

প্রতিবাদ :—"রাঢ়ীয়গণ সদ্গোপকে চাষা বলিয়া ঘৃণাকরে; এ বিষয় সদ্গোপবান্ধব কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার স্বীকার করিয়াছেন,"

এটী সমস্ত মিথ্যা; একথা কায়স্থসদ্‌গোপসংহিতাকার কখনই স্বীকার করেন নাই। তিনি এইমাত্র লিখিয়াছেন,—(কায়স্থসদ্‌গোপ-সংহিতার ৬১ পৃষ্ঠা দেখুন,) "কায়স্থ ও সদ্‌গোপের বিবাদ বড় কৌতুক-জনক। সদ্‌গোপেরা কায়স্থদিগকে চাকরের জাতি বলিয়া উল্লেখ করে, কায়স্থরা সদ্‌গোপদিগকে চাষা বলিয়া গালি দেয়"। পাঠক মহাশয়! দেখুন, গোস্বামী কোথায়,—"রাঢ়ীয়গণ সদ্‌গোপকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে," এমত লিখিয়াছেন বা "স্বীকার করিয়াছেন?"

তবে এদেশে এরূপ প্রথা আছে বটে যে, পরস্পর পরস্পরের উপর রোষ পরবশ হইলেই তাহার জাতি ও ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ করিয়া ভৎ‍র্সনা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করে। ইহাতে আর উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নাই। যথা;—"বেণে পুঁটলি বাঁধার জাতি; সোণারবেণে চসম্‌-খোরের জাতি; কলু ঘানিঠেলার জাতি; তেলিবুদ্ধি আর কত ভাল হবে; বোকা তাঁতি উলুবনে সাঁতার দেয়, তাঁতি মাকু জং বাহাদুর অর্থাৎ মাকু ঠেলার জাতি; নাপিত কুনিকাটার জাতি; কায়েত চাকরের জাতি, নাংলা-বাঁশ-গরাণে'-বাহাত্তুরে-প্রভৃতি সব কায়েতই ক্যাওটের জাতি; কামার লোহা ঠ্যাঙাতেই মজবুৎ; খল বদ্যি; লাক টাকায় বামুন ভিখারী, বামুন খোলা কাটার অথবা আলোচাল কাঁচকলা খেগোর জাতি, তার কত ভাল হবে"! তাই বলিয়াই কি রাঢ়ীয়েরা এই সকল জাতিকে ঘৃণাকরে ও এই সমস্ত জাতি (দুই একটী ছাড়া) নীচ জাতি হইবে?

যাহা হউক, এই সুযোগ পাইয়া ছিদ্রানুসন্ধানকারী কায়স্থপুরাণ-কর্ত্তা কৃষি কার্য্য নিরত বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনকারী আধুনিক সদ্‌গোপ নামধারী জাতিকে রাঢ়ীয়েরা চাষা বলিয়া ঘৃণা করে, একথা অম্লান-বদনে ও দ্বিধাশূন্য-চিত্তে লিখিলেন! আমরা এই স্থানে তাঁহাকে একটী কথা বলি, রাঢ়ীয়েরা বঙ্গ খণ্ডের লোকদিগকে বাঙ্গাল কহে। তাহারা বাঙ্গাল অর্থে বর্ব্বর (barbarous, savage, a race of gorillas or hobgoblins &c.), বন্য, অসভ্য, অনাচার, দুর্ব্যবহার, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য, নির্ব্বোধ, বোকা, মনুষ্যের মধ্যেই নয়, প্রভৃতি বুঝিয়া থাকে;

এজন্য কি ভারতীয় পূর্ব্ব বঙ্গ বিভাগের লোক হিন্দুধর্ম্ম বহিষ্কৃত বর্ব্বর, নিকৃষ্ট, বনজ, ম্লেচ্ছ, অনার্য্য বা পিশাচ আদির ন্যায় ঘৃণিত জাতি হইবে? তাহা কখনই নহে। তবে বাঙ্গাল বলিলে, এইমাত্র বুঝাইয়া থাকে যে,—অতি প্রাচীন সময় হইতেই বাঙ্গালা বা বঙ্গ দেশের পূর্ব্বভাগ অনার্য্যজাতির নিবাসবহুলতা নিবন্ধন অসভ্য বা বর্ব্বর প্রকৃতির বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই হেতু পূর্ব্ব বঙ্গের আর্য্য অধিবাসীদিগকেও ভাষা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতিতে কিঞ্চিৎ অসভ্য অসভ্য ও বর্ব্বর বর্ব্বর দেখাইয়া থাকে। সুতরাং অবশিষ্ট সমস্ত বঙ্গ বা বাঙ্গালা ভূমির অধিবাসিবর্গ হইতে বিভিন্ন হইবার জন্য পূর্ব্ববিভাগের অধিবাসীর "বাঙাল্" এই একটী পৃথক্ সংজ্ঞায় রাঢ়, দক্ষিণ বঙ্গ প্রভৃতি স্থলের লোকদিগের নিকটেই আখ্যাত ও পরিচিত হয়। বাঙাল বলিলে, কেবল পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকেই বুঝাইয়া থাকে, বঙ্গের অন্য কোন স্থানের লোকদিগকে কোন ক্রমেই বুঝায় না। কিন্তু আবার বাঙালেরা আসামীয়দিগকেও বাঙাল বলিয়া থাকে। বঙ্গের অন্য অন্য বিভাগের লোকদিগের বাঙ্গালী বা বঙ্গীয় এবং কদাচিৎ (প্রাচীন) গৌড়ীয় শব্দে অভিহিত করা যায়। বাঙাল্‌দেশ বলিলে কেবল পূর্ব্ববঙ্গ এবং বাঙ্গালা, বঙ্গ, Bengal বা গৌড় বলিলে সমস্ত বঙ্গ খণ্ডই নির্দ্দিষ্ট হয়। অতিপ্রাচীন সময়ে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগই বঙ্গভূমি বলিয়া কথিত হইত; পরে পাল, কাম্বোজ, সেন প্রভৃতি বংশীয় রাজাদিগের কালে মিথিলা, দ্বারবঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, উড়িষ্যার উত্তর ভাগ, বাগাড়ী, বারেন্দ্র, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রকৃতরূপে বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ইহা বাঙ্গালা এই এক সাধারণ নাম প্রাপ্ত হয়। আরও একটু বিশেষ করিয়া বলিলে, বুঝিতে পারা যাইবে যে, English-দের সমীপে Great-Britain এবং Ireland এই সংমিলিত রাজ্যের Welsh, Scottish বা Irish, এই অন্যতর জাতি যাদৃশ পৃথক্ বুঝায়, রাঢ়ীয় দক্ষিণবঙ্গীয় প্রভৃতি সকলের নিকটে পূর্ব্ববঙ্গীয়রাও তাদৃশ বিভিন্ন বুঝাইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে এমন আর গুরুতর কিছুই বুঝাইতে পারে না। এই যে বঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ প্রভৃতি অপরাপর স্থানের লোকেরা পূর্ব্ববঙ্গীয় পুরুষদিগকে,—

"বঙ্গালা-যদি মানুষা-হরি হরি! প্রেতা-স্তদা কীদৃশাঃ,
আহারে বককাকশূকরসমা-শ্ছাগোপমা * * *।
রূপে মর্কটবৎ পিশাচবদনাঃ ক্রূরাঃ খলা-দুর্ম্মুখাঃ,
স্থানে সিংহসমা-রণে মৃগোপমা-দেশান্তরে জম্বুকাঃ"॥—ইত্যাদি
ও "বাঙাল আবার মানুষ, আশুর্লা আবার পাখী!"
"বাঙাল মনুষ্য নয়"— ইত্যাদি ইত্যাদি

পরিহাস করিয়া বলিয়া থাকেন, তাই বলিয়াই কি পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিসমূহ এবম্বিধ প্রকৃতির ও অবস্থার মানব হইয়া দাঁড়াইল?

সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁহার ভারতবিশ্রুত অন্নদা-মঙ্গল মহাকাব্যে লিখিয়াছেন,—

"যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়?"—

চাষী ঘৃণাসূচক বাক্য হইলে ভারতচন্দ্র এরূপ লিখিতেন না। বোধ হয়, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কায়স্থপুরাণকর্ত্তার ন্যায় অগাধ ছিল না; তাহা হইলে তিনি এরূপ লিখিতেন না। কলির মাহাত্ম্য কে বর্ণিতে পারে? তাহা না হইলে আজকাল বামুণঠাকুর কথাটী অবজ্ঞাসূচক হইয়া পড়িবে কেন? বামুণঠাকুর বলিলে, পাচকব্রাহ্মণ বোঝায়! হায়! কলিতে দেবতা কথাও এইরূপ অবজ্ঞাসূচক হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রে বৈশ্যকে ভূমিকর্ষক গোপ বলিয়া উক্ত আছে, সুতরাং বৈশ্যই শাস্ত্রোক্ত চাষী।

কায়স্থপুরাণকার আরও লিখিয়াছেন,—"রঘুনন্দন প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিকারকেরা যৎকালে রাঢ়ীয় সমাজে নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করেন, তৎকালে যাহারা ধনাঢ্য ও উন্নতিশীল ও নবশায়কের বৃত্তিসম্পন্ন ছিল তাহাদের মূলানুসন্ধান না করিয়া বৃত্তি অনুসারে তাহাদিগকে আচরণীয় জাতিস্বরূপ গণ্য করিয়া আচরণীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের যাজক হইয়াছিলেন।" পশ্চাৎ লিখিলেন,—"রাঢ়খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতে এই জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে পল্লবগোপবংশজ কালুঘোষ ও মুরলী দুই সহোদর ছিল তন্মধ্যে একজন জাতীয় কুরীতি, কুনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল্লবজাতির আদিমক্রিয়া অপেক্ষা সৎক্রিয়া অনুষ্ঠানে

নিরত হওয়ায় সদ্গোপ অর্থাৎ তাহার ভ্রাতা পল্লব গোপাপেক্ষা সৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এই উপাধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু মূলে ইহারা ঘৃণিত অসভ্যজাতি ছিল এই নিমিত্ত ইহারা ঘৃণাসূচক 'চাষা' বা নাঙ্গালা আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে।"

প্রতিবাদ :—সদ্গোপকে যখন সমাজ স্থাপনের সময় ধনে, মানে, কুলে, শীলে, সম্যগ্রূপে উন্নত কৃষিবৃত্তি অবলম্বনকারী দেখিয়া স্মৃতিকারকেরা উচ্চ জল আচরণীয় জাতি করিলেন, তখন আবার জনশ্রুতির দোহাই দিয়া পল্লবের জাতি কালু ঘোষ, মুরলী প্রভৃতি মাতামুণ্ড আনিয়া কায়স্থপুরাণকর্ত্তার কি বিদ্যা প্রকাশ হইল, তাহা তিনিই জানেন। আর যদি জনশ্রুতিই ঠিক, তাহা হইলে কি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এমত মূর্খ ছিলেন, তিনি ঐ জনশ্রুতির কথা কি কখন কর্ণেও শুনেন নাই, তিনি কায়স্থপুরাণের উল্লিখিত ম্লেচ্ছ পল্লব জাতিকে কি কখন চিনিতেনও না, আর সেই ম্লেচ্ছজাতির বংশ সদ্গোপজাতিকে এতদূর ফস্ করিয়া উচ্চ জাতি করিয়া দিলেন? আর পল্লবগোপ যদ্যপি সদ্গোপের মুল, অর্থাৎ সদ্গোপজাতি পল্লবগোপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে আর নন্দীমহাশয়ের বিচারমতে পল্লব ম্লেচ্ছ (savage) হেতু তাহাদিগের সন্তানেরা চাষা নামে খ্যাত হইল, তথাপি মূলজাতিকে ত কেহ চাষা বলে না, পল্লবগোপই বলিয়া থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"এদেশে জনশ্রুতি হইতে তিনি শুনিয়াছেন।" এদেশে আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই বলিয়া থাকে,—বঙ্গখণ্ডের বিধবা কুলমহিলাগণ 'কয়ডিম্বো' ভক্ষণ করে, এ জনশ্রুতির বিষয় শশী বাবু কি বলেন? সত্যই বঙ্গবিধবাগণ কি মৎস্য খাইয়া থাকে? এ কথায় তিনি, বোধ হয়, এই উত্তর দিবেন, ইটি বিদ্বেষ বাক্যমাত্র। উপরি-উক্ত জনশ্রুতিও সেইরূপ। এইরূপ সকল সমাজেই এবং সকল জাতি সম্বন্ধেই অপ্রতুল নাই।

কায়স্থপুরাণকার যখন একবার বৃত্তি দেখিয়াই জাতির সৃষ্টির কথা লিখিলেন, আবার বলিতেছেন,—সদ্গোপ পূর্ব্বে পল্লবের জাতি ছিল; পল্লব চিরকাল দুগ্ধ দধির ব্যবসায়ী; সদ্গোপই বৈশ্যবৃত্তি-

ধারী; তখন সদ্‌গোপ কিরূপে পল্লবের জাতি হইতে পারে? কায়স্থ-পুরাণকারের এই সিদ্ধান্তটি নিতান্ত বাঙালে' সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

তিনি পরে লিখিয়াছেন,—"সদ্‌গোপ ও পল্লবগোপ একবংশ তাহা সদ্‌গোপ-বান্ধব কায়স্থসদ্‌গোপসংহিতাকার স্বীকার করিয়াছেন।"

প্রতিবাদ :—(কায়স্থসদ্গোপসংহিতার ৪৯ পৃষ্ঠা দেখুন,) অধুনা যাঁহারা সদ্গোপজাতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক ও এ জাতির প্রশংসা করিলে, যাঁহাদের গাত্র দাহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা কহেন,—"ইহারা গোয়ালার জাতি, সদ্গোপ ও পল্লবগোপে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, পূর্ব্বে ইহারা এক ছিল, পরে পল্লবেরা নীচ ব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং সদ্‌গোপেরা পূর্ব্ববৎই আছে।" ভাল যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে সদ্‌গোপের পক্ষে ক্ষতি কি? পল্লবেরা শাস্ত্রনিবিদ্ধ অসৎকর্ম্ম দ্বারা অথবা ব্রাত্য দোষে পতিত হইয়া নিকৃষ্ট হইয়াছে,—ইহাতে বরং সদ্‌গোপের বৈশ্যত্বের আরও প্রতিপোষণ করা হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, সদ্‌গোপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কার্য্য করেন নাই, চিরকালই সদাচারে ও স্ববৃত্তিতে কালযাপন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা পল্লবদিগের মুখে এ কথা কখন শুনিতে পাই নাই। সদ্গোপ গোঁয়ালা হইয়াছে বটে, কিন্তু গোয়ালা কখন সদ্‌গোপ হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার হইয়াছেন, এজন্য কি সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ মুচির জাতি হইবেন? ইত্যাদি। পাঠক মহাশয়! দেখিলেন, গোস্বামী কোথায় সদ্গোপকে পল্লবের এক বংশ বলিয়া স্বীকার করিলেন? পুরাণকর্ত্তা আরও লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থকার সদ্‌গোপকে সদাচারসম্পন্ন বৈশ্য ও পল্লব গোপকে আচার ভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।"

প্রতিবাদ:—গোস্বামী সদ্‌গোপকেই সদাচারসম্পন্ন বৈশ্য বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তর্কচ্ছলে এইমাত্র বলিয়াছেন,—"সদ্গোপনিন্দুক অবতারেরা কেন এবিষয় লইয়া বৃথা তর্ক করে? সদ্গোপ যদি প্রকৃত বৈশ্য হয় আর পল্লব যদি কোন কারণ বশতঃ

পতিত হইয়া নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাহইলে সদ্গোপের পক্ষে ক্ষতি কি?"—এই সহজ বিষয়টি আমাদিগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবুদ্ধি নূতন পুরাণকর্ত্তা বোঝেন না? এই স্থলে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া তিনি অন্ধের চক্ষুর্দানের ৭২ পৃষ্ঠা দেখেন। কায়স্থবান্ধব ফকির চাঁদ বাবুও গোস্বামীর এই মীমাংসার অনুমোদন করিয়াছেন।

পুরাণকর্ত্তা আরও ঐ প্রবন্ধে রাঢ়ীয় সমাজের অনেক দোষ ধরিয়া গিয়াছেন।

বাঙাল্‌দিগের নিকট রাঢ়ীয়দিগের পদে পদে অপরাধ। ইহারা রাঢ়ীয় সমাজের সর্ব্বদাই ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকে। এদেশে ইহাদিগকে যদি কোন ব্যক্তি ভাল সন্দেশ খাইতে দেন, তাহা হইলে ইহারা বলিয়া থাকে,—"সন্দেশে মিষ্টোতা কম"!

এই স্থলে আমরা কায়স্থপুরাণোক্ত সদ্গোপ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কায়স্থপুরাণের ১২৫ পৃষ্ঠায় পুরাণকর্ত্তা লিখিয়াছেন,—"নদীয়া জেলার অনেক স্থানে সদ্গোপেরা কায়স্থের বাটীতে পরিচারকের, অর্থাৎ জল আনয়ন ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কায়স্থের পাককরা অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। আমার এক বন্ধু বাবু সর্ব্বেশ্বর বিশ্বাসের বাটীতে এইরূপ দেখা গিয়াছে"।

প্রতিবাদ:—এটি আশ্চর্য্য নহে। "Necessity has no law"; দরিদ্র হইলে লোকে সকল প্রকার নিন্দনীয় কার্য্যই করিতে পারে। এরূপ উদাহরণ কায়স্থ সম্বন্ধেও ভূরি ভূরি দেখান যাইতে পারে। ভূকৈলাসের ও বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে বহুসংখ্যক কায়স্থ খানসামা আছে। অনেক কায়স্থবান্ধব কায়স্থপ্রবর দেখিয়া থাকিবেন, খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে দুই ভাই নাংলা, বাহাত্তুরে, ঊনপাঁজুরে, গোলা, পরপাঁও, সেরাজু নহে,—প্রধান মুখ্যি কায়েত, খানসামা ছিল। আর অনেকেই জানেন, বড়বাজারের পোস্তায়, খিদিরপুরের মুন্‌সীরগঞ্জের নিকটে ঘরামী কায়েতের আড়ং। ইহারা খানসামা, মুটে, মজুর প্রভৃতির কার্য্যই করিয়া থাকে। ইহাদের

পদবী ঘোষ, বসু, মিত্র, সিংহ, দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, গুহ, সর্ব্বাধিকারী, বর্দ্ধন, দাস প্রভৃতি সমস্তই আছে। ইহাদের মধ্যে ধনী হইলেই অনেকে এদেশের সমাজে চলিয়া যায়। আর চন্দননগরের বাবুদিগের ও কোঙার বাবুদিগের বাটীতে খানসামা কায়স্থ। ইহারা সকলেই ইহাঁদিগের বাটীতে প্রসাদ পাইয়া থাকে। খন্যানের ঘোষ বাবুদিগের বাটীতে খানসামা কায়স্থ। অনেক নবশায়ক জাতির বাটীতে, এমন কি, কলিকাতার স্থুবর্ণবণিক্‌দিগের বাটীতে, কায়স্থ খানসামা। আর অনেক বঙ্গজ কায়স্থকে বেশ্যাবাটীতেও প্রসাদ পাইতে দেখাযায়। 'সদ্গোপ কে কোথায় একজন কায়স্থের বাটীতে পরিচারক আছে,'—এই কথাটী স্বকৃতপুরাণে লিখিয়া নন্দীমহাশয়ের কি লাভ হইল, তাহা তিনিই জানেন। ইহাতে তাঁহার যতদূর শাস্ত্রজ্ঞান, তাহা সমস্তই প্রকাশ পাইয়া গেল।

অবশেষে কায়স্থপুরাণের দ্বিতীয় ভাগের লিখিত রাঢ়ীয় সদ্গোপ ও পল্লব গোপ নিরূপণ এবং বৈশ্য প্রকরণ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিলে গ্রন্থকারের এই পুস্তক রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কোন রকমে সদ্গোপ ও বৈদ্য এই জাতিদ্বয়কে নিকৃষ্ট করাই তাঁহার প্রধান মন্তব্য; তিনি বলিলেন,—"সদ্গোপ ম্লেচ্ছ ও 'অম্বষ্ঠো জারজো বৈদ্য,' বৈদ্য জারজ ও বেদের জাতি, আদিস্বর একজন নীচ জাতীয় রাজা ছিলেন।" এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এ স্থানে অন্য কিছুই বলিতে চাহি না। তবে গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকে বারম্বার লিখিয়াছেন,—"গোপ সদ্গোপ জাতিতে নহে উপাধিতে, বৈদ্য জাতিতে নহে উপাধিতে, ও কায়স্থ ঐরূপ জাতিতে নহে উপাধিমাত্র"—এই তিনটীই যদ্যপি জাতি নহে, উপাধিমাত্র, তবে আর গোলোযোগ কি? তিনি যদ্যপি নিম্নবিবৃতরূপ মীমাংসা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা নিতান্ত পক্ষপাতশূন্য বলিতাম,—সদ্গোপ, জাতিতে সদ্গোপ নহে, উপাধিতে সদ্গোপ, জাতিতে বৈশ্য; বৈদ্য, জাতিতে বৈদ্য নহে, উপাধিতে বৈদ্য, জাতিতে অম্বষ্ঠ; কায়স্থ, জাতিতে কায়স্থ নহে, উপাধিতে কায়স্থ, জাতিতে শূদ্র; আর তিনি স্বয়ংও

বলেন,—"করণও কায়স্থ নহে, জাতিতে করণ"; এইজন্য লালা কায়েতও জাতিতে কায়স্থ নহে, জাতিতে করণ। যাহা হউক, গ্রন্থকারের কৌশল সমস্তই প্রকাশ পাইয়া গেল। একজন মাতাল যেরূপ একজন ব্রাহ্মণের জাতির পরিচয় লইয়াছিল, শশী বাবুও ঠিক সেইরূপ করিলেন; অর্থাৎ একজন মাতাল এক জন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কি জাত্?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ।" মাতাল আবার বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আহা! বামুণ, তাতো জানি; জাত্‌টা কি, তা' বল না?"—

অন্ধের চক্ষুর্দান (অথবা কায়স্থসদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদ-কার) তাঁহার কৃত পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় সদ্গোপদিগের বিপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর।

তিনি বলিয়াছেন,—"নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যৎকালে বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন ঐ সময় শূদ্র স্থলে গোপ জাতির আহ্বান হয়। মুরারি নামে একটি গোপ সন্তান ঐ যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হন। কালুঘোষ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া তিনি সদ্গোপ হইতে পারেন নাই। সেইজন্য 'মুরারির বাজিল মুরলী' ঐ প্রবাদ তৎকাল হইতে প্রচলিত আছে।"

প্রত্যুত্তর :— আমাদিগের স্মরণ আছে, ঐ গ্রন্থকার তাঁহার কৃত প্রতিবাদের প্রথমেই সদ্গোপ জাতিকে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আবার প্রসঙ্গ ক্রমে 'লাগে তাক, না লাগে তুক্কো,' এবম্বিধ সাহসে ভর করিয়া যে একটী তীর নিক্ষেপ করিয়াছেন, এই এক তীরেই

ঙুঁপোকাত! যাহা হউক, তাঁহার লিখন ভঙ্গিতেই বোঝা যাইতেছে যেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উপরি-উক্ত যজ্ঞের সময় অবধি এই জাতির প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাহউক, এক ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে আর এক ভ্রাতা উচ্চজাতি সদ্গোপ হইল।

অন্ধের চক্ষুর্দান-কার তাঁহার কৃত পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় আবার লিখিয়াছেন,—"একটী সমুদয় হীনজাতি কোন একটী উৎকৃষ্ট জাতির সমাজে কদাচ ভুক্ত হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আদ্যই হউক, আর অনাদ্যই হউক, একটী সমগ্র জাতি জাত্যন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া তজ্জাতি প্রাপ্ত হইলে ঐ জাত্যন্তর প্রাপ্ত সমগ্র জাতির এককালীন অসম্ভব হয়।"

প্রতি-উত্তর :—পাঠক মহাশয় উপরিউক্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়া রাখিবেন। এ স্থানে চক্ষুর্দানকার অন্যকে চক্ষুর্দান করিতে গিয়া নিজেই অন্ধ হইয়া পড়িলেন।

তিনি তাঁহার কৃত পুস্তকে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন,—"এই যজ্ঞে বিস্তর বিদ্যাবিশারদ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।" অধুনা সকলেই স্বীকার করিবেন, কৃষ্ণচন্দ্রের সভা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায় ছিল এবং এই যজ্ঞ উপলক্ষে তথায় কাশী, মণিপুর, অযোধ্যা, মিথিলা, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, উৎকল, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর, কান্যকুব্জ, কাশ্মীর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি সকল স্থানের পণ্ডিতবর্গ সমবেত হন। অতএব এই সভায় এক ভ্রাতার উপস্থিতি হেতু সে সদ্গোপ হইল আর একজন উপস্থিত না হইতে পারায় সে সদ্গোপ হইতে পারিল না। যাহাহউক, পঞ্চরত্ন সভার উপযুক্ত বিচার বটে! অনুপস্থিতিরূপ অপরাধে এক ব্যক্তি এক নিকৃষ্ট জাতির আদিপুরুষ হইল! যাহা হউক, এই কায়স্থবান্ধব মহাশয়ের কি দর্শনশক্তি!

আমরা শুনিয়াছি,—"ঐরূপ দুই ভাই কৈবর্ত্ত ছিল; তাহাদের মধ্যে অক্রূররাম নামা এক ভাই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া কায়স্থ হইল এবং পিরীতরাম নামা আর এক ভাই অনুপস্থিতিরূপ অপরাধে কালু ঘোষের মত যে কৈবর্ত্ত, সেই কৈবর্ত্তই রহিল"। এইজন্যই লোকে বলে,—

"ঐ অক্রুর, রথে চড়ে, ব্রজ ছেড়ে, যায় রে !" কারণ, সে ব্যক্তি কায়স্থ হইয়া আর স্বীয় মাতৃস্থান কৃষ্ণনগরে বাস করে নাই। প্রত্যুত, ভ্রাতার সহিত একত্র বাস ও পৈত্রিক বাটী আদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়। যাহাহউক, কায়স্থবান্ধব অন্ধের চক্ষুর্দানকার যদি না থাকৃতেন, তাহাহইলে মহারাজের সভার এমত একটী প্রধান প্রকাণ্ড ঘটনা কেহই জানিতে পারিত না। ফকিরচাঁদ বাবুকে এবিষয়ে শত শত ধন্যবাদ দেওয়াও কর্ত্তব্য। যাহাহউক, তিনি এই গল্পগুলি কোথায় পাইলেন? তাঁহার কৃত এই নূতন গল্পটি অতিমনোহর ও তাঁহার স্বজাতীয় বড় লোকদিগের অত্যন্ত চিত্তসন্তোষকর। বোধ হয়, তিনি এই গল্পটি লিখিয়া কিছু বক্সিস পাইয়া থাকিবেন, তাই তিনি গোস্বামীর সম্বন্ধে কিছু বক্সিসের কথা লিখিয়াছেন। যাহা হউক, এটি যেন ঠিক জামাইবারিকের 'এক নিশ্বাসে রামায়ণ' অথবা 'পীরের গানের' মত। বোধ হয়, ফকির চাঁদ বাবু "জামাইবারিক" থেকেই এই গল্পটি শিক্ষা করিয়াছেন।

আমরা বিলক্ষণ জানি, এই যজ্ঞে পল্লবগোপেরা (যাহারা গড়-নিবাসী ও গড়গোয়ালা বা গোড়ো নামে বিখ্যাত, তাহারাই) রাজার পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিম্বদন্তী আছে, রাজার নিমিত্ত ইহারা প্রত্যহ শ্রীক্ষেত্র হইতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ আনয়ন করিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ টানিবার জন্য মহারাজ তাহাদিগকে প্রচুর নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেই নিয়মানুসারে অদ্যাপিও ইহারা রথ যাত্রার সময়ে জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়া রথ টানিয়া থাকে। কৃষ্ণনগর-নিবাসী গড়গোয়ালা এবং ঐ প্রদেশের অন্যান্য পল্লবগোপদিগের প্রতি রাজা অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহারা শাস্ত্রোক্ত নীচ জাতি নহে, ও অন্যান্য স্থানের জল-আচরণীয় জাতি, এবং আহিরী (আভীর) ও পল্লব (বল্লব বা বল্লভ) গোপে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই, দুই গোপই এক সংজ্ঞাবাচক মাত্র, এই হেতু সদ্বংশায় পৃষ্ঠভোজী ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের যজন যাজন করিলে, কোন ক্ষতি হইবে না, ইহা বিশেষ-রূপে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে পল্লবদিগের পৃষ্ঠভোজন ও যজন

যাজন করিতে বাধ্য করিলেন। তদবধি কৃষ্ণনগরে গোয়ালার ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে ঘৃণিত বা পতিত হইতে হয় নাই। সেই অবধি গোয়ালার ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঐ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় না। (এক্ষণে এই প্রথার অনেক বৈষম্য ঘটিতেছে।) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নবশায়ক প্রভৃতির যাজক ব্রাহ্মণেরাই উহাদিগের সমস্ত ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। সেই সকল পল্লব গোপের আদান প্রদানাদি এদেশীয় পল্লব গোপদিগের সহিত প্রচলিত আছে। তাহারা যে পল্লব সেই পল্লবই আছে। মুরালী ও কালু ঘোষের কথা উপন্যাস মাত্র। এক্ষণে আমরা কায়স্থবান্ধব অন্ধের চক্ষুর্দানকর্ত্তাকে এই কথা বলি যে, তাঁহারা, যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, তাঁহাদিগের জাতিমাহাত্ম্য কোন মতেই ভুলিতে চাহেন না। তাঁহারা যে "যম সম ক্রূর" এবং "কাকের ন্যায় ধূর্ত্ত", এই প্রবাদটি তাঁহাদিগের উপরে চিরকালের জন্যই জাজ্বল্যমানরূপে বর্ত্তিয়া রহিল। তাঁহাদিগের জাতীয় উন্নতির সহিত চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁরা আবার বলিয়া থাকেন,—"বিনয় গুণই আমাদের প্রধান গুণ। আমাদিগের ন্যায় শিষ্টাচার-সম্পন্ন ও উদারস্বভাব কোন জাতিই নাই।" যাহা হউক, আমরা এই সকল গুণের কোন গুণই প্রায় কায়স্থ মহাশয়দিগের দেখিতে পাইতেছি না।

কায়স্থবন্ধুচূড়ামণি অন্ধের চক্ষুর্দ্দান প্রণেতা লিখিয়াছেন,—"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় যজ্ঞোপলক্ষে ক্ষত্রিয়স্থলে কায়স্থজাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন,"—এ কথা তিনি কোথায় পাইলেন? এ কথা তাঁহার কর্ণে ধরিয়া কে বলিল? প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে যাহাকে তিনি প্রমাণ বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছেন, তাহা তাঁহার গৃহে বসিয়া পরিচিন্তিত, উদ্ভাবিত ও কপোলকল্পিতমাত্র। এতাদৃশ "সোণামুখী বজ্রাখানি ডুব্‌লো" গোছের অনেক কাল্পনিক অদ্ভুত কথাই "মুক্তিমণ্ডপ" প্রভৃতি স্থান হইতেও উদ্ভূত হইয়া থাকে কায়স্থদিগের জাতি যেরূপে সময়ে সময়ে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারই একটী বিশেষ কথা আমরা এখানে পাঠক মহোদয়বর্গের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। তাহার

যথাযথ বিচার ও সারাংশ পরিগ্রহ পাঠকবৃন্দই করিবেন। "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহা প্রায় পাঠকমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়া আমাদের ধারণা আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুজ্ঞাক্রমেই তাঁহার অশেষশাস্ত্রপারদর্শিসুকোবিদময়ী সভাতে সেখানির প্রণয়ন হয়। এই গ্রন্থের আংশিক অনুবাদে, সারাংশ সংকলনে বা অনুকরণে "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত" নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক অধুনাতন কৃষ্ণনগর রাজবাটীর দাওয়ান কার্ত্তিকেয় বাবু বিরচন করেন। এই পুস্তকেই বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগের সহিত লিখিত আছে যে, কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রাজসংসারের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বাধিকারিবর্গের সময়েও যে অনেকানেক নিকৃষ্ট বর্ণের চাকর সেবা-পরিচর্য্যাদি নীচ কর্ম্মের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখা হইত, তাহাদিগকে ও পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের সন্তানগণকেও, কিঞ্চিৎ কাল অতীত হইলে, কায়স্থ জাতিভুক্ত করিয়া জলাচরণীয়রূপে পরিগৃহীত করা হইত। এক্ষণে ফকিরচাঁদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, মহারাজের বিদ্বন্মণ্ডলীপূর্ণা সভা কি তখন জামাইবারিকের অবতারবৃন্দপূণ 'মুক্তিমণ্ডপ' ছিল কি না? তাঁহার মতে, বোধ হয়, তাহাই হইবে! তবে কি কৃষ্ণচন্দ্রের সভার সুদূরবিসারি-পরমদ্যুতিশালী রত্নগুলি সমস্তই মূর্খতার আধার মাত্র? তা না হইলে, তাঁহাদের হস্ত প্রসূত গ্রন্থে এমন কথা কি লিখিত থাকে? আর বাবু কার্ত্তিকেয় রায় যা অনেক গবেষণার চরমফলরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া লিখিয়াছেন, তা ঘোর ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিতমাত্র—কেমন? মনের মতন কথা? এক্ষণও কৃষ্ণনগর রাজবাটী ও রাজসংসার বিলুপ্ত হয় নাই। কার্ত্তিকেয় রায়ও দেদীপ্যমান জীবিত আছেন। এক্ষণও বঙ্গের অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ভূকৈলাস, বর্দ্ধমান, নদীয়া, নাটোর, পুঁটিয়া, রাজসাহী, রংপুর, দীনাজপুর, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি অনেক স্থলের বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও রজঃপুত প্রভৃতি জাতীয় পুরাতন রাজা ও ভূম্যধিকারিবর্গের সংসারে অনেক ইতর (অন্ত্যজ) জাতীয় লোক চাকর, ভাণ্ডারী, খানসামা, খেজমদ্‌গার, নফর

প্রভৃতি নীচ পদে নিযুক্ত হইয়া পুরুষপরম্পরায় ক্রমশঃ কায়স্থ হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্তও আমরা এই "আজব সহর কোল্‌কেতায়" এমন অনেক দেখিতে পাইয়া থাকি যে, রাঢ়, তমোলুক্, মেদিনীপুর, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে কৈবর্ত্ত, গোয়ালা, কলু, বাগদি, শুঁড়ি, কোন্ জাতি তাহার ঠিক্ নাই, এমনতর অনেক জঘন্যজ নিকৃষ্ট সঙ্করসঙ্কর জাতীয় ব্যক্তিই প্রথমে দরিদ্রাবস্থায় এই মহানগরীতে পদার্পণপূর্ব্বক যে কোনরূপ উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা সান্ন হইয়া এখানে বাস করিবার উপযুক্ত হইলেই, এক আধ পুরুষের মধ্যেই, অনেকশঃ সদ্যঃসদ্যঃই, আপনা-আপনিই, অথবা কদাচ কাহার সাহায্যে ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি বড় বড় কুলীন, মুখ্য প্রভৃতি প্রকাণ্ড দরের কায়স্থ হইয়া যায়। তাহাদের জ্ঞাতি প্রভৃতি বা পরিচিত স্বপূর্ব্বগ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত কদাচিৎ দেখা হইলে, তাহারা প্রায়ই তৎক্ষণাৎ গাঢাকা (অন্তর্হিত) হয়, লজ্জায়, মানহানিভয়ে বা পদগৌরব-রক্ষানিবন্ধন উহাদিগকে মুখ দেখায় না ও পরিচয়ও দেয় না, উহাদের সহিত কথা কহে না ও আলাপও করে না; আহার ব্যবহার ত রাখেই না, এমন কি চিনিয়ে দিলেও চিনিতে পারে না। অনেকের জন্মস্থানের সহিত সম্পর্ক একবারেই বিলুপ্ত হয়। তাহাদের আত্মীয় কুটুম্বসমূহের মধ্যে অনেকেই পরস্পর মুখ শোঁকাশুঁকা করিয়া তাহাদের প্রতি অনু-কম্পা প্রদর্শন ও সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়া থাকে যে, আহা! অমুক কায়স্থ হ'য়েছ?—তা বেশ, হ'ক, হ'ক! প্রকাশ করা হ'বে না! আমাদের মধ্যে এক আধ জন বড় লোক হয়, তা'তে ক্ষতি কি? ইত্যাদি। অধিকন্তু, পাঠক মহাশয় এ প্রবাদটী বিদিত আছেন ত?— "জাত্ হারাইলেই কায়েত!" তবেই আমরা বলিতে পারি কি না যে, যখন সময়ে সময়ে প্রায়ই নীচ বর্ণ থেকে কায়স্থ জাতির নূতন নূতন সৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন, বুঝি, ফকীরচাঁদ বাবুর কালে কালে কায়স্থ-দের ক্ষত্রিয় সৃষ্টিও এইরূপ হইয়া থাকে?

এক্ষণে অন্ধের চক্ষুর্দান-প্রণেতা মহাশয়ের চক্ষুতেই অঙ্গুলী দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যে যজ্ঞদ্বয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নি-

হোত্রী ও বাজপেয়ী উপাধি লাভ করেন, তাঁহার সেই অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ হইতেই সদ্‌গোপবর্গের বৈশ্যজাতিত্ব বিশিষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয়। এবিষয়ে আমাদের আর অধিক ব্যক্তব্যের কোন বিশেষ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতই ইহার প্রমাণস্থল। বসু মহাশয় কৃপাকরিয়া একবার তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ-প্রণীত "কায়স্থসদ্‌গোপ-সংহিতার প্রতিবাদে" সদ্‌গোপ জাতির বিরুদ্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার খণ্ডন।

গ্রন্থকার বলেন,—"এক্ষণে আমাদিগের অনুভবসিদ্ধ সদ্গোপ জাতির নিরূপণ করিতেছি। (কায়স্থসদ্গোপসংহিতার প্রতিবাদের ১৯ পৃষ্ঠা।) 'মনুসংহিতার শঙ্কর প্রকরণে অম্বষ্ঠার গর্ভে ব্রাহ্মণ ঔরসে যে গোপ জন্মিয়াছে তাহারা পশ্চিমাঞ্চলীয় আভীরী গোপ। পরাশর-পদ্ধতিতে ক্ষত্রিয় পিতা শূদ্রাণী মাতা হইতে যে গোপ জন্মে ইহারাই বৈশ্যের সমস্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়।' বৈশ্যের ন্যায় দুগ্ধ, দধি, রস ও গন্ধ-দ্রব্য বিক্রয় করিতে উহাদের নিষেধ ছিল। বোধ হয় সেই গোপের মধ্যে যাহারা সদ্ব্যবহারে আছে তাহারাই সদ্গোপ আর যাহারা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ দুষ্কর্ম্ম অর্থাৎ দুগ্ধ দধি বিক্রয় ও বৎসের কোষ ছেদন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহারাই পল্লব গোপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পল্লব গোপেরা অসৎ শূদ্র হওয়ায় ব্রাহ্মণদিগের অযাজ্য হইয়াছে; উহাদের যাজনকারী ব্রাহ্মণেরাও পতিত হইয়া গোপব্রাহ্মণ শব্দে কথিত

হইয়াছে। আভিরীদিগের মাতা শঙ্কর জাতি হইলেও পিতা ব্রাহ্মণ, এই নিমিত্ত তাহারাও সৎশূদ্র। সদ্গোপেরা আভিরী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, যে হেতু ইহাদিগের মাতা পিতা কেহই শঙ্কর জাতি নহেন, অতএব ইহাদিগকে কায়স্থের ন্যায় উৎকৃষ্ট শঙ্কর জাতি বলিতে হইবেক; গোস্বামীর বিবেচনায় শঙ্কর জাতি হইলেই জঘন্য হয়, ফলতঃ তাহা নহে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন মূর্দ্ধাবষিক্ত জাতি ক্ষত্রিয় হইতে উৎকৃষ্ট। এই প্রকার অনেক শঙ্কর জাতিকে মনুসংহিতায় উৎকৃষ্ট জাতি বলা হইয়াছে। শূদ্রগণনার স্থলে কায়স্থের পরেই সদ্গোপ। এই জাতিদ্বয় নবশাখ নহে।"

অপিচ,—"কায়স্থ সমগ্র শূদ্রের নমস্য।"

খণ্ডন :—প্রতিবাদকার নিতান্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া উপরি-উক্ত কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, সদ্গোপদিগকে সঙ্কর দোষে দূষিত করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান সিদ্ধ করেন। তর্কস্থলে স্বীকার করিলাম, ভগবান্ মনু মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতিকে ক্ষত্রিয় হইতে উচ্চ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং পারশব, উগ্র ও করণকেও আর্য্যের অনুলোমজ সন্তান বলিয়া শূদ্রাগর্ভসম্ভূত হইলেও উৎকৃষ্ট সঙ্কর বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া বর্ণসঙ্কর দোষকে বর্ণসঙ্কর গুণ কোথায় বলিয়া গিয়াছেন?

"ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ।"—ইত্যাদি ব্যাসসংহিতা।

দ্বিজাতিরা কখন শূদ্রা ভার্য্যা করিবেন না।

"আপদ্যপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রভার্য্যা দ্বিজাতিনাং।"—হরিবংশ।

দ্বিজাতিরা আপৎকালেও শূদ্রা ভার্য্যা করিবেন না।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনকে অবৈধ বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। অতএব গোস্বামী মহাশয় যদ্যপি সঙ্কর দোষকে দোষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এমন কি অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে? তর্কবাগীশ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত মতে কায়স্থ বর্ণসঙ্কর জাতি হইতেছে, এই জন্যই তিনি

তাঁহার পুস্তকে সদ্গোপকেও বর্ণসঙ্করভুক্ত করিতে একান্ত সংকল্প করিয়াছেন। যাহা হউক, মহামুনি পরাশর কোথায় এমত এক জাতি গোপের কথা লিখিয়াছেন যে, তাহারা দুগ্ধ, দধি, রস এবং গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিলে, পতিত হইবে? দুগ্ধ ও দধি বিক্রয় ভিন্ন গোপের (গোয়ালার) আর কি ব্যবসায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে? গোয়ালা যদ্যপি দুগ্ধ, দধি, ছানা, ঘি প্রভৃতি বিক্রয় না করে, তাহা হইলে সে কি যজন যাজন আদি ব্রাহ্মণের কার্য্যগুলি সমস্তই করিবে?

তর্কবাগীশ মহাশয় পরে লিখিয়াছেন,—"বোধ হয় সেই গোপের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ দুষ্কর্ম্ম, অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি বিক্রয় ও বৎসের কোষ ছেদন প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহারাই পল্লবগোপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।"

খণ্ডন :—দুগ্ধ, দধি বিক্রয় ও কোষচ্ছেদন করাতেই ইহাদের নাম পল্লবগোপ হইয়াছে। দুগ্ধ, দধি, গন্ধ, রস, তিল, শর্করা, যব ও মধু বিক্রয় করা বৈশ্যেরই নিষিদ্ধ কর্ম্ম; অতএব সদ্গোপ জাতি এই সমস্ত কার্য্য অশাস্ত্রীয় বলিয়া করেন না; শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বৈশ্য স্ববৃত্তি ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করেন। তাহাহইলেই তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন, ইহারা শাস্ত্রোক্ত বৈশ্য জাতি। পরাশরপদ্ধতি-লিখিত গোপই পল্লব গোপ।

আর তর্কবাগীশ মহাশয়ের যেরূপ সঙ্কীর্ণ দর্শন দেখা যাইতেছে, তাহাতে, বোধ হয়, তিনি তাঁহার নিজের বাটীর নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামভিন্ন অন্য দেশে কখনই গমনাগমন করেন নাই; তাহা হইলে তিনি এরূপ কথা কখনই লিখিতেন না। যাহাহউক, আমরা ভরসা করি, বেহার, গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর, বরিশাল, বাখরগঞ্জ, নবদ্বীপ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে এই বার তাঁহার গমনাগমন হইতে পারে; কারণ, কায়স্থজাতিকে উচ্চ জাতি করিবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে, বোধ হয়, তাঁহার শ্রম কদাপি বিফল হইবে না; ভবিষ্যতে তাঁহার দেশ দেশান্তর হইতে পত্র পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও আছে। বেহার প্রভৃতি উপরি-উক্ত স্থানে যাইলেই দেখিতে

পাইবেন; পল্লব গোপই উত্তম জাতীয় গোপ ; এমন কি, তত্তৎস্থানে এই জাতির যজন, যাজন ও প্রতিগ্রহ করিলেই ব্রাহ্মণকে আর গোপের ব্রাহ্মণ হইতে হইবে না। হুগলি, বর্দ্ধমান ও দুই একটি জেলা নিবাসী কতিপয় গোপগোষ্ঠী ভিন্ন ইহারাই উত্তম জাতীয় গোপ ; তবে ইহারা যে দুগ্ধ, দধি বিক্রয় করে না, একথা কেবল বাতুল বাক্য। সদ্গোপ-নামধারী বৈশ্যগণই কোন স্থানে দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি কোন বৃত্তিনিষিদ্ধ দ্রব্যও বিক্রীত করেন না এবং বৈশ্যের কোন অনুচিত কার্য্যও করেন না।

তর্কবাগীশ মহাশয় পশ্চাৎ লিখিয়াছেন,—"শূদ্রগণনার স্থলে কায়স্থের পরেই সদ্গোপ, এই জাতিদ্বয় নবশাখ নহে।"

খণ্ডন :—কায়স্থ আর সদ্গোপ যে নবশায়ক জাতি নহেন, তাহা সকল জাতিতেই জানেন ; কিন্তু সদ্গোপ কায়স্থের পরই গণনীয়, এটী কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে ? তর্কানুরোধে স্বীকার করিলাম,—সদ্গোপ পরাশরোক্ত গোপ হইলেও আর্য্যের দ্বিতীয় বর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের সন্তান হইতেছে এবং পারশব, মাহিষ্য ও উগ্রও ঐরূপ শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে ; অতএব পারশব, মাহিষ্য ও উগ্রজাতিরা যেরূপ শূদ্রের নমস্য, সেইরূপ সদ্গোপেরাও শূদ্রের নমস্য হইতেছে, তাহা হইলে এই সদ্গোপ, মাহিষ্য, পারশব ও উগ্র, ইহারা সকলেই কায়স্থেরও নমস্য হইতেছে। তবে শূদ্রগণনার স্থলে সদ্গোপ কায়স্থের পরই কিরূপে যে হইতেছে, তাহা তর্কবাগীশ মহাশয়ই বলিতে পারেন। বোধ হয়, তিনি এই উত্তর দিবেন,—ইহারা (কায়স্থেরা) এক্ষণে অনেকে ধনী এবং বিদ্বান্ হইয়াছেন, এই নিমিত্তই কায়স্থ অবশ্য সদ্গোপের উপরিস্থ। যাহাহউক, এই সিদ্ধান্তটী মন্দ নহে।

তর্কবাগীশ মহাশয় প্রতিবাদচ্ছলে এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"গোস্বামী বলেন, 'উত্তরপশ্চিমে কোন জাতির পদবী ঘোষ নাই। কোন কোন লোক নন্দ রাজাকে এ দেশের গোয়ালাদিগের পদবী-অনুসারে নন্দঘোষ কহে', একথা তাঁহার মতে মিথ্যা।"

খণ্ডন :—আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেক গোয়ালা এদেশে যাতায়াত করিয়া থাকে ; তিনি কি

কাহারও পদবী ঘোষ পাইয়াছেন? না, অনর্থক গোস্বামীর উপর বাগ্‌যুদ্ধ মাত্র?

তর্কবাগীশ মহাশয় পরে লিখিয়াছেন,—

"'ঘোষ আভীরপল্লিঃ স্যাৎ।'—ইত্যমরঃ।

ঘোষ এবং আভীর একার্থক শব্দ।"

খণ্ডন :—তাহা কখনই নহে; আভীরপল্লির নামই ঘোষ। যাহা হউক, এই স্থানেই তাঁহাকে বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ও শব্দার্থবিজ্ঞান-ব্যুৎপন্ন বলিয়া জানা গেল।

তর্কবাগীশ মহাশয় পরে লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বকালে পশ্চিম দেশেই অধিকতর পণ্ডিত সমাজ ছিল, পণ্ডিতগণ সকলেই

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি',—

উদাহরণস্থিত ঘোষ পদ আভীরই বোধ হইয়া থাকে, ইহা সকল পণ্ডিতেই স্বীকার করেন, যদি পণ্ডিতেরাই আভীরদিগের ঘোষ পদ ব্যবহার করিতেছেন, তখন পশ্চিম প্রদেশে ঘোষ উপাধি নাই; এবং গোস্বামীর মিথ্যা লেখা হইয়াছে।"

খণ্ডন :—ইটিরও সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। 'গঙ্গা হইলেই আভীরেরা বাস করে',—তাহাহইলেই যে ঘোষ আভীরদিগের জাতি হয়, এরূপ নহে। একথায় কি হইতে পারে?

আরও দেখুন,—

"নন্দিঘোষো মঙ্গলঘোষণা।"—ইতি মেদিনী।

নন্দিঘোষ শব্দে 'নন্দি'—একজনের নাম ও 'ঘোষ'—পদবী, তাহা নহে; নন্দিঘোষ শব্দে মঙ্গলঘোষণা বুঝায়।

যাহাহউক, তর্কবাগীশ মহাশয় ভ্রমান্ধ হইয়া এই সমস্তের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন।

গোস্বামী মহাশয় গোপ শব্দ বৈশ্যশব্দের প্রতিপাদক বলিয়া-মাত্র, এ বিষয়টি প্রমাণার্থ মহাভারতীয় বিরাট্ পর্ব্ব হইতে কয়েকটী কথা উদাহরণ স্বরূপে লিখিয়াছেন, তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার অনর্থক প্রতিবাদ করিয়াছেন; তাহার খণ্ডন :—

তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে—"সহদেব গোপের বেশ ধারণ করিয়া বিরাট রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আমি অরিষ্টনেমি নামক বৈশ্য এই কথা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু ইহাতেই বোধ হইতেছে বৈশ্যের কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য আর গোপের কেবল গোরক্ষা সুতরাং সহদেব গোপের বেশ ধারণ ও ভাষা অবলম্বন পূর্ব্বক বৈশ্য পরিচয়ে জানাইলেন আমি গোরক্ষাতে সুশিক্ষিত। রাজাও সূত্রধারী সুবেশ বৈশ্যকে দেখিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহার গোরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; ইহাই ভারত শ্লোকের তাৎপর্য্য। গোস্বামী মনে করিয়াছেন যে গোপ শব্দে বৈশ্য তাহা নহে; কোন অভিধানে দেখা যায় না; এবং গোপ শব্দ যদি বৈশ্যের পর্য্যায় শব্দ হইত তাহাহইলে সহদেবকে আর গোপের বেশ ধারণ করিতে হইত না; নামমাত্র বলিলেই হইত আর বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইত না।"

খণ্ডন :—গোপশব্দের প্রতিবাক্য বৈশ্য শব্দ নহে, সত্য; কিন্তু বৈশ্যের পক্ষে গোপ বলিয়া পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত শ্লাঘার কথা।

আরও দেখুন,—বেদে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে,—'বিশ্' শব্দ হইতে বৈশ্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বিশ্ অর্থে প্রজা ও কৃষক, অর্থাৎ কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্ত্যবলম্বী, যে কর্ষণাদি জন্য ক্ষেত্রাদিতে প্রবিষ্ট হয়। বিশ্ (বিট্) ও বৈশ্য, এই উভয় শব্দই 'বিশ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশ্ ধাতুর অর্থই (ক্ষেত্র আদিতে) প্রবেশ করা।

আর মনুসংহিতাতে ভৃগু বলিতেছেন,—"সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ষট্‌কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গো এবং কৃষিদ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই বৈশ্য এবং এই বৈশ্যগণই গোপনামে অভিহিত হইয়াছিলেন।"

পুনশ্চ মনু লিখিয়াছেন,—"যৎকালে গোপালন, গোচারণ ও বাণিজ্য বৈশ্যের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইল, তৎকাল অবধি দিগের গোপ গোপাল গোপতি প্রভৃতি কথাগুলি প্রধানপদবী-বাচ্য হইয়া উঠিল।

Sir W. Jones মনু বচন অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—"Gope was a chieftain amongst the Vysos."—

শূদ্র আভীরজাতি গোবৃত্তি হেতু গোপশব্দ বাচ্য। এই জন্যই সহদেবকে গোপের বেশ ধারণ করিয়া ও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইয়াছিল।

যেরূপ গোপ বলিলেই যে, বৈশ্যত্বের অপলাপ হয়, এমত নহে, বরং বৈশ্যপ্রধানই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ সদ্গোপ বলিলেও বৈশ্যত্বের অপলাপ হয় না। তর্কবাগীশ মহাশয়ের এসমস্ত বিষয় লইয়া তর্ককরা কেবল কায়স্থ জাতির মনস্তুষ্টি করিবার কারণ।

তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার কৃত পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—" পশ্চিমাঞ্চলীয় জাঠ ও উৎকল দেশীয় খণ্ডাইত এবং মহারাষ্ট্রীয় সৎ ইহারাই বৈশ্য হইবে; দেশ ভেদে উহাদের নাম পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। বৈশ্যের ন্যায় সংস্কার ও আচার ব্যবহার এবং বৈশ্যের বৃত্তি এ জাতিদেরই আছে।"

খণ্ডন :—গোস্বামী তাঁহার কৃত সংহিতার কোন স্থানেও সকল সদ্গোপকেই সংস্কারযুক্ত বলেন নাই; বরং তাঁহার গ্রন্থে বৃষলত্বপ্রাপ্ত ও শূদ্রভাবাপন্ন বৈশ্য, এইরূপ উক্তিই দেখিতে পাওয়া যায়।

আর তর্কবাগীশ মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় "সৎ" জাতিকে বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গোস্বামীও এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"মহারাষ্ট্র হইতে আধুনিক সদ্গোপ নামধারী বৈশ্যই আসিয়া বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, ইহাতেই অবশেষে প্রতিপন্ন হয় যে ঐ সৎ নামধারী বৈশ্য জাতিই এক্ষণে কোন কারণবশতঃ সৎগোপ (সদ্‌গোপ) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।"

আর তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার কৃত পুস্তকে বার বার লিখিয়াছেন,—"সদ্গোপ জাতি বৈশ্যের সমস্ত বৃত্তি করিয়া থাকে"।

তাহাহইলেই বৈশ্যের প্রাপ্ত বৃষলত্ব দৃঢ়ীকৃত হইতেছে, অর্থাৎ ইহারা এক্ষণে সংস্কারহীন বৈশ্য হইতেছে।

তর্কবাগীশ মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"বরং সদ্গোপ

জাতিকে অমিশ্র আদিশূদ্রজাতি বলাযায়। কারণ,ভবিষ্যৎপুরাণে লিখিত আছে, যে জাতির স্বগোত্রে বিবাহ হয় তাহারা শঙ্কর দোষ রহিত শূদ্র-জাতি। এই বিবাহ প্রণালী পূর্ব্বাপর ঐ জাতিতে চলিয়া আসিতেছে।"

খণ্ডন :—" শঙ্কর দোষরহিত শূদ্র!" পাঠক মহাশয়! স্মরণ রাখিবেন, তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় কি বলিয়াছেন;—"গোস্বামীর বিবেচনায় শঙ্কর জাতি হইলেই জঘন্য হয় তাহা নহে।"—আবার এস্থলে "শঙ্কর দোষ!" এক স্থানে "শঙ্কর" গুণ আর স্থানবিশেষে "শঙ্কর দোষ,"—এ কিরূপ উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় বাক্য! লোকে উপদেবতার অধীন হইলে, যেরূপ বকিয়া থাকে, ইনি সেইরূপই কতকগুলা বৃথা বাক্যব্যয় করিয়াছেন মাত্র। যাহাহউক, স্বগোত্রে বিবাহ এই জাতিতেই চলিয়া আসিতেছে, এটি নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত কথা হইল। ইহাতেই বোধ হইতেছে, তর্কবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, তাহাহইলে অবশ্যই এই বিষয়টি জানিতে পারিতেন। তাঁহার একথাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা।. সদ্গোপ জাতির কি একটিমাত্র গোত্র, আর গোত্র নাই? তবে একটী কথা এই যে, ইহাঁদিগের মধ্যে কোঙার (কুমার) নামা একশ্রেণী কুলীন আছেন, তাঁহাদিগের কাশ্যপ, এই একটি মাত্র গোত্র আছে; আর তদ্ভিন্ন.কোন গোত্রই নাই। ইহার তাৎপর্য্য প্রবন্ধান্তরে সবিস্তরে লেখা যাইবে।

তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার কৃত পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"সদ্গোপ কথা একটী শব্দ নহে, 'সৎ' একটী, আর 'গোপ' একটী। সকারাদি শব্দের পর্য্যায় সৎ এবং গকারাদি শব্দের পর্য্যায় গোপ, যেরূপ সৎ পুত্র কিম্বা সৎকুল।"

খণ্ডন:—এটী বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি! তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে সৎগোপ শব্দের অর্থ গোপের শ্রেষ্ঠ; এই জন্যই শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এই জাতির উল্লেখ নাই। সৎ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও গোপ শব্দের অর্থ গোপজাতি, অর্থাৎ গোপ জাতির উৎকৃষ্ট। সৎগোপ শব্দটী এক শব্দের বা জাতির সমষ্টি নহে! কি মহাভ্রম! ইহাঁর মতে সৎগোপ শব্দে একটী স্বতন্ত্র জাতি কল্পিত হয় না। যে স্থানে যে গোপজাতি থাকুক

না কেন, তাহাদিগের মধ্যে যে উচ্চ, তাহাকে সদ্গোপ বলাযায়। জাতি মাত্রেই যে যোগরূঢ়ি শব্দ, তাহা তিনি ভ্রমেও মনে করেন না। যদি তিনি এরূপ বলেন,—যেমন সৎ শব্দ অসৎ শব্দের বিপরীত বাক্য, তেমন সদ্গোপ জাতি অসদ্গোপ জাতির বিপরীত পর্য্যায় হইতেছে। শাস্ত্রে উত্তম জাতি গোপের পর্য্যায়ে আভীর ও বল্লভ শব্দের উল্লেখ আছে, তবে সেই সদ্গোপজাতির আবার গোপজাতি হইতে সম্ভব কিরূপে হইবে? বণিক্ পর্য্যায়ে গন্ধবণিক্, কংশবণিক্, শঙ্খবণিক্, সুবর্ণবণিক্, মণিবণিক্ ইত্যাদি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে সৎ ও অসৎ, অর্থাৎ উচ্চ ও নীচ শ্রেণীস্থ বণিক্ও আছে। আমরা তর্কবাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসাকরি,—যাহারা উচ্চশ্রেণীস্থ বণিক্, তাহাদিগকে সৎবণিক ও যাহারা নিকৃষ্টশ্রেণীস্থ বণিক্, তাহাদিগকে অসৎবণিক্, বলিলেইত হইত? তর্কবাগীশ মহাশয়, হয়ত উত্তর করিবেন,—ইহাদিগের কার্য্য ও ব্যবসায় ভেদে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে। তবেই বলিতে হয়, এরূপ গোয়ালায় আর সদ্গোপে কি বৃত্তিতে কিছু বিভিন্নতা নাই? গোয়ালার বৃত্তি গোরস বিক্রয় করা। সদ্গোপ কি কখন দুগ্ধ বিক্রয় করে? আহিরি ও পল্লব গোয়ালারাই সর্ব্বোচ্চ শূদ্র; ইহাদের উপরে আবার সর্ব্বোচ্চ শূদ্র কিরূপে কল্পিত হইতে পারে? তবে সদ্গোপ তাহাদের অপেক্ষাও সৎ ও উচ্চ, এরূপ না বলিয়া, বৈশ্য বলিলেইত ভাল হয়!

কায়স্থপুরাণকারের ন্যায় কিম্বা ফকিরচাঁদ বাবুর ন্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়ের সদ্গোপ জাতির প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ নাই। বোধ হইতেছে, সদ্গোপ পূর্ব্বে নীচ জাতি ছিল, এক্ষণে উচ্চ জাতি হইয়াছে, এরূপ কখনই মনে করিবেন না; কারণ, সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন,—ব্রাহ্মণ কর্ম্মদোষে শূদ্র হইয়াছেন, কিন্তু শূদ্রজাতি যতই সৎ হউক না কেন, কখনই ব্রাহ্মণ জাতি হইতে পারে নাই। তবে যে তিনি কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, উপরি-উক্ত কথাগুলি লিখিয়া ফেলিলেন, ইহাই যার-পর-নাই আশ্চর্য্য! "সদ্গোপ, জাতি নহে; যে কেহ গোপের সৎ, তাহাকেই সদ্গোপ বলা যায়"।—মরি, কি বালচাপল্যসুলভবাবদূকতা!

আইন আকবরীর লিখিত কায়স্থ রাজবংশের বিচার ও খণ্ডন।

AYEEN AKBARY. PAGE 19.

TRANSLATED BY COL. F. GLADWIN. VOL. II.

TABLE I.

The family of *Bhugrut*, of the *Kehtry* caste, twenty-four Princes, reigned 2418 years.—

ক্ষত্রিয়জাতীয়, ভগীরথরাজবংশ, ২৪ জন রাজা, ২৪১৮ বৎসর রাজত্বকাল।

	Reigned Years.		বৎসর।
Bhugrut	218	ভগীরথ	২১৮
Aunnunghbun ...	175	অনঙ্গভান (অনঙ্গবাণ বা অনঙ্গভানু)	১৭৫
Deodut	95	দেবদত্ত	৯৫
Jug Singh	106	জগ সিং (যোগ সিংহ বা জগৎ সিংহ)	১০৬
Berinah Singh ...	97	ভূণ সিং (বৈরিনাশ সিংহ)	৯৭
Mohundut	102	মোহনদত্ত	১০২
Benode Singh ...	97	বিনোদ সিং (বিনোদ সিংহ)	৯৭
Seyler Singh	96	শেলার সিং (শৈলারি সিংহ)	৯৬
Suthejeet	101	সত্যজিৎ	১০১
Run Bheem	108	রণ ভীম	১০৮
Guj Bhan	82	গজ ভান (গজভানু) ...	৮২

TABLE II.

The family of *Bowjgorya,* of the *Koyth* caste, nine Princes, reigned 250 years.—

কায়স্থজাতীয়, ভোজগৌড়ের রাজবংশ, ৯ জন রাজা, ২৫০ বৎসর রাজত্বকাল।

		Reigned Years.		বৎসর।
Bowjgorya	... ...	75	ভোজগোর (ভোজগৌড়ের)	৭৫
Lall Sein	... ...	70	লাল সেন	৭০
Raja Madhow...	...	57	রাজা মাধব	৫৭
Summunt Bhoj	...	48	সামন্ত ভোজ	৪৮
Jennet	... ...	60	জীনত (জীহুত)	৬০
Pirthoo	... ...	52	পৃথু	৫২
Gurrer	... ...	45	গরার (গরুড়)	৪৫
Luchmun	... ...	50	লক্ষ্মণ	৫০
Nundbowj	... ...	53	নন্দভোজ	৫৩

TABLE III.

The family of *Udsoor*, of the *Koyth* caste, eleven Princes, reigned 714 years.—

কায়স্থজাতীয়, আদিশূর রাজবংশ, ১১ জন রাজা, ৭১৪ বৎসর রাজত্বকাল।

		Reigned Years.		বৎসর।
Udsoor	... ...	75	আদিত্যশূর অপভ্রংশে আদিশূর (আদীশ্বর) ...	৭৫
Jaminybhan	... ...	73	যামিনীভান (যামিনীভানু)	৭৩

Anrood	...	...	78	অনিরুদ্র (অনিরুদ্ধ)	...	৭৮
Partap Rooder		...	65	প্রতাপ রুদ্র ...	...	৬৫
Bhowadet	...	...	69	ভূদত্ত (ভবাদিত্য)	...	৬৯
Rekhdeo	...	...	62	রঘুদেব ...	...	৬২
Girdher	...	...	80	গিরিধর ...	...	৮০
Pirtchdeher	...	...	68	পৃথ্বীধর ...	...	৬৮
Shistedeher	...	...	58	সৃষ্টিধর ...	...	৫৮
Perbahker	...	...	63	প্রভাকর ...	...	৬৩
Jydher	...	..	23	জয়ধর ...	...	২৩

TABLE IV.

The family of *Bhowpaul*, of the *Koyth* Cast, ten Princes, reigned 628 years.—

কায়স্থজাতীয়, ভুপালরাজবংশ, ১০ জন রাজা,
৬২৮ বৎসর রাজত্বকাল।

			Reigned Years.			বৎসর।
Bhowpaul	...	...	55	ভুপাল ...	...	৫৫
Dheerpaul	...	...	95	ধীরপাল ...	...	৯৫
Deopaul	...	...	83	দেবপাল ...	...	৮৩
Bowputpaul	...	...	45	ভূপতিপাল ...	...	৪৫
Begginpaul	...	...	75	বিগ্রপাল ...	...	৭৫
Jypaul	...	...	98	জয়পাল, (তস্য ভ্রাতা)	...	৯৮
Rajpaul	...	...	98	রাজপাল, (তস্য পুত্র)	...	৯৮
Bhowgpaul, (his brother)			5	ভোগপাল, (তস্য ভ্রাতা)...		৫
Jugpaul	...	...	74	জগপাল (জগৎপাল, যুগপাল বা যোগপাল)		৭৪

TABLE V.

The family of *Sookh Sein,* of the *Koyth* Cast, seven Princes, reigned 106 years.—

কায়স্থজাতীয়, শুকসেন রাজবংশ, ৭ জন রাজা, ১০৬ বৎসর রাজত্বকাল।

	Reigned Years.		বৎসর।
Sookh Sein	3	শুক সেন (সুখ সেন) ...	৩
Billal Sein, (he built the fort of Gour)	50	বল্লাল সেন, (যিনি গৌড়-দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন)	৫০
Lukhun Sein	7	লক্ষ্মণ সেন	৭
Madhow Sein... ...	10	মাধব সেন	১০
Kysoo Sein	15	কেশব সেন	১৫
Sudda Sein	18	সদয় সেন (শুদ্ধ সেন) ...	১৮
Nowjet	3	নবজী (নবজিৎ)	৩

আমরা উপরি-উক্ত ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তালিকার লিখিত রাজাদিগকে আইন আকবরীর মতে কায়স্থ জাতীয় দেখিতেছি; কিন্তু এরূপ আর কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাই না। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকার ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের কোন গ্রন্থ হইতেই বঙ্গদেশের কায়স্থ রাজার কথা আমাদিগের চক্ষুতে কখন পতিত হয় নাই। গোল্ডষ্টুকার (Goldstuker) কৃত ভারতকোষ ও সার উইলিয়ম্ জোন্স্ (Sir. W. Jones), অধ্যাপক উইল্সন্ (Wilson), ডেল্মেরিক্ (Delmeric), কোল্‌ব্রুক্ (Colebrooke), হান্টার্ (Hunter), এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ (Elphinstone), মার্শ্‌মান্ (Marshman), টেলর্ (Talor), হুইলর্ (Wheeler) প্রভৃতি কোবিদবর্গের বহুতর পুস্তকেই গৌড়ের রাজা, কায়স্থ, এ কথা দেখা যায় না। দেশীয় মহাপুরাণ ও উপপুরাণ এবং সুপ্রসিদ্ধ রাজা-

বলী, মহারাজ জয়সিংহকৃত দিগন্তবিখ্যাত সংস্কৃত রাজাবলী, দুর্গাবিলাস, সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি গ্রন্থেও গৌড়ের রাজাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লেখা নাই। যাহা হউক, একখানি বিজাতীয় গ্রন্থে ভ্রমক্রমে কায়স্থ রাজার কথা লেখা আছে বলিয়া ঐ রাজবংশ কায়স্থ হইতে পারে না। এই রাজবর্গ (অম্বষ্ঠ) বৈদ্যবংশীয় হইতেছেন; কারণ, সকল গ্রন্থকারই একবাক্যে এই সকল বংশকে বৈদ্যবংশীয় বলিয়াছেন। Rev. Wilson-কৃত 'Indian Caste'-নামক পুস্তকে লেখা আছে,—কায়স্থজাতি শূদ্র হইতে নিকৃষ্ট,—"Lower than the Shudras"। করণও শূদ্র হইতে নীচ। সমস্ত ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকার কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর এবং করণকে ও কায়স্থকে একজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপিচ আইন আকবরীর গ্রন্থকর্ত্তাও কায়স্থকে করণভুক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, তর্কানুরোধে এক সময়ে আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, গৌড়েশ্বর কায়স্থবংশ হইলেও ইহাঁরা বিজাতীয় গ্রন্থকারদিগের মতে বর্ণসঙ্কর ও করণ অথবা শূদ্র হইতেও নিকৃষ্ট জাতি হইতেছেন।

আবুল্ ফাজেল্ কৃত 'আইন আকবরী' গ্রন্থে সেন-রাজগণকে কায়স্থ বলা হইয়াছে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণের অপর নাম অম্বষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত "ইণ্ডো-এরিয়ান্" গ্রন্থে লিখিত আছে,—"আদিশূর রাজার অপর নাম বীরসেন এবং তিনি সেনবংশের কুলবিধাতা ছিলেন"।

প্রতিবাদ:—আইন আকবরী গ্রন্থে একথা কোন্ স্থানে আছে? সেনবংশীয় রাজাদিগের তালিকায় আদিশূরের নামমাত্রেরও উল্লেখ নাই। আদিশূর একটি স্বতন্ত্র বংশের আদিপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত আছে। আদিশূরবংশীয় একাদশ জন নৃপতি ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন; তৎপরে ভূপালবংশীয় দশজন নৃপতি ৬৯৮ বৎসর রাজত্ব করেন; পরে সেনবংশীয় নৃপতিগণ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই সেনবংশীয়দিগের মধ্যে আদিশূর নামে কোন রাজা নাই। তবে আইন আকবরীর মতে কিরূপে আদিশূর সেনবংশীয় নৃপতিগণের আদিপুরুষ হইলেন?

প্রথম ভাগ কায়স্থপুরাণের ১৩৩ পৃষ্ঠায় আছে,—"আদিশূর বঙ্গদেশের পরিচিত রাজগণের মধ্যে প্রথম রাজা ছিলেন। বৈদ্য-জাতীয় ঐ বংশ ৭১৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, অর্থাৎ ১৪০০ বৎসর গত হইল ঐ বংশের রাজত্ব লোপ হইয়াছে। আদিশূর ৭৫ বৎসর, যামিনীভান ৭৩ বৎসর, অনিরুদ্ধ ৭৮ বৎসর, প্রতাপরুদ্র ৬৫ বৎসর, ভূদত্ত ৬৯ বৎসর, রঘুদেব ৬২ বৎসর, গিরিধর ৮০ বৎসর, পৃথ্বীধর ৬৫ বৎসর, সৃষ্টিধর ৫৮ বৎসর, প্রভাকর ৬৩ বৎসর ও জয়ধর ২৩ বৎসর, এই একাদশ নৃপতি ৭১৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।" আবার ঐ পুস্তকের ১৩৪ পৃষ্ঠাতেই লিখিত আছে,—"বৈদ্যজাতি রাজা তাঁহারা ৭১৪ বৎসর কাল, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের উপর কর্তৃত্ব করেন"।

কর্ণেল্ গ্লাড্উইন্ কর্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত সুপ্রসিদ্ধ আবুল্ ফাজেল্ কৃত আইন আকবরীর লিখিত পাল, সেন, আদিশূর ও ভোজগৌড়-বংশীয় কায়েৎ জাতীয় রাজাদিগের নাম "কায়স্থনৃপ"-কার বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, বোধ হয়, তাহা দেখিয়াই অন্ধের চক্ষুদান-কার ও কায়স্থ-পুরাণকার তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় পুস্তকে জায়ক্রমে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই প্রথম তালিকাটি (Table I.) ছাড়িয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, এটি সন্নিবেশিত করিলে, তাঁহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধির কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিবে, এই কারণ ভিন্ন আর ত কিছুই লক্ষিত

হয় না। প্রথম তালিকায় লিখিত আছে,—"গৌড় সিংহাসনে ২৪ চব্বিশ জন ক্ষত্রিয় রাজা ২৪১৮ বৎসর রাজত্ব করেন।"

ইটি লিখিলে, পাছে লোকে ক্ষত্রিয়কে কায়স্থ হইতে স্বতন্ত্র জাতি বিবেচনা করেন, এই উদ্দেশেই উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, আইন আকবরীর লিখিত "কায়েৎজাতীয় রাজা", এইটি লিখিবার তাৎপর্য্য এস্থানে না লিখিলে, এই বিষয় পাঠকমহোদয়গণের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তাঁহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।—আকবর বাদসাহের সময়ে বঙ্গদেশে কোন বৈদ্য রাজা ছিলেন না। আইন আকবরীর প্রণেতা এক জন সুযোগ্য পণ্ডিত হইলেও বিজাতীয়। তিনি কোন লোকের হস্তলিপির বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই যে ইহা লিখিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এমন ত কোন প্রমাণ নাই যে, তিনি স্বয়ং গৌড়রাজ্যে আসিয়া, পণ্ডিতদিগকে সমবেত করাইয়া বা তাঁহাদিগের কৃত কিম্বা সংগৃহীত পুরাতন সর্ব্ববাদিসম্মত গ্রন্থসকল দর্শন করিয়া ইহা লিখিয়াছেন। তালিকায় লিখিত অনেকগুলি অসংলগ্ন ও অবিশ্বাস্য কথা থাকিলেও (যথা,—এক জন রাজা ২১৮ দুইশত আঠার বৎসর রাজত্ব করেন, কেহ ১৭০, কেহ ৯৫, কেহ ৯৮ বৎসরও বা রাজ্য করেন), আমরা তাহাতে কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি, গ্রন্থকর্ত্তা অম্বষ্ঠ শব্দে কায়েৎ বিবেচনা করিয়া বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এবিষয় সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ, তিনি একে ত বিজাতীয়, আবার তৎকালে হিন্দুস্থানে অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতির বিশেষ সঙ্কীর্ণভাব, এমন কি, তাঁহাদিগের অস্তিত্বের কথা তখন কাহারও কর্ণগোচর হইয়াছিল কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। অধিকন্তু, পূর্ব্বহইতেই ঐ সময়ে বঙ্গরাজ্যে বৈদ্যজাতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। পূর্ব্বে এই জাতীয় রাজারাই বঙ্গদেশের প্রবলপ্রতাপশালী সম্রাট্ ছিলেন বলিয়া, সেই সময়ে বৈদ্য সকলেই গৌড়দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন; আবুল্ ফাজেলের সময়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যে দুই একঘর অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতি বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে

ঐ সময়ে সেই সেই স্থানের লোকে Untilut বলিত। পাঠক! আইন আকবরী, English Translation by Colonel F. Gladwin, page 374, on Mixed Caste, দেখুন।

Father	Mother	Caste.
Brahmin	Kshatria	Murdhabashicta.
Do.	Sudra	Nissad.
Do.	Vyssa	Untilut.*
Khetria	Brahmini	Suta.
Do.	Vyssa	Mahisha.
Do.	Sudra	Ugra.
Vyso	Do.	Kuran (Kaesta.)

পাঠক মহাশয়! আরও দেখুন, শ্রীযুক্ত ব্লকম্যানের সংগৃহীত মুল পারস্য ভাষায় লিখিত আইন আকবরী পুস্তকে, অথবা উক্ত ইয়ুরোপীয়ের কৃত উহার ইংরাজী অনুবাদেও ঐ তালিকা নাই। এক্স্ কিং অব্ আউড্ নবাব ওয়াজেদ্ আলি সাহেবের একজন কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ মৌলবীর ও কলিকাতাস্থ দুই একটি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত মৌলবীদিগের নিকটে আমরা উক্ত গ্রন্থ দুই এক খানি পাইয়া, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, তাহার কোথাও ঐ তালিকাগুলি প্রাপ্ত হই নাই। যাহা হউক, গ্ল্যাড্উইনের ইংরাজী অনুবাদ যে মিথ্যা, এ কথা বলিতে চাহি না। তিনি যেরূপ হস্তলিপি পাইয়াছেন, তাহা দেখিয়াই লিখিয়াছেন। ফলতঃ যখন তাঁহার তালিকার সহিত অন্য কোন সংগ্রাহকের ঐক্য হইতেছে না, তখন, অনুমান হয়, আইন আকবরীর আবুল্ ফাজেল্ কোন কায়স্থের উপর উহার অনুলিপির ভার প্রদান করিয়াছিলেন; সেই অনুলিপিকারই নিজ জাতির গৌরব বর্দ্ধনার্থ প্রতারণাপূর্ব্বক ঐরূপ করিয়া লিখিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এই বিষয়টি লইয়াও অনেকে কূটতর্ক উপস্থিত করিতে

* এই অন্‌তিলত জাতি মনূক্ত অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি হইতেছে, কেবল নাম ভেদমাত্র।

পারেন যে, আকবর সম্রাটের সময় কোন হিন্দু মুহুরিগিরিতে নিযুক্ত ছিল না; অতএব ঐ হস্তলিপিটি কিরূপে কায়স্থজাতিদ্বারা লেখান হইল? কারণ, পাদশানামা ও আইন আকবরী গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে,—

As translated by G. H. Blockhman,—"The word Keranee is a writer, who keeps the account of the ship of Akbar and serves out water to the passengers. The word is often used contemptuously."

আকবর সম্রাটের নৌকার ভাণ্ডারী (Stewart), এইরূপ কর্মচারী-দিগকে লোকে কেরাণী বলিত। তাহারা নৌকার খরচ পত্রাদির হিসাব কিতাব রাখিত ও আরোহীদিগের meanial service অর্থাৎ জল আনয়ন ইত্যাদি নীচ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

পরন্তু, ইহার উত্তরে, আমাদিগের, বোধ হয়, আকবরের সময় হই-তেই দুটী একটী করিয়া (হিন্দু) কায়স্থ মুসলমানদিগের অধীনে এই জঘন্য মুহুরিগিরিতে নিযুক্ত হয়। সেই অবধিই ইহারা মসীজীবী জাতি-তেই পরিণত এবং ইহাদিগের কেরাণী এই সাধারণ নামও সৃষ্ট হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কর্ণেল্ গ্ল্যাড্উইন্ যে আইন আক্‌বরীর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ আদর্শ করিয়া অনুবাদিত করিয়াছেন, সেই আইন আকবরীর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থখানি এক কেরাণী দ্বারাই প্রস্তুত হয়।

কিন্তু ব্লক্‌ম্যান আইন আকবরীর ইংরাজী অনুবাদের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন;—

Mr. Blockhman in his preface to the Persian copy of the Ayeen Akbaree says,—"The manuscript he has collated seems written by a Hindu; because the word Krishna is always written as Sree Krishna."

আমাদিগের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি একটি করণশ্রেণীভুক্ত লালা কায়েৎ হইবে। এই করণই ঐ সময়ে আবুল্ ফাজেলের মুহুরি-গিরিতে নিযুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই করণ হইতেই ইহার

অপভ্রংশে ইহার নীচ যাবনিক বিকার কেরাণী শব্দ প্রস্তুত হয়। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, করণ হইতেই ঐ সময় অবধি প্রথম কেরাণীগিরি অর্থাৎ মসীজীবিকা প্রবর্ত্তিত হয়।

অপিচ, অম্বষ্ঠ শব্দে কায়স্থ অথবা ক্ষত্রিয় জাতি কখনই বুঝায় না। বঙ্গজ, রাঢ়ীয়, মৈথিল, বারেন্দ্র প্রভৃতি বলিলে, যেরূপ পৃথক্ কোন জাতি বুঝাইবে না; প্রত্যুত, কায়স্থই হউক, ব্রাহ্মণই হউক, বৈদ্যই হউক, আর অন্যান্য যে জাতিই হউক, এই বঙ্গ, রাঢ়, মিথিলা, বরেন্দ্র প্রভৃতি দেশে যাঁহারা বাস করেন, সেই সকল জাতিকেই বুঝাইবে, অর্থাৎ লোকে যেরূপ বঙ্গজ কায়স্থ, বঙ্গজ ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীয় কায়স্থ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র বৈদ্য, রাঢ়ীয় বৈদ্য, বারেন্দ্র শৌণ্ডিক, রাঢ়ীয় শৌণ্ডিক প্রভৃতি বলে; সেইরূপ অম্বষ্ঠ একটি দেশ, এই দেশ নিবাসী কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বলিয়া থাকে। অম্বষ্ঠ বলিলেই কোন জাতি বুঝায় না। তবে পুরাণোক্ত অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতিকে 'আবুল্ ফাজেলের সময়ে অম্বষ্ঠের পরিবর্ত্তে Untilut বলিত। এইজন্য তিনি অম্বষ্ঠ বৈদ্য, কোন্ জাতি স্থির করিতে না পারিয়া, পশ্চিমে লালাকায়েৎদিগের যে ১২টি শ্রেণী কায়েৎ আছে, তাহাদের মধ্যে অম্বষ্ঠ এক শ্রেণীর নাম আছে বলিয়াই গৌড়ের বৈদ্য অম্বষ্ঠ রাজাদিগকে কএৎ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

লালা কায়েৎদিগের "কায়স্থধর্ম্মতর্পণ" নামক গ্রন্থে তাঁহাদিগকে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা আছে :—

১। মাথুর।	৪। ভট্টনাগর।	৭। সকসেনা।	১০। শ্রীবাস্তব।
২। সূর্য্যধ্বজ।	৫। গৌড় (গৌর)।	৮। করণ।	১১। কুলশ্রেষ্ঠ।
৩। অম্বষ্ঠ।	৬। নিগম।	৯। অহিটানা।	১২। বাল্মীক।

যথা,—"মথুরা দেশবাসগিণ মাথুর, মগধ দেশবাসিগণ সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ দেশবাসীরা অম্বষ্ঠ, ভট্টনগর দেশবাসীরা ভট্টনাগর, গৌড় দেশবাসীরা গৌড়, সরযু নদীর নিকটস্থ কায়স্থেরা করণ, নেপাল দেশীয়েরা অহিটানা, শ্রীনগর দেশবাসিগণ শ্রীবাস্তব, কুলাপতবাসীরা কুলশ্রেষ্ঠ, বাল্মীক দেশীয়েরা বাল্মীক। এতদ্দেশীয় কায়েৎদিগের মধ্যে

যেরূপ উত্তররাঢ়ী কায়েৎ, দক্ষিণরাঢ়ী কায়েৎ, বঙ্গজ কায়েৎ ইত্যাদি শ্রেণী ভেদ আছে; পশ্চিমদেশে লালাদিগের মধ্যেও তেমন মাথুর, সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, ভটনাগর ইত্যাদি দেশভেদে শ্রেণী বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সকলের সহিত সকলের বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ হয় না। অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ নামক জাতিবিশেষ, বাসকবৃক্ষ, হস্তীপক, অম্বষ্ঠ নামক দেশবিশেষ। সেই অম্বষ্ঠ দেশীয় কায়েৎ-দিগকেই অম্বষ্ঠকায়েৎ কহে।"—ইতি জাতিমিত্র।

আমরা সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অনেকগুলি পুস্তকের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ, উপরি-উক্ত বিষয় লইয়া অনেকানেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে; এবং বালকদিগের পাঠোপযোগী আধুনিক বাঙ্গালা ইতিহাস বৎসর বৎসর বিস্তর প্রস্তুত হইতেছে,—ঐ সকল নব্য গ্রন্থের কর্ত্তাদিগের ভ্রম দূরীকরণও আমাদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য। যেহেতু, অল্পবয়স্ক বালকদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া যাইবে, তাহাই চিরকাল তাহাদিগের বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া থাকিবে। অতএব, ইহার নিরসন করাই কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, উপরি-উক্ত তালিকার লিখিত কায়েৎজাতীয় রাজা বলায় আধুনিক কায়স্থ মহাশয়দিগের কোন ফলই হইতেছে না! বরং এইরূপ উল্লেখ করায় যে গ্রন্থকর্ত্তা ভ্রমকূপে পতিত হইয়াছেন, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

তর্কানুরোধে স্বীকার করিলাম, আইন আকবরীর লিখিত নৃপতিগণ জাতিতে কায়স্থ। এই প্রমাণটি অভ্রান্ত বিবেচনা করিলে, উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার প্রথম তালিকার লিখিত ভূপতিগণ যে জাতিতে ক্ষত্রিয়, একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতেই কায়স্থ আর ক্ষত্রিয় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি, তাহাও প্রমাণীকৃত হইবে। তবে আর কায়স্থ বান্ধবগণের কি ফল হইল? তাঁহাদিগের একান্ত ইচ্ছা, কোন রকমে ক্ষত্রিয় হন। কিন্তু যে গ্রন্থকর্ত্তার সহায়তা লইয়া, এত আড়ম্বর করিয়া, আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন, সেই গ্রন্থকারই আবার তাঁহাদিগের বিপক্ষ! কারণ, আইন আকবরীর লিখন-অনুসারে বুঝা

যাইতেছে, কায়স্থ আর ক্ষত্রিয় সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। আকবরীকারই এই জাতিদ্বয়কে পৃথক্ রাখিবার কারণ একটী তালিকাতে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের নাম লিখিয়াছেন ও অপরটীতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিয়া কায়স্থ রাজাদিগের নাম লিখিয়াছেন।

এইটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য সদ্‌গোপ-ব্রাহ্মণ সম্পর্কে আর একটী কথা এখানে বলিতে হইল;—প্রিভি কাউন্সেলের নজীরে সদ্গোপ-জাতীয় রাজা অজিত সিংহের বংশধরদিগকে Family of Sudgope Brahmin বলিয়া লেখা আছে। বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আবুলফাজেলের আইন আকবরীর অপেক্ষা আমাদিগের রাজকীয় নজীর সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ,—তাহাতে আর সন্দেহই নাই। তবে ত বৈশ্য, আধুনিক সদ্গোপ জাতি, ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতেছেন; তবে আর ইহাঁদিগকে বৈশ্য বলা যায় কেন?

যাহা হউক, আইন আকবরীর তালিকার লিখিত নৃপতিগণ যে জাতিতে অম্বষ্ঠ বৈদ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে রাজকীয় জাতির বিষয় পুরাবৃত্তে কুলাচার্য্যদিগের কারিকায় ও জনশ্রুতিতে এ পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; ও যে রাজকীয় জাতির বংশাবশেষ এখনও এই বঙ্গরাষ্ট্রের সর্ব্বস্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং যে রাজকীয় জাতির জয়পতাকা এক সময়ে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমা হইতে দিল্লীর পশ্চিম সীমা শতদ্রু পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছিল; সেই রাজকীয় প্রবল-প্রতাপশালী বিপ্রসদৃশ জাতিকে একজন বিধর্ম্মী গ্রন্থকারের সামান্য ভ্রমসঙ্কুল লিপির সাহায্যে উচ্ছেদ করা নিতান্ত মূর্খের কর্ম্ম।

আরও দেখুন, উপরি-উক্ত তালিকায় পালবংশীয় মহাবীর মহীপাল রাজার নামমাত্র নাই; কিন্তু দিনাজপুরে ইহাঁর কৃত দীর্ঘিকা ও অনেক প্রকার দেবালয়, সেতু, স্তম্ভ, প্রাচীর ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাখরগঞ্জ, রাজসাহী এবং সুন্দরবন-প্রাপ্ত তাম্রফলকে কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ সেন-রাজা সোমবংশীয় ও ওষধিনাথবংশীয় বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও উক্ত বংশীয়েরা যে জাতিতে অম্বষ্ঠ বৈদ্য, তাহার প্রমাণ—

কায়স্থকারিকা-নামক পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে ;—

"বাখরগঞ্জ ও রাজসাহী জেলার তাম্রফলকদ্বয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেন রাজগণ 'সোমবংশোদ্ভব' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। রাজসাহী জেলার প্রাপ্ত তাম্রফলকে বীরসেনের পুত্র সুমন্তসেন 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং কুলশিরোদাম' বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। সুন্দরবনপ্রাপ্ত তাম্রফলকে সেন-রাজগণ 'ওষধিনাথবংশ' অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত হইয়াছেন।"

তাম্রফলকে আদিশূর ও বল্লালসেন সোমবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও উঁহারা উভয়েই বৈদ্য-অম্বষ্ঠ জাতি হইতেছেন। ইক্ষ্বাকুবংশ, চন্দ্রবংশ, ময়ূর (মৌর্য্য) বংশ, নাগবংশ প্রভৃতি বলিলেই যে কেবল ক্ষত্রিয়দিগকে বুঝাইবে, এরূপ নহে। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, সূত প্রভৃতি সকল বর্ণকেই বুঝাইতে পারে। বর্ণশঙ্কর জাতি, অনুলোমক্রমে যাহাদিগের উদ্ভব, সকলেই পিতৃবংশ প্রাপ্ত হইবে ও মাতৃ-আচারমাত্র পালন করিবে, এবিষয়ে সকল পুরাণের মতই ঐক্য আছে।

বিবস্বান্ অথবা সূর্য্য হইতে মনুর জন্ম। মনু হইতে সমস্ত মানবজাতির জন্ম। ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র; অতএব এই ইক্ষ্বাকুবংশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই সূর্য্যবংশীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে উক্ত আছে,—নরিষ্যন্তের বংশে অগ্নিবেশ্যের জন্ম হয়। এই অগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্যায়ন নামে যে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়, তাঁহারা সূর্য্যবংশীয়। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে,—অঙ্গিরাঃ হইতে ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্য্যাতে উৎপন্ন সন্তানেরা রথীতরের গোত্র হইয়াও আঙ্গিরস গোত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় বলিয়াও উক্ত। বিষ্ণুপুরাণে আরও লেখা আছে,—পৃষধ্র গুরুর গোবধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশীয় শূদ্রগণ সকলেই সূর্য্যবংশীয় বলিয়া খ্যাত। চন্দ্রবংশীয়েরাও মনুর সন্তান। চন্দ্র হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি ও ইলার পুত্র পুরোরবা হইতে উহার বৃদ্ধি হয়। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, নহুষ ও যযাতি, ইহাঁরাও চন্দ্রবংশীয়। পুরোরবার পুত্র আয়ুর বংশে গৃৎসমদের জন্ম। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক ঋষি এবং সূত মুনির পুত্র সৌতি, ইহাঁরা উভয়েই সকল বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শৌনকবংশোদ্ভব, তাঁহারা চন্দ্রবংশীয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার বিখ্যাত ধন্বন্তরি চন্দ্রবংশীয় ছিলেন; তজ্জন্য ধন্বন্তরিবংশীয় অম্বষ্ঠ-বৈদ্যেরাও চন্দ্রবংশীয় হইতেছেন। যে সূত জাতির গৃহে কর্ণ প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেই সূত জাতিই চন্দ্রবংশীয়। মৌদ্গাল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহাদের বংশধর সুপ্রসিদ্ধ অশ্বত্থামা প্রভৃতিও চন্দ্রবংশীয়। শূদ্রাগর্ভসম্ভূত নন্দ রাজা চন্দ্রবংশীয়-ক্ষত্রিয়সন্তান ছিলেন; এজন্য তিনিও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। গোকুলের নন্দ বৃকভানু প্রভৃতি গোপরাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া খ্যাত। পশ্চিমাঞ্চলীয় কতিপয় আভীরজাতি "চন্দ্রবনৃশী", অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অতএব তাম্রশাসনের লিখিত চন্দ্র ও সোম-বংশীয় ভূপতিগণ যে ক্ষত্রিয়-সন্তান ও অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি নহেন, এতদ্বিষয়ে প্রমাণ-অভাব।

রাজাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে,—"ধীসেন নামক এক ব্যক্তি জাতিতে বৈদ্য রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন রাজা হয়েন। এই রাজা আদিশূর-আনীত বঙ্গরাষ্ট্রের পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্যাদি বিভাগ করেন এবং তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে যে ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও কৌলীন্য মেল বন্ধ করেন। এইরূপে আদিশূর রাজকর্তৃক আনীত যে পঞ্চগোত্রয়ী পঞ্চ ব্রাহ্মণ আইসেন, তাঁহাদিগের ৫৬ ছাপান্ন জন সন্তান হইয়াছিল। ঐ সন্তান-দিগকে ৫৬ খানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দিয়া সম্মান করেন। ইহাতেই ৫৬ গাঁই হইল। ঐ ছাপান্ন ঘর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আচারের তারতম্য বিবেচনা করিয়া ৮জনকে মুখ্য ও ১৪ জনকে গৌণ ও ২২ জনকে কুলীন ও ১২ জনকে শ্রোত্রীয় করিলেন। পরে কন্যাদানাদি দোষে শ্রোত্রীয় ভিন্ন ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা কেহ কেহ কুলচ্যুত হইয়া বংশজ হইলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণগণ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের সন্তানসন্ততিদিগের সহিত কোন প্রকারে আদান প্রদান যাহাতে না হয়, এই জন্যই উক্ত ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা ৭০০ সাতশত ঘর গণনা করিয়া স্বতন্ত্র এক থাক করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত লোকে সেই সাতশত ঘর ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল। এক্ষণে ঐ সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ কেহ কেহ উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের সহিত সংমিলিত হইয়া গিয়াছেন।"—

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মাকৃত রাজাবলী।

এই রাজবলীর মত মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে আর নাই। এই গ্রন্থ, আমাদিগের দেশে প্রথম মুদ্রা যন্ত্রের সৃষ্টি হইলেই, মুদ্রিত হয়।

দুর্গাবিলাস গ্রন্থেও ঐরূপ লিখিত আছে,—"বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন গৌড় দেশের রাজা ছিলেন। ঐ লক্ষ্মণ সেন তাঁহার পিতৃসংস্থাপিত রাঢ়ীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের সমীকরণ করেন, অর্থাৎ উহাঁদিগের সন্তানগণ, যাঁহারা যত পুরুষ হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের

আচারের ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাক করেন। তৎপরে কিছু দিন গত হইলে, দেবীবর নামক এক ঘটক ব্রাহ্মণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন ও স্বেচ্ছানুসারে যাঁহাদিগকে কুলীন করিয়া লিখিয়া গেলেন, তাঁহারাই কুলীন হইলেন ও যাঁহাদিগের প্রতি সানুকূল হইলেন না, তাঁহারাই মৌলিক হইলেন। ঐ রীতি এপর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের সহিত যে পঞ্চ ভৃত্য আসিয়াছিল, উহাদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন ঘর গৌড়দেশে কুলীন হইল; গুহ বঙ্গদেশে কুলীন হইল; দত্ত ভৃত্যতা স্বীকার না করা প্রযুক্ত মৌলিক হইল। এই পঞ্চ জন কায়স্থ আসিবার পূর্ব্বে এদেশে যে সমস্ত কায়স্থ ছিল, তাহাদিগের মধ্যে আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক হইল এবং ৭২ ঘর সামান্য মৌলিক হইল। ইহাদিগকে সেই অবধি লোকে বাহাত্তুরে কহে। পরে গৌড়দেশের বাদশা হোসেন সাহের উজীর এক ব্যক্তি কায়স্থ হইল। তাহার নাম পুরন্দর বসু; কিন্তু লোকে তাহাকে পুরন্দরখাঁ বলিত। ঐ ব্যক্তি কায়স্থজাতির কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করিয়া যায়। ঐ নিয়ম অদ্যাপি এই জাতির ভিতর চলিয়া আসিতেছে। বল্লাল সেনের রাজধানী রামপাল ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন গৌড়ে থাকিতেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা কেশব সেন রাজা হন। পরে তাঁহার পুত্র মাধবসেন রাজা হন” ইত্যাদি। “এই বল্লাল সেন পদ্মিনীনাম্নী জনৈক ডোমের কন্যাকে উপপত্নী করিয়া লোকসমাজে বিশেষ অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সন্তান লক্ষ্মণ সেনের সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, এই বিষয় সম্বন্ধে পিতা-পুত্রে অনেকগুলি সংস্কৃত কবিতা উত্তরপ্রত্যুত্তরচ্ছলে লেখা হইয়াছিল।”

হুগলীর নর্ম্যাল্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের প্রণীত বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব পুস্তকের শেষভাগে সেনরাজদিগের প্রদত্ত সনন্দের যে অনুলিপি আছে, তাহা দর্শন করিলে, বিশেষ প্রতিপন্ন হয় যে, লক্ষ্মণ সেন বৈদ্য বল্লাল সেনের পুত্র। কায়স্থসন্দোপসংহিতার ৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—“দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ থানার

ব্যাপ্যাধিকার-মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বোত্তর তটে, গৌড়মণ্ডল রাজধানীতে পাষাণখণ্ডে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত আছে,—

"ধন্যঃ শ্রীমদীশ্বর-চরণ-পরায়ণঃ শ্রীআদিশূরঃ স্নুবৈদ্যরাজঃ"।

শ্রদ্ধাস্পদ মার্শমান্, তাঁহার কৃত বাঙ্গালা ইতিহাসে আদিশূর, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি সমস্ত সেনবংশীয় রাজাদিগকে বৈদ্যজাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"—

বিষ্ণুপুরাণ।

ক্ষত্রিয় হইলেই যে দেব হইবে, ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্ম্মা ও রাজার উপাধি দেব। আদিশূর দেব, বল্লাল সেন দেব ও অজিৎসিংহও দেব। ভূপতির নাম ভূদেব ও দেব।

বৈদ্যরা বিপ্রসন্তান বলিয়া, বিপ্র উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা,—

ভারতী, পৌষ, ১২৮৫।

অম্বষ্ঠ-বৈদ্যজাতীয় মহাত্মা বোপদেব-সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে,—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রোভিষক্‌কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদং॥"

বিশ্বপ্রকাশ অভিধান-প্রণেতা মহেশ্বর কবীন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা বোপদেবের এবং জনক কেশবের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"তস্যাভবৎ সূনুরুদারবাচো-
বাচস্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।
সদ্বৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ
কৃষ্ণস্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ॥"

বৈদ্য অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব বল্লাল ভূপতি-কৃত দানসাগর-নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, ঐ রাজা দেব-উপাধিধারী ছিলেন।

"পরমমাহেশ্বর-মহারাজাধিরাজ-নিঃশঙ্ক-শঙ্কর-শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব-বিরচিতঃ শ্রীদানসাগরঃ সমাপ্তঃ।"

ব্রাহ্মণদিগের কুলদীপক গ্রন্থে লেখা আছে,—

"অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।"

কবিকণ্ঠহারের এবং শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরীর প্রণীত কুলজীতে লিখিত আছে,—

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভুজা।"

এই বল্লাল সেন ভূপতির যজ্ঞোপবীত ছিল। যথা :—

"শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীদিতি"—ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত৺ কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বে বর্ণশঙ্কর প্রকরণে লেখা আছে,—"অম্বষ্ঠজাতিই বৈদ্যজাতি।"

অন্ধের চক্ষুর্দান কহেন,—"মধ্যশ্রেণী কায়স্থ, করণ কায়স্থ, শূদ্র কায়স্থ, চিত্রগুপ্ত যমবংশ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সেইজন্য তাহারা কায়স্থের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া তিনটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। চিত্রগুপ্তবংশজ কায়স্থেরাই প্রকৃত কায়স্থ।"

অতএব এই গ্রন্থকর্ত্তার মতে উপরি-উক্ত তাম্রশাসনের লিখিত সেনবংশীয় নৃপতিগণ চিত্রগুপ্তবংশীয় হইতেছেন না। সেইজন্য তাম্রফলকের উল্লিখিত সোমবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ এই গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্তমতে কোন মতেই কায়স্থ হইতেছেন না।

কায়স্থপুরাণকার তাঁহার কৃত পুস্তকের ২য় ভাগের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"বল্লালী কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের মধ্যে মৌলিকেরা চিত্রগুপ্তবংশজ ও কুলীনগণ কেহ সূর্য্যবংশীয় কেহ পুরুবংশীয়"—ইত্যাদি।

কায়স্থপুরাণের মতে তাম্রশাসনোক্ত রাজবংশসমূহ কুলীন কায়স্থ হইতেছেন; কারণ, মৌলিক কায়স্থগণ, সকলেই চিত্রগুপ্তবংশজ। কায়স্থপুরাণকার, 'আদিশূর রাজা যে জাতিতে বৈদ্য ছিলেন', এবিষয় বিশেষ প্রমাণের সহিত তাঁহার কৃত পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠায় বৈদ্য অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব লক্ষ্মণ সেনকেও বল্লাল সেনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপিচ, এই বল্লাল সেনকে ঐ পুরাণকার কায়স্থ বলিয়া গিয়াছেন এবং বিশেষ

করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই বল্লাল সেনই রাঢ় ও বঙ্গ বিভাগের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্যমেলবন্ধকারী। অধিকন্তু, এই পুরাণকার তাঁহার কৃত পুস্তকের স্থানে স্থানে একজন ডোমকন্যাবিবাহকারী বৈদ্য বল্লাল সেনের কথাও লিখিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, কুলীন-মেলবন্ধকারী বল্লাল সেন যে জাতিতে বৈদ্য, তাহা এই গ্রন্থকার প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার কৃত পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে উন্নত ব্রাহ্মদিগকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেরূপ, তাঁহার মতে, আমাদিগের বৈদ্য অম্বষ্ঠকুলভূষণ স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন জাতিতে বৈদ্য হইলেও উন্নত ব্রাহ্ম (Progressive Brahmya) বলিয়া কায়স্থ উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন, সেইরূপ উক্ত বল্লাল সেনও উন্নত বৌদ্ধ বলিয়া, বোধ হয়, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বল্লাল সেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। অতএব উপরি-উক্ত তাম্রশাসনের লিখিত রাজবংশ সোমবংশ ও চন্দ্রবংশ হইলেও বৈদ্য অম্বষ্ঠজাতি হইতেছে।

কায়স্থসন্দোপসংহিতার প্রতিবাদকার শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয়ও আদিশূরকে বৈদ্য বলিয়া গিয়াছেন। অন্ধের চক্ষুদানকার যাবতীয় কায়স্থগণকে চিত্রগুপ্ত যমবংশ সন্তান বলিয়া গিয়াছেন। কায়স্থকৌস্তভকারের মতেও ব্রহ্মকায়োদ্ভূত সন্তানগণ সমস্ত চিত্রগুপ্ত-বংশীয়। কায়স্থদীপিকাকারের মতেও ঐরূপ। কায়স্থপুরাণকারের মতে চিত্রগুপ্তবংশধরগণই কায়স্থ। তবে এই গ্রন্থকার কুলীন কায়স্থ-দিগের মধ্যে কেহ ইক্ষ্বাকুবংশীয়, কেহ চন্দ্রবংশীয়, এইরূপ বাহুল্য উক্তি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি গৌড়রাজদিগকেও চিত্রগুপ্তবংশীয় বলিয়াছেন। অতএব, তাঁহার মতেও তাম্রফলকীয় সেনরাজগণ চিত্র-গুপ্তবংশীয় হইতেছেন। পরন্তু, যখন সমস্ত কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তার মতে ব্রহ্মকায়োদ্ভব ব্যক্তির নামই কায়স্থ এবং সেই কায়স্থই চিত্রগুপ্তসন্তান, তখন তাম্রফলকীয় সোমবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ কিরূপে কায়স্থ হইতে পারেন? কারণ, ইহাঁরা ত কেহই ব্রহ্মকায়োদ্ভূত নহেন! তবেই The whole theory of the copperplate falls to the ground!

কেমন? চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে কোন কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তাই কায়স্থ বলেন নাই, ক্ষত্রিয়ই বলিয়াছেন। আর যখন শুদ্ধ ক্ষত্রিয় আর কায়স্থ ক্ষত্রিয় দুইটি স্বতন্ত্র জাতি হইতেছে, তখন তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্র ও সোমবংশীয় রাজগণ কোনমতেই কায়স্থ হইতেছেন না। পাঠক মহোদয়! আরও দেখুন, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নবগ্রহকে চারিবর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন,—গুরু ও শুক্র ব্রাহ্মণ, রবি ও মঙ্গল ক্ষত্রিয়, সোম ও বুধ বৈশ্য এবং শনি, রাহু ও কেতু শূদ্র জাতি। তবেই ওষধিনাথ অথবা সোম বংশ বলিলে, বৈশ্যই বোধ হইতেছে। বৈদ্যজাতির বৈশ্য ধর্ম্ম; এই জন্যই তাম্রফলকীয় নৃপতিগণ বৈদ্যই হইতেছেন। "ওষধিনাথ" শব্দেই "বৈদ্যজাতি" বুঝাইবে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই ওষধিনাথবংশকে চন্দ্রবংশ বলিয়া বুঝিবেন। কিন্তু, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা কখন বিস্মৃতি ক্রমেও ওষধিনাথবংশকে বৈদ্যবংশ ভিন্ন চন্দ্রবংশ বলিবেন না। এস্থলে ওষধিনাথবংশ, এই শব্দ প্রয়োগ, ভিষকের গৌরব-রূপ উক্তিমাত্র। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ, অন্য কোন চন্দ্র ও সূর্য্যের পর্য্যায়োক্ত নামদ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না। বংশ কীর্ত্তন সময়ে, চন্দ্র ও সূর্য্যের সহস্র নাম থাকিলেও, কোন রকমে আর কোন নাম ব্যবহার হওয়া একান্ত অসম্ভব।

আর "মহারাজবল্লাল সেন বৌদ্ধ ছিলেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে ভ্রমবশতঃ বৈদ্য বলিত", ইটি কিরূপে সঙ্গত বা সম্ভবপর হইতে পারে? বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে সময় পৃথিবী ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল, প্রায় তৎ-কালীন সমস্ত দেশের লোকেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। তখন কেবল বল্লালই যে বৌদ্ধ হবেন, তার অর্থ কি? যদি বল্লালকেই ভ্রমক্রমে লোকে বৌদ্ধের পরিবর্ত্তে বৈদ্য বলিয়া থাকে, তাহাহইলে দেশের তদানীন্তন সকল অধিবাসীকেই বৌদ্ধের বিনিময়ে ভ্রান্তিহেতু বৈদ্য বলিতে পারিত। এই বালসুলভ-বাচাটতাভূষণ পণ্ডিতের এমন দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান নাই যে, বল্লাল সেন স্বয়ংই মহাশৈব ছিলেন এবং উঁহার পূর্ব্বতন ও অধস্তন নৃপতি মাত্রই শৈবধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। বৈদ্য-রাজগণের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে এক বারেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিতাড়িত

হইয়া সিংহল, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বৎ, তাতার, চীন, জাপান, ভারতদ্বীপ-পুঞ্জ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বঙ্গ পূর্ব্বে বেদানুগত ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ কর্ত্তৃকই শাসিত হইত। পরে যখন কেবল বঙ্গে কেন, উত্তর-ভারতবর্ষময়, পাল বংশীয় রাজবর্গ একছত্র হইয়া উঠিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের দোর্দণ্ড প্রতাপ এক বারেই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর পালবংশীয়দিগের সমূল উৎখাতের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোৎপাটন ও তিরোধান হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই বঙ্গ প্রভৃতি দেশে কাম্বোজবংশীয় রাজগণের আধিপত্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ইহাঁরা পরম শৈব ছিলেন। এই কাম্বোজবংশের অবসানে আদিশূর বংশই বঙ্গের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করে। সর্ব্বশেষে বৈদ্য সেন বংশই ইহার উত্তরাধিকার পদে অধিরূঢ় হয়। আদিশূর ও সেন—এই উভয় বংশীয় চক্রবর্ত্তী রাজগণ, সকলেই শিবের উপাসক ছিলেন। তাই বলি, তখন বুদ্ধ দেবই বা কোথায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মই বা কোথায়, আর বৌদ্ধ বল্লালই বা কোথায়? গ্রন্থকারের এইরূপই বহুজ্ঞতা! এই সেন রাজগণের সময়ে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঘোর প্রাদুর্ভাব। অপরতঃ, কোন রাজা বা কোন জাতীয় লোককে কেহ কখনও বৌদ্ধের অপভ্রংশে বৈদ্য বলিয়া এরূপ উক্তি করেন নাই। অতএব একথাটিও যুক্তি সঙ্গত বলা যায় না। অধিকন্তু, বল্লাল সেনের সহিত তাঁহার আত্মজ লক্ষ্মণ সেনের মনান্তর বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া বঙ্গ রাষ্ট্রের একটি বিশেষ বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার স্বজাতীয় সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলাও ঘটে। আর লক্ষ্মণ সেন গৌড়ে অবস্থিতি করেন বলিয়া তিনি একটি স্বতন্ত্র থাকেরও সৃষ্টি করেন; এবং গৌড়ের বৈদ্যগণ লক্ষ্মণ সেনের নূতন নিয়মের মতাবলম্বী হইয়া সদাচার সম্পন্ন হইলেন, বঙ্গ বিভাগের বৈদ্যগণ তদ্বিপরীতে ঈর্ষাপর-তন্ত্র হইয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন।

তাম্রশাসনের রাজবংশীয়দিগকে বলপূর্ব্বক কায়স্থ বলা নিতান্ত প্রলাপ বাক্য। যাহাহউক, কতিপয় উন্নত কায়স্থযুবক 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সাগর ছেঁচে মাণিক বাহির

করিব, এই আশা করিয়া, শাস্ত্ররূপ অপার সমুদ্র সিঞ্চন পূর্ব্বক কোথাও কিছু না পাইয়া, অবশেষে এক সহস্র বৎসরের রোপিত অক্ষয় বটবৃক্ষ স্বরূপ উপরি-উক্ত প্রাচীন বৈদ্যরাজবংশটিকে তাম্রফলকরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা একেবারে "সমূলেন বিনশ্যতি" (ছেদন) করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং বিবাহ না হইতেহইতেই হাতে সূতা বাঁধিয়া বসিয়াছেন, অর্থাৎ দেব ও বর্ম্মন্, এই উপাধিগুলি তাঁহাদিগের নামান্তে একচেটিয়া রূপে সংযোজন করিতেছেন। যাহাহউক, সফল হইলেই ভাল !!

অন্ধের চক্ষুর্দান ও কায়স্থপুরাণ-কারের কায়স্থজাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতি-পাদনার্থ বিভিন্ন উক্তির সংক্ষেপ প্রতিবাদ।



অন্ধের চক্ষুর্দান।

১ম। অন্ধের চক্ষুর্দান অথবা কায়স্থসঙ্গোপসংহিতার প্রতিবাদ-কার তদীয় পুস্তকের ২।৶০ পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—"হিন্দু-শাস্ত্রের আদি প্রণেতা ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষিদিগের প্রণীত পূর্ব্বকালীন গ্রন্থে কায়স্থের নাম মাত্র উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ মনু তাঁহার সর্ব্বত্র সমাদরণীয় ততঃ প্রসিদ্ধ সংহিতায় এক একটি করিয়া সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে জাতি যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে জাতির যেরূপ আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু কায়স্থ জাতির নামোল্লেখও করেন নাই।"

প্রতিবাদঃ—গ্রন্থকর্ত্তা নিজমুখে অকপট চিত্তে স্বীকার করিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে কায়স্থের নাম মাত্রও নাই; পরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনার্থে ঝুড়ি ঝুড়ি বচন কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? তাহাহইলে ঐ সকল বচন যে অমূলক, তাহা তিনি একরকম স্বীকার করিলেন; তজ্জন্য ঐসকল বচনের তাৎপর্য্যের প্রতিবাদ করা বাহুল্য। যাহাহউক, আমরা পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত দুই একটি আধুনিক বচনের মূল নির্ণয় করিতে বাধ্য হইলাম।

অন্ধের চক্ষুর্দান, ২৮০ পৃষ্ঠা,—

"সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্মগুপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানাস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রাহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থাভুবি সন্তি বৈ॥

সংস্কৃত পদ্মপুরাণের বঙ্গানুবাদকার শ্রীযুক্ত রোহিণীনন্দন সরকার কৃত পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ড আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এই বচনের অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইলাম না, অপরাপর পদ্মপুরাণের অনুবাদকদিগের পুরাণ পাঠকরিয়াও প্রাপ্ত হই নাই এবং চতুষ্পাঠীর শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের নিকটেও অনুসন্ধান করিয়া বিফল হইয়াছি। অতএব চক্ষুর্দানকার কোথা হইতে যে এবচন প্রাপ্ত হইলেন, তাহা ত আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। কেবল সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে ষষ্ঠ কাণ্ডে শূদ্র শব্দপ্রকরণে ৫৪৬৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে; কিন্তু তাহার সহিতও উপরি-উক্ত বচনের অনৈক্য হইতেছে। যথা,—

"ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থজাতিরুচ্যতে।"—

চক্ষুর্দানকার 'জাতিরুচ্যতে' স্থানে 'বর্ণ উচ্যতে' করিয়াছেন। যাহাহউক, ঐ সকল পরিবর্ত্তনাদি থাকায় আমরা বচন গুলির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে পারি না।

উহার ২৮/০ পৃষ্ঠায়,—

"গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু-
তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ
কায়স্থবর্ণা-ন ভবন্তি শূদ্রাঃ॥

অর্থাৎ যেমন গঙ্গাজল জল নহে, ব্রহ্মরূপ; সুবর্ণ ধাতু নহে, নারায়ণ স্বরূপ; দর্ভ (কুশ) তৃণ নহে, পবিত্ররূপ; গাভী পশু নহে, দেবীরূপা; তদ্রূপ কায়স্থবর্ণ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয় স্বরূপ।"

এই বচনটি সম্বন্ধে কায়স্থসদ্গোপসংহিতাকার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী এই বচনটির মূলতাৎপর্য্য উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আমরা বাহুল্যভয়ে সে সকল সন্নিবেশিত করিতে চাহি না, কেবল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ৩০শ অধ্যায়ের একটি বচন উদ্ধৃত করিলাম।—

"সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং সর্ব্বে ব্যাসসমাদ্বিজাঃ।"—

অর্থাৎ সমস্ত জল গঙ্গাজল তুল্য ও সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্যাস তুল্য।

চক্ষুর্দানকর্ত্তা বলিয়াছেন,—"গঙ্গাজল জল নহে, ব্রহ্মরূপ।" কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে সকল জলই গঙ্গাজল তুল্য হইতেছে। আর "প্রজাপতির কায়হইতে উৎপত্তি হেতু কায়স্থবর্ণ শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়রূপ।" তবেই যেমন সমস্ত জলই গঙ্গাজল, সেইরূপ সকল শূদ্রই ব্রহ্মার কায়োদ্ভব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতেছে।

কিন্তু তিনি ঐ বচনটি কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই; বোধ হয়, উহা কায়স্থকৌস্তুভ হইতে লইয়াছেন। যাহাহউক, এবচনটিরও মূল সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। কিন্তু কায়স্থপুরাণকার তাঁহার গ্রন্থের ১ম ভাগে যম স্মৃতির শাসন

দিয়াছেন ; কিন্তু ঐ স্মৃতির আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করিয়া উহা প্রাপ্ত হই নাই।

ঐ পুস্তকের ৬ষ্ঠ শ্লোক,—

"বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।"—

'প্রজাপতির বাহু হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিই কায়স্থ।'

কায়স্থপুরাণকার আচার নির্ণয় হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে,—

'পাদাংশে';

দত্তবংশমালায়,—

'সর্ব্বকায়োদ্ভূতো যস্মাৎ'—ইত্যাদি,

অর্থাৎ কায়স্থগণ ব্রহ্মার সমস্ত কায়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।

এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন কায়স্থবান্ধব গ্রন্থকারগণ বিভিন্ন প্রকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বচনের ত অপ্রতুল নাই। যাহাহউক, ইহার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত, কোন্‌টিই বা অপ্রকৃত, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

অন্ধের চক্ষুর্দান, ৭ম শ্লোক,—

"মরীচি মত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥"—

এবচনে চিত্রগুপ্ত কোথায়? দশজন প্রজাপতির মধ্যে যম ধর্ম্মরাজই একজন প্রজাপতি। ইহাতে যমবংশীয়েরা যে কায়স্থ জাতি, ইহা তাহারই প্রমাণ। ৬ষ্ঠ শ্লোকে না বলা হইয়াছে, চিত্রগুপ্ত স্বর্গে রহিলেন ; আর কখন উদ্বাহ করিলেন না? আর কায়স্থপুরাণকারের মতেও চিত্রগুপ্ত জাতিতে কায়স্থ নহেন, দেবতা ; তবে তর্কমুখে জাতি। তিনি স্বর্গে রহিলেন আর বিবাহ করেন নাই। তবে কোথা হইতে নানা গোত্রে সন্তান হইল? যাহাহউক, এই সকল অলৌকিক কথা বলিয়া কায়স্থ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টাকরা কেবল শিব গড়িতে বাঁদর গড়া হইতেছে। কোন কোন পৌরাণিকের মতে চিত্রগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি বিরাট্‌কায় হইতে উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মরাজের সাহায্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লেখা আছে,—চিত্রগুপ্ত সকল মনুষ্যের সদসৎকর্ম্মের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া রাখেন এবং ঐ সকল লোক যমলোকে যাইলে, তিনি উহাদিগের কর্ম্মাকর্ম্মের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলে পর, ধর্ম্মরাজ যম তাহাদিগের দণ্ডবিধান করেন। ইহাতে যম ও চিত্রগুপ্ত একজন কি প্রকারে হইতে পারে? আর যদিও চিত্রগুপ্ত, ধর্ম্মরাজ যম হন এবং কায়স্থেরা যদি সেই ধর্ম্মরাজের সন্তান হন, তাহাহইলেই ধর্ম্মপুত্র হইলেন। তাহাহইলে এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা ও ঝুড়ি ঝুড়ি অসদৃশ অসংলগ্ন কল্পিত বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন কি?

কুরুবংশাবতংস যুধিষ্ঠির যেরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান, কায়স্থেরাও সেইরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতার ন্যায়। কায়স্থপুরাণকার শুদ্ধ যে যম, সেই চিত্রগুপ্ত বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই; তিনি আরও বলিয়াছেন,—'যে যম, সেই বৈবস্বত মনু'। আমরা এই পুস্তকের প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই বৈবস্বত মনু হইতে সমস্ত মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হইল যে, জাতিমাত্রেই কায়স্থ হইতেছে। তবে চিত্রগুপ্তকে কায়স্থের আদিপুরুষ বলার এই ফল যে, চিত্রগুপ্ত যেরূপ যমের মুহুরি, সেইরূপ কায়স্থেরাও সম্প্রতি সেই চিত্রগুপ্তের সমব্যবসায়ী, অর্থাৎ মসীজীবী হইয়াছেন; এই জন্যই তাঁহারা চিত্রগুপ্তের বংশজ হইতে চাহিতেছেন।

৫ম শ্লোক, বিজ্ঞান তন্ত্রং,—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচনঃ।"—

এই বচনটিতে বিজ্ঞান তন্ত্রের শাসন দিয়াছেন; কিন্তু বিজ্ঞান তন্ত্রে ত এই বচনটী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহাই হউক, এটি 'অভয়াচরণের তন্ত্র' বলিলেই উত্তম হইত। আর এই মহাত্মা যে সহস্র মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক এইরূপ শ্লোকের বলে আন্দুলিয়ার রাজা রাজনারায়ণের পুত্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইতে যান এবং তাহাতে অকৃতার্থংমন্য হন; পরে ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত সমাজচ্যুত হইয়া এক্ষণে কাশীবাস করিতেছেন। এ সকলই সত্য এবং কাহারও অবিদিত নাই।

২য়। অন্ধের চক্ষুর্দানকার স্থানে স্থানে বলিয়াছেন,—"কায়স্থ আর ক্ষত্রিয় ভিন্ন নহে ; কায়স্থে প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় চিহ্ন লক্ষিত হয়।"

উত্তর :——শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে,—

'তেজঃ, বল, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, রণপরাঙ্মুখত্ব ইত্যাদিই ক্ষত্রিয়ের গুণ। পরত্রাণকারী, বেদাধ্যয়ী, বেদাদান-রহিত, প্রতিগ্রহবিমুখ ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয় শব্দ বাচ্য।'

কায়স্থের লক্ষণ, যথা,—

"কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরাত্মকৃন্তনম্।
আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"—

কাকের কা, যমের য (য়) ও স্থপতির স্থ, অর্থাৎ কাক, যম ও স্থপতি এই তিনটি শব্দের আদি অক্ষর লইয়া 'কায়স্থ' শব্দ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেহেতু, ইহাতে কাক হইতে চঞ্চলতা, যম হইতে ক্রূরতা ও স্থপতি হইতে কৃন্তন, এই সকল গুণ গৃহীত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যে উক্ত হইয়াছে,—

"চাটু-তস্কর-দুর্ব্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।"—

অপিচ,—"কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্॥
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্।
শতেষু সজ্জনঃ কোঽপি কায়স্থোনৈব দৃশ্যতে॥"—
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ডে ৮৫ অধ্যায়।

কায়স্থ যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন তাহার দয়া ছিল না, কেবল দন্তহীনতা প্রযুক্ত মাতার মাংস অর্থাৎ নাড়ী ইত্যাদি খাইতে পারে নাই। পৃথিবীতে নরের মধ্যে তাহারাই ধূর্ত্ত এবং কৃপাহীন, তাহাদের হৃদয় ক্ষুরের ধারের ন্যায়, দয়ার লেশ মাত্র নাই। একশত কায়স্থের মধ্যে একজনও সৎ নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কায়স্থ, সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকার, ইহারা তুল্য

গুণান্বিত বলিয়া উল্লেখ আছে। পশ্চিমে, লালাকায়স্থদিগকে ঠ্যাটা দাগাবাজ বলিয়া থাকে।—ইত্যাদি।

অন্ধের চক্ষুর্দানকার যে বলিয়াছেন,—'কায়স্থে ক্ষত্রিয় চিহ্ন লক্ষিত হয়', তাহা সত্য বটে! এই সকল গুণই ঠিক ক্ষত্রিয়ের এবং ক্ষত্রিয়ের চিহ্নই এই সকল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অন্ধের চক্ষুর্দানকার তাঁহার পুস্তকে আর যে কয়েকটি কথা বলিয়া স্বজাতিকে উৎকৃষ্ট জাতি প্রমাণ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ঐ কয়েকটির সংক্ষেপ প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।—

অন্ধের চক্ষুর্দানকার বলেন,—"কায়স্থ যদ্যপি শূদ্রজাতি হইবেক তাহা হইলে সদাচারী ব্রাহ্মণগণ জানিয়া শুনিয়া কি তাহাদিগের যজন যাজন করিলেন এবং শূদ্র যজন যাজন করিলে যে পতিত হইতে হয় তাহা কি তাঁহারা জানিতেন না।"

স্বীকার করি, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্রের যজন যাজন করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের দানাদি গ্রহণ করিতেছেন; তাই বলিয়া কি সমস্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের বাটিতে পৃষ্ঠ (স্পৃষ্ট) ভোজন করিয়াছেন, না সকল সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণই তাহাদিগের যজন যাজন করিয়া থাকেন? যাহা হউক, এই শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণদিগের নিকট ঘৃণিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই আক্ষেপ করিয়া তাঁহার পুস্তকের একস্থানে বলিয়াছেন,—"কোন কোন ব্রাহ্মণেরা অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী বলিয়া কায়স্থের দান গ্রহণ করেন না"। অর্থাৎ যাঁহারা শূদ্রের গুরু অথবা পুরোহিত, তাঁহাদিগের নিকট তাঁহারা উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"কায়স্থের নিকট ব্রাহ্মণের যেমন মান" ইত্যাদি। [ইহার প্রত্যুত্তরে দেখুন।] তিনি তাঁহার পুস্তকের ৶০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—"কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করিয়া থাকেন বলিয়া আজি বঙ্গের ব্রাহ্মণদিগের এত মান ও এত গৌরব। পশ্চিম প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাঁদিগের ন্যায় সিকি মান্যমানও নহেন।"

ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম প্রদেশ হইতেই এদেশে আইসেন, ইহা সকলেরই

বিদিত আছে; তবে অন্ধের চক্ষুর্দানকারের মতে ব্রাহ্মণেরা এদেশে আসিয়াই মাননীয় হইয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের মান্য ছিল না।

ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু, ব্রাহ্মণের মান সর্ব্বত্রই সমান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি কি ব্রাহ্মণ মানেন না? তবে এদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অল্প, কায়স্থই অধিক; তাহাদের পক্ষে একে ব্রাহ্মণ গুরু, আবার তাহাতে চাকর মনিব সুবাদ; এই জন্যই কায়স্থের নিকট ব্রাহ্মণের বেশী মান। ইহারা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খাইবে ও উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিষ্কার করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার পরিচারকের কর্ম্ম করিবে। এই নিয়মই ছিল, তবে এখন যাহাই বলুন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"কায়স্থেরা যেরূপ দানশীল এমত আর কোন জাতিই নহে। অন্যান্য সকল জাতিই ব্যয়কুণ্ঠিত। ইহাদের মত অকাতরে ব্যয় আর কোন জাতিই করিতে পারে না।"

উত্তর:—ধনী হইলেই সকল হিন্দুজাতিই দান করিয়া থাকে। যাহার উপর কমলা কৃপা করেন, সেই দান করিতে পারে। কায়স্থ জাতি অনেকেই দেবালয় স্থাপন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির-মঞ্চ-আদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক রকম সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং বহুব্যয়সাধ্য ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাই বলিয়া কি অন্য জাতি অপেক্ষা উচ্চতর জাতি, হইবে, না আর্য্য দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় হইবে? কংসবণিক্, সদ্গোপ, তন্তুবায়, এমন কি সুবর্ণবণিক্ জাতিরাও কায়স্থ অপেক্ষা অধিকতর দানশীল। ব্রাহ্মণ, গুরুতে সকল জাতিরই ভক্তি আছে। অন্ধের চক্ষুর্দানকার বলুন দেখি, রাসমণি অপেক্ষা কোন্ কায়স্থ বেশী দানশীল? স্বর্গীয় ৺ গুরুচরণ পরামাণিক ও তাঁহার পুত্র তারকচন্দ্র পরামাণিকের নাম কি প্রাতঃস্মরণীয় নহে? আর কুমার টুলীর বৃন্দাবন সরকারের নাম কি ঐ গ্রন্থকর্ত্তার স্মরণ নাই? রসিকচন্দ্র নিয়োগী বা বাওয়ালির মণ্ডল বাবু অপেক্ষা কি কায়স্থ অধিকতর দাতা বা ক্রিয়াবান্? রায় রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, ৺ মতিলাল শীল, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মাধবপুরের রায়, চট্‌কাবেড়ের চৌধুরী, দক্ষিণেশ্বর নিবাসী নবীনচন্দ্র নিয়োগী, গুড়বাড়ির চৌধুরীরা, শিবনিবাসের সরকার বাবুরা,

রাণাঘাটের পালচৌধূরী, বৈদ্যপুরের নন্দী, শ্রীরামপুরের দে, বালি দেওয়ান গঞ্জের ঘোষ বাবুরা, রামনিধি কুণ্ড, গোলডাঙ্গার রায়, মৌয়াড়ীর কুণ্ড বাবুগণ অপেক্ষা কোন্ কায়স্থ অধিকতর দাতা? কায়স্থজাতি আজকাল যেরূপ ক্রিয়াবান্ এবং ইহাদের যেরূপ ব্রাহ্মণ-ভক্তি, আমাদিগের নিকট তাহার বিশেষ পরিচয় আছে। কোন্নগর গ্রামে ব্রাহ্মণ পাড়ার নাম মাম্‌দো পাড়া হইয়াছে আর কায়স্থ পাড়ার নাম মণিপাড়া হইয়াছে! ইহাঁরা যেরূপ ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান, তাহাও সকলে অবগত আছেন। ইহাঁদিগের কোন কার্য্যোপ-লক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে, উত্তমোত্তম দ্রব্যসকল ভদ্রলোক অর্থাৎ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির নিমিত্ত এবং খারাপ দ্রব্য ব্রাহ্মণ ও বাজে লোকদের জন্য আহৃত হয়।

অন্ধের চক্ষুর্দানকার একস্থানে লিখিয়াছেন,—"কায়স্থ ব্রাহ্মণ যে গ্রামে বাস না করে, সে গ্রামটী গণ্ডগ্রাম হইতে পারে না।"

উত্তর:—এটীও বাতুল-বাক্য। গ্রামের পরিচয় দেবসেবা, পূজা, ক্রিয়াকলাপ, নিত্যসেবা, অতিথিসেবা, শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি, ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি। যে সকল গ্রামে এই সকল ব্যাপার নিয়তই হয়, সেই সকলকেই গণ্ডগ্রাম কহে। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ থাকিলেই যে গণ্ডগ্রাম হয়, ইটী কথার কথা। যাহাহউক, অন্ধের চক্ষুর্দানকার উপরি-উক্ত কোন বিষয়েই তাঁহার জাতিকে অন্যান্য শূদ্র জাতি অপেক্ষা উচ্চতর করিতে পারিলেন না।

তিনি একস্থানে "কতকগুলি কায়স্থ গুরু ব্যবসায়ী"—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

উত্তর:—ইটি সমস্ত জাতিতে আছে। আমরা কৈবর্ত্ত জাতীয় গোস্বামী স্বচক্ষে দেখিয়াছি ও তাহাদের অনেক কায়স্থ ও অন্যান্য শূদ্র শিষ্য আছে। শ্রীখণ্ড ও অন্যান্য অনেক স্থানের বৈদ্যেরা গুরু-ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ হইতে কিঞ্চিৎ উন মান্য অর্থাৎ প্রায় তুল্যমূল্য। স্থানে স্থানে সদ্গোপ জাতীয় গুরু ব্যবসায়ীও দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষ পাড়ার বাবুদিগের শিষ্য প্রায় লক্ষ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ

হইবে। ইহাঁরা ঐ ঘোষ বাবুদিগের প্রসাদ পাইয়া থাকেন ও তাঁহাদের পা পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবন ধামে সর্ব্বজাতিতেই মহান্ত আছেন এবং তাহাঁরা দীক্ষা গুরু। তাহা বলিয়া কি ঐ সকল গুরু ব্যবসায়ী জাতিরা ক্ষত্রিয় হইবে?

অন্ধের চক্ষুর্দানকার তাহাঁর কৃত পুস্তকে যে কয়েকটি কায়স্থ গ্রন্থ-কর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, উহা আমাদিগের নিকট অগ্রাহ্য হইল; কারণ, তন্মধ্যে অধিকাংশ নামই দেবতা ও ক্ষত্রিয় জাতির। কায়স্থের নাম যাহা দুই চারিটী আছে, তাহার মধ্যে সকলেই সংস্কৃতানভিজ্ঞ। ৺ কাশীরাম দাস কৃত গৌড়ীয় ভাষায় রচিত মহাভারত আমাদিগের দেশের যে একখানি প্রাচীন পুস্তক, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তক যে সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত কিম্বা উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা নহে; ইহা ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বের ভূমিকায় স্পষ্টা-ক্ষরে লিখিয়াছেন; ইহা যে কথকদিগের নিকট শ্রবণকরিয়া পয়ার-আদি বিবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে, তাহাই বলিয়াছেন।

৺ সার রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম এবং ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত যে উত্তমোত্তম পণ্ডিতদিগের দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। আর আর যত পুস্তক কায়স্থ-দিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও বেতনভোগী পণ্ডিতদিগের সাহা-য্যেই সংগৃহীত কিম্বা অনুবাদিত, কেবল কায়স্থদিগের নাম মাত্র।

৺ রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না; কারণ, বেতনভোগী পণ্ডিতেরা উহার স্থানে স্থানে কল্পিত বচন সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, এই তালিকায় কায়স্থকৌস্তুভকার, কায়স্থসংহিতাকার, কায়স্থহিতার্ণবকার, (Kiaistha Ethnology) কায়স্থ-এথনলজিকারের নাম আছে; কিন্তু সাক্ষাৎ বেদব্যাস তুল্য কায়স্থপুরাণকারের নাম, দত্তবংশমালা প্রণেতার নাম ও তাঁহার নিজের নাম নাই। বোধ হয়, দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এই ত্রুটিটি সংশোধন করিবেন। আমরা এই

গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি যে, ২৪, ২৫ বৎসর হইল, কায়স্থগণ সংস্কৃত কলেজে পড়িতে অনুমতি পাইয়াছেন ; এই অল্প সময়ের মধ্যে কবেই বা কায়স্থগণ এমন সংস্কৃতজ্ঞ হইলেন যে, পণ্ডিতদিগের ন্যায় সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন? সংস্কৃত কলেজের প্রথমাবস্থাতে কি ঐ বিদ্যালয়ে শূদ্রদিগকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে অনুমতি ছিল?

পরিশেষে আমরা অন্ধের চক্ষুর্দানকারের নিকট এই নিবেদন করি যে, তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে উচ্চ করিবার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। আমরা আশা করি যে, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার পুস্তকের নাম "জ্ঞান-চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ" কিম্বা এই মর্ম্মের অন্য কোন নূতন নাম রাখিবেন।

কায়স্থ পুরাণ।

অন্ধের চক্ষুর্দানকার যেরূপ কায়স্থের উৎপত্তির সম্বন্ধে একটিমাত্র সূত্রের উপর নির্ভর করিয়াছেন, অর্থাৎ "আমরা (কায়স্থেরা) ব্রহ্মার কায়া হইতে উদ্ভূত হওয়ায় কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি," এই গ্রন্থকার সেইরূপ শুদ্ধ সেই একটির উপর নির্ভর করেন নাই। ইনি কায়স্থ উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কখন বলিয়াছেন,—ব্রহ্মকায়োদ্ভূত চিত্রগুপ্তের বংশধর এক রকম কায়স্থ ; ইক্ষ্বাকু বংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা এক রকম কায়স্থ ; চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী স্ত্রী দাল্‌ভ্য আশ্রমে লুক্কায়িত থাকিয়া যে ক্ষত্রিয় সন্তান প্রসব করেন, ঐ ক্ষত্রিয়েরা এক রকম কায়স্থ ; আবার যদি কোন দিকে না লাগে, তা হলে রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া সৎশূদ্র কায়স্থ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, গ্রন্থকর্ত্তা বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়াছে। তাঁহার পুস্তকে দুই একটি পণ্ডিতের নাম দেখা যাইতেছে ;

বোধ হয়, উহা তাঁহাদিগের নামমাত্রই। তাঁহাদিগের মত লইয়া এই পুস্তক সঙ্কলিত হইলে, এরূপ অসংলগ্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই পুস্তকে অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত শ্লোকের মধ্যে সমস্তই অন্যের কল্পিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। কোন স্থানে বা অর্থান্তরিত, কোন স্থানে মূলের সহিত রূপান্তরিত হইয়াছে এবং কয়েকটির অস্তিত্বই নাই, অর্থাৎ মূলে একেবারেই নাই। বিশেষতঃ এই গ্রন্থকে শুদ্ধ কায়স্থ পুরাণ কিরূপে বলা যাইবে? এই পুরাণে নাই, এমত বস্তুই পৃথিবীতে নাই। ইস্তক রাঢ় সমাজের লুচির ফলার হইতে সাপ, বেঙ, সমুদায়ই বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে; অতএব ইহার নাম 'কায়স্থ পুরাণ' না হইয়া 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' হইলেই ভাল হইত। কায়স্থ পুরাণকার যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতিকে তাঁহার পুরাণে বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগের কৃত ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়াছেন; কারণ, মহামুনি পরাশর কায়স্থকে অন্ত্যজ জাতি ভুক্ত করিয়াছেন; ও যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গোপ, নাপিত প্রভৃতির ভোজ্যান্ন দ্বিজাতিরা গ্রহণ করিতে পারেন, এইরূপ বিধি দিয়াছেন, কিন্তু, কায়স্থের অন্নের কথার উল্লেখ করেন নাই, অর্থাৎ কায়স্থের অন্ন দ্বিজাতিরা গ্রহণ করিতে পারেন, একথা তাঁহার সংহিতার কোথাও বলেন নাই; এই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার নিকট বৌদ্ধ অর্থাৎ বিধর্ম্মী। আর মনুই বা কিরূপে তাঁহার নিকট আদরণীয় হইবেন? কারণ, তিনি কায়স্থের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। যদিও এই পুরাণকার মনুর কথা কিছুই লেখেন নাই, কিন্তু, বোধ হয়, মনু তাঁহার বিবেচনায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন; কারণ, কায়স্থগণ যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইবেন, তাহাতে তাহারও উপায় নাই। মনু ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, কিরাত, করণ, খসকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন; একারণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িবেন, তাহারও উপায় নাই! যদি তাহাই হন, তাহা হইলে ঐ সকল যবনও ক্ষত্রিয় হইবে; এই হেতু মনুই বা কিরূপে কায়স্থ-পুরাণকারের নিকট অধিক প্রশংসা-ভাজন হইতে পারেন?

কায়স্থ পুরাণ, ২য় ভাগ, ১৬২ পৃষ্ঠা, কায়স্থ সম্বন্ধীয় অগ্নিপুরাণোক্ত

বচন।—এই বচনটি লইয়া কায়স্থপুরাণকার বিস্তর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সম্ভূতঃ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ।
হিমনামা সুতস্তস্য প্রদীপস্তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ বভূব লিপিকারকঃ॥"—

এই বচন অনুসারে কায়স্থ শূদ্রের প্রপৌত্র হইতেছেন; সুতরাং কায়স্থ জাতি শূদ্রজাতির বংশধর হইতেছেন। এই বচনটি শব্দ কল্প-দ্রুমে লেখা আছে। তাহাতে "চাগ্নিপুরাণোক্ত-জাতিমালায়াং" বলিয়া শাসন দেওয়া আছে, অর্থাৎ এই বচনটি অগ্নিপুরাণের জাতিমালায় আছে। কিন্তু কায়স্থ পুরাণকার এই বচনটি অগ্নিপুরাণের কোন্ স্থানে পাইয়াছেন, তাহা কিছুই বলেন নাই। যাহা হউক, কায়স্থ-সন্দোপসংহিতাকার, জাতিমিত্রকার ও কায়স্থদীপিকাকার, সকলেই ঐ বচনটি স্ব স্ব পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ বচনটি অগ্নিপুরাণে প্রকৃত প্রস্তাবে আছে কি না, ইহা লক্ষ্য করেন নাই এবং কেহই মুলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখেন নাই। আমরা Augnipooran. Published by the Asiatic Society of Bengal. Edited by Rajendra Lala Mittra L. L. D., C. I. E. Completed in Vols. I. II. III. শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংগৃহীত সংস্কৃত অগ্নি-পুরাণের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এই বচনটি প্রাপ্ত হই নাই এবং তাহাতে জাতিমালা বলিয়া কোন উল্লেখই নাই। এই বচনটি যে অমূলক, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্যের ন্যায়, বোধ হয়, কোন বেতনভোগী পণ্ডিত এই বচনটি রচনা করিয়া অগ্নি-পুরাণের নাম দিয়াছেন। এই পুরাণের বচনানুসারে কায়স্থেরা শূদ্র-জাতি হইতেছেন। পূর্ব্বে যে এই বচনটি তাঁহাদিগের নিকট আদরণীয় হইয়াছিল, তাহার কারণ,—ইহাতে ঘোষ, বসু, মিত্র, বাহাত্তুরে কায়স্থ-দিগের আদি পুরুষের নাম সন্নিবেশিত আছে। ফলতঃ তখন তাঁহারা আপনাদিগকে শূদ্র জানিয়া আর উচ্চ হইবার আশা করেন নাই; সুতরাং এই বচনটি যে তখন তাঁহাদের কাছে আদরণীয় হইবে, তাহা

আর কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এক্ষণে তাঁহাদের ক্ষত্রিয় হইবার আশা বলবতী। এই জন্যই এই বচনটি অধুনা তাঁহাদের নিকট অনাদরণীয় হইতেছে। তজ্জন্য কায়স্থপুরাণকার এই বচনটি খণ্ডন করণার্থ শূদ্র শব্দের অর্থান্তর করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। পূর্ব্বে কায়স্থগণ সংস্কৃতভাষাপরিচয়শূন্যতাপ্রযুক্ত তাহাঁদের জাতি সম্বন্ধে কোন একটি সংস্কৃত বচন প্রাপ্ত হইলে, শাস্ত্রোক্ত বচন মনে করিতেন; সেই জন্যই, বোধ হয়, রাধাকান্ত দেব কৃত শব্দকল্পদ্রুমে এই বচনটি উল্লেখ আছে এবং তদ্দৃষ্টে কায়স্থপুরাণকার নিজ পুরাণে লিখিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে বিষয় মূলে নই, সেই বিষয় লইয়া তর্ক করা আমাদের বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া, বোধ হয় না।

কায়স্থপুরাণকার স্বতপাঃ ও স্বযোগ্য উপাখ্যান লইয়া এক প্রকাণ্ড সংস্কৃত বচন লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ বচন আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলাম। সেই বচনটি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাণের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না। আর প্রধান ব্যবস্থাপক যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মুনিগণের কথা ত তিনি গ্রাহ্যই করেন না। আর প্রধান স্মৃতিকর্ত্তা মনুও কায়স্থ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তবে দুই একটি অর্ব্বাচীন কিম্বা আধুনিক গ্রন্থকর্ত্তা যদি লেখেন, তবে তাহা আমাদের নিকট অগ্রাহ্য।

১ম। কায়স্থপুরাণকার বলেন, কায়স্থ জাতির মধ্যে অদ্যাপি ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহপদ্ধতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কায়স্থ পুরাণ, ২য় ভাগ, ৪৫ পৃষ্ঠা,—"বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণের বিবাহ অদ্যাপিও এই রূপে হইতেছে। শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশজ কন্যার সহিত নিকৃষ্ট-বংশজাত বরের বিবাহ সম্বন্ধ হইলে কন্যা বরভবনে আনীত হইয়া থাকে, কন্যাকর্ত্তা বরভবনে উপস্থিত হইয়া কন্যাদান করিয়া থাকেন। রাক্ষস বিবাহে কন্যা হরণ সময়ে কন্যা অথবা তাহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের এরূপ চীৎকার করা আবশ্যক যে ক্রোশৈক দূর হইতে ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেই আত্মীয়েরা অগ্রসর হইয়া কন্যাকে রক্ষা করিবে। কায়স্থগণের

মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ঐ বিবাহস্থলে কন্যা ও তাহার আত্মীয়েরা, বিশেষ কন্যার মাতা ভয়ানক চীৎকার স্বরে রোদন করিয়া থাকেন। বংশ বিবেচনায় কন্যা উঠাইয়া আনিবার নিয়ম কুলীন ও মৌলিক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ-বংশজ বরের সহিত কনিষ্ঠ বংশজাত কন্যার সম্বন্ধ হইলে, প্রাজাপত্য বিবাহের বিধানানুসারে কন্যাকর্ত্তা বরকে আপন আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক বিবিধ সম্মানসহ কন্যাদান করিয়া থাকেন।"

উত্তর:—ইহার নাম রাক্ষস বিবাহ? বোধ হয়, কায়স্থপুরাণকার ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহ কাহাকে বলে, তাহা কখন শুনেন নাই। ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্য্য ও প্রাজাপত্য, এই চারিপ্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে প্রশস্ত। স্বেচ্ছানুসারে কন্যার পিতাকে অর্থ দিয়া অথবা কন্যাকে যথাসম্ভব ধন দিয়া যে কন্যাগ্রহণ করা, তাহার নাম আসুর বিবাহ; বর ও কন্যার মনের মিলন হইয়া যে বিবাহ হয়, তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এই বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস বিবাহই অবশ্য প্রশস্ত, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু এই বিবাহটী কিরূপে সম্পাদিত হয়?

"হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধি রুচ্যতে॥"

বলপূর্ব্বক প্রাচীর ভেদ করিয়া কন্যার বাটীতে গমন পূর্ব্বক তাহার পক্ষীয়দিগকে যুদ্ধে হত ও আহত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমানা কন্যাকে হরণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করার নাম রাক্ষস বিবাহ। যাহাহউক, কায়স্থপুরাণকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রায় এই বিবাহের সহিত সমস্ত ঐক্য। বঙ্গজ কায়স্থগণ যেরূপ যুদ্ধপারদর্শী, এবিবাহ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। তবে আর কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহে কিরূপে? এই বিবাহেইত সমস্ত ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। হায়! যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারাই এইটি বিশ্বাস করিবে। আর তিনি তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে কায়স্থদিগের Army-discipline, Left-wing, Right-wing প্রভৃতি লিখিয়াছেন এবং অমরকোষের

ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত ক্ষত্রিয়চিহ্ন ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত খালি করিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু একটি বিশেষ লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়াছেন; বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে অদ্যাপি বিলক্ষণ ক্ষত্রিয়চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। রাজপথে দণ্ডায়মান হইলেই ইহাদিগের দুইটি বিশেষ ক্ষত্রিয়চিহ্ন লক্ষিত হয়,—অর্থাৎ মস্তকে মুকুট (কাপড়ের মোট), হস্তে রাজদণ্ড (কাপড়মাপা গজ), প্রভৃতি দেখাযায়। কায়স্থপুরাণকার এসমস্ত ক্ষত্রিয়চিহ্ন থাকিতে শুদ্ধ একটি বিবাহের কথা লিখিয়াছেন। ইহার নাম রাক্ষস বিবাহ! হায়, অদৃষ্ট! উপরি-উক্ত ঋষিবচনের কোথায় যুদ্ধ, কোথায় কাটাকাটি, কোথায় বা কন্যার মাতার রোদন!

আমাদিগের দেশে এইরূপ বিবাহ যাহার পর নাই ঘৃণিত বলিয়া গণ্য। এদেশের লোক এইরূপ বিবাহকে 'কনে বয়ে আনা বিবাহ' কহে। ইহা আবার ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহ কোথায়? আমাদিগেরত এই কথা শুনা আছে,—"কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলী বাঁদে"। কুলীন কন্যা, অপেক্ষাকৃত অকুলীন পাত্রে অর্থ গ্রহণ করিয়া সম্প্রদানে কন্যার কর্ত্তৃপক্ষীয় পুরুষগণ শুনিলে সম্মত হইবেন না, বরং ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, এই ভয়ে কন্যার মাতা, মাতৃস্বসা বা পিতৃস্বসা, ইহাঁরা অজ্ঞাতসারে স্বদেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন। এইরূপ কোন প্রকার বিবাহ, বোধ হয়, পূর্ব্বাঞ্চলে চলিত আছে; আর ইহাকেই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহ বলিয়াছেন।

কায়স্থদিগের বিবাহ কখনই ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহ নহে; কারণ কায়স্থদিগের যেরূপ পুত্রগত কুল, ক্ষত্রিয়দিগের সেরূপ নহে; ক্ষত্রিয়দিগের কন্যাগত কুল। ক্ষত্রিয়েরা কখনই অকুলীনে অর্থাৎ মৌলিকে কন্যার বিবাহ দেয় না; এই প্রথাটি রাজা রামচন্দ্রের সময় হইতে যুধিষ্ঠিরের সময় ব্যাপিয়া এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যদি কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহাহইলে কখনই এ নিয়মটি ভঙ্গ করিতেন না। অদ্যাপি পঞ্জাব ও রাজপুতানায় রাণাবংশীয়দিগের ভিতর বিস্তর সদ্যোজাতা কন্যা হত্যা হইয়া থাকে। কারণ, রাণারা কুলীন ও তাহাদের মধ্যে কৌলীন্যাভিমান এত প্রবল যে, দরিদ্র রাণাদিগের

কন্যা সন্তান হইলে, পাছে অকুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে হয় ও তজ্জন্য কুলভঙ্গ হয়, এই বোধে ভূমিষ্ঠ হইতে হইতেই কন্যাকে শমন-সদনে প্রেরণ করে। কায়স্থদিগের বিবাহপ্রথা ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা অর্থ গ্রহণ করিয়া কুলীন ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি-দিগের কন্যা অকুলীন পাত্রে অর্থাৎ শুঁই, গুঁই, রাণা, চাকী, নন্দী, ভৃঙ্গা প্রভৃতি বাহাত্তুরে কায়স্থ পাত্রে সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এই নিয়ম পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে এদেশে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু অন্যদেশে কিরূপ চলিতেছে, আমরা অবগত নাহ।

শাস্ত্রে কন্যা বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং যাহারা ঐ কার্য্য করে, তাহা-দের প্রতি অত্যন্ত শাসন আছে —

"স্বকন্যাং পালনং কৃত্বা বিক্রীণাতি হি যো নরঃ।
অর্থলোভান্মহামূঢ়ো মাংসকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ॥
কন্যালোমপ্রমাণাব্দং তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
তঞ্চ দণ্ডপ্রহারঞ্চ করোতি যমকিঙ্করঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ৩০ অধ্যায়।

অর্থাৎ "যে মানব স্বীয় কন্যা পালন করিয়া, অর্থলোভে বিক্রয় করে, সেই মহামূঢ় ব্যক্তি মাংসকুণ্ড নামক নরকে গমন করিয়া থাকে এবং কন্যার লোমপরিমিত বর্ষ সেই নরক ভোগ করে। সেই নরকে যমকিঙ্করগণের বিষম দণ্ড তাড়ন তাহাকে সহ্য করিতে হয়, সন্দেহ নাই।" এবং

পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগ-সারে ১৯ শ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে,—যে মূঢ় মোহক্রমেও কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষহ্রদ সংজ্ঞক ঘোরতর নরকে দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকে।— ১৪৭ শ্লোক।

বিক্রীতা কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত চণ্ডাল সদৃশ। শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিগণ কন্যা বিক্রয়ীর মুখ দর্শন করি-বেন না। যদিও ভ্রমক্রমে দর্শন করেন, তাহা হইলে ভাস্কর দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবেন।— ১৪৯ শ্লোক।

২য়। কায়স্থপুরাণ, ১ম ভাগ, ৫৯ পৃষ্ঠা।—"চিত্রগুপ্ত সর্ব্বজাতির নমস্য। ব্রাহ্মণগণ চিত্রগুপ্তের অর্চ্চনা ও তদুদ্দেশে আহুতি প্রদান করেন। অদ্যাবধি কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি বর্ণসংকর, সর্ব্বজাতিই আপন আপন পিতৃলোকের উদ্ধরণ কামনায় চিত্রগুপ্তের তর্পণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মস্বরূপ। এই জন্য তাঁহার (চিত্রগুপ্তের) বংশজাত কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বর্ণের নমস্য এবং অর্চ্চনীয় হইতেছেন।"

উত্তর :—

"(নমোঃ) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"—

যম তর্পণম্।

শশিভূষণ বাবু এই সর্ব্ববাদী সম্মত বচনটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বচনটি হিন্দুমাত্রেই জানেন যে, পিতৃতর্পণকালে যমের এই চতুর্দ্দশ নাম উচ্চারণ করিতে হয়। আর চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের একটি নাম মাত্র, অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত আর যম ভিন্ন নহে, অর্থাৎ যে যম সেই চিত্রগুপ্ত। কায়স্থ জাতি চিত্রগুপ্তের সন্তান হইলে, যমের সন্তান হইতেছেন আর যম বা চিত্রগুপ্ত সকল বর্ণের নমস্য হইতেছেন। কায়স্থজাতিও সেই জন্য সকল বর্ণের নমস্য হইতেছেন। যাহা হউক, এই সিদ্ধান্তটি বড় মন্দ নহে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গোয়ালা জাতিও সর্ব্ব বর্ণের নমস্য হইতেছেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে গোপ গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ও গোপান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা বৃকভানু গোপের কন্যা। দেবর্ষি নারদ শাপভ্রষ্টে মর্ত্ত্যে গোপগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বেদমাতা গায়ত্রী গোপকন্যা। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকা, গায়ত্রী ও নারদ ঋষি যে সকল বর্ণের নমস্য, তাহা, বোধ হয়, শশিভূষণ বাবু অস্বীকার করিবেন না। সেই হেতু তাঁহার মতে সমগ্র গোয়ালাজাতি সকল বর্ণের নমস্য

হইতেছে। আর নব বিধ শিল্পকার জাতিও (অর্থাৎ কর্ম্মকার, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, সূত্রধর প্রভৃতি জাতিগণ) সর্ব্ব বর্ণের নমস্য; কারণ, উহারা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার বংশধর। আর বিশ্বকর্ম্মা যে সকল বর্ণের নমস্য, এবিষয় কে না স্বীকার করিবেন?

Fine Logic! অপিচ, চিত্রগুপ্ত সর্ব্ববর্ণের নমস্য বলায় কি ব্রাহ্মণগণের নমস্য হইলেন না? উপরে বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ চিত্রগুপ্তের উদ্দেশে অর্চ্চনা করিবেন, ও আহুতি দিবেন। তবে সমস্ত কায়স্থজাতি যদি চিত্রগুপ্ত বংশই হইলেন, তবে আর ব্রাহ্মণের এত খাতির কি? ব্রাহ্মণ ব্রহ্মস্বরূপ, এই জন্যই কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সমস্ত বর্ণেরই নমস্য। যাহা হউক, কায়স্থপুরাণকারের ন্যায়শাস্ত্রে যে বিশেষ দখল, তাহা ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহাহউক, আমরা এই ন্যায় শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া একটি বচন উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

"দেশে সিংহ-সমা রণে মৃগোপমাঃ স্থানান্তরে জম্বুকাঃ
আহারে বককাকশূকরসমাশ্ছাগোপমা মৈথুনে।
রূপে মর্কটবৎ পিশাচবচনাঃ ক্রূরাঃ খলাদ্দুর্মুখাঃ
বাঙ্গালা যদি মানবা হরি হরি! প্রেতাস্তথা কীদৃশাঃ॥"——

আমরা এই বচনটি সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মস্বরূপ ও বৈদ্য বিপ্রস্বরূপ, এবং অন্যান্য সৎশূদ্র বঙ্গখণ্ডে নাই; সুতরাং, আমরা যদি বলি,—এই বচনটি শুদ্ধ বঙ্গজ কায়স্থগণের প্রতি বর্ত্তে; এইরূপ বলিলে, লোকে আমাদিগকে কি বলিবে!

৩য়। "কায়স্থ সকল বর্ণের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু"। "কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে কালক্রমে বিদ্যানুশীলন করাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক গুরুমহাশয় নামে অভিহিত হইলেন। সমস্ত জাতিই তাহাদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বেদাচারী ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি অন্যান্য জাতি, সকলেই ঐ সকল গুরুমহাশয় অর্থাৎ কায়স্থের শিষ্য হইলেন। তাঁহারা গুরুমহাশয় বিদ্যাদান করুন, এই স্তব পাঠ করিয়া ঐ বিদ্যা-

গুরুকে প্রণাম করিতেন, তাহাতে বর্ণভেদ ছিল না। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে কায়স্থগণ অর্থাৎ বিদ্যাব্যবসায়ী গুরুমহাশয়গণ পূজাপ্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহারা আপন আপন শিষ্যের পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য ছিলেন। কারণ বিদ্যাগুরু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।" "কায়স্থগণ সকলেরই গুরুবংশজ হইতেছেন।" "যাঁহারা হিন্দু নামে অভিহিত ও হিন্দুধর্ম্ম পালন করেন, নিশ্চয়ই বিদ্যাগুরু বংশজ কায়স্থগণ তাঁহাদের মাননীয় ও পূজনীয়।"

কায়স্থপুরাণ, ২য় ভাগ, ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠা।

"অতএব সকলেই যখন কায়স্থের শিষ্য তখন ধর্ম্মানুশাসন অনুসারে সকলেই কায়স্থের শিষ্য, দাস।"

উত্তর:—দীক্ষা গুরু সম্বন্ধে এই পুস্তকে বিশেষরূপে লেখা গেল, আর অধিক কি বলিব!

কায়স্থপুরাণকার লিখিয়াছেন যে, কায়স্থগণ পাঠশালা স্থাপন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জাতিই তাঁহাদের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন; এই জন্যই যাবতীয় কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণের শিক্ষাগুরু বংশ হইতেছেন এবং সকল বর্ণই তাঁহাদের অর্থাৎ কায়স্থদিগের নিকট শিষ্য, দাস হইতেছেন। ইটিও সহজ যুক্তি নহে। যে কোন জাতীয় ব্যক্তি পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহার্থ শিক্ষা দিতে থাকিবেন, (তাহা হইলেই ঐ ব্যক্তি যে জাতি,) সেই জাতীয় সকল ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সর্ব্ব বর্ণের গুরুবংশজ হইবেন এবং সকলবর্ণই ঐ জাতির শিষ্য, দাস। পূর্ব্বে এদেশে আগুরী (উগ্রক্ষত্রী) গুরু মহাশয়ই অধিক প্রচলিত ছিল। আর হাড়ি, মুচি, চণ্ডাল, বাগদী প্রভৃতি সকল জাতিতেই গুরু মহাশয় আছে। তবে কায়স্থপুরাণকারের মতে এই সকল জাতিই সমস্ত বর্ণের গুরুবংশজ এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সমস্ত বর্ণই ঐ সকল (হাড়ি, মুচি ইত্যাদি) জাতির নিকট শিষ্য, দাস হইতেছেন!

৪র্থ। কায়স্থ পুরাণ, ২য় ভাগ, ১১৯ পৃষ্ঠা দেখুন। "কায়স্থের পক অন্ন সর্ব্ব বর্ণের ব্যবহার্য্য ছিল। দুর্ব্বাসা ঋষি ষষ্টি সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে

দ্রৌপদীর ও দুর্য্যোধনের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন।" "বঙ্গ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা অন্ন সামাজিক রূপে আর্য্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জাতির অর্থাৎ ডেঙ্গরা কায়েত, শূদ্র করণ কায়েত, সুবর্ণ বণিক্, গন্ধবণিক্, কৈবর্ত্ত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লিখিত মত সৎশূদ্র উপাধিধারী গোপ ও তৈলিক, তাম্বুলী, মালাকার, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুই প্রভৃতি নবশায়ক বায় সেনি জাতি এবং অন্যান্য সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতির পক্ষে ভোজ্য হইল। সকলেই কায়স্থের পাককরা অন্ন সামাজিক রূপে ভোজন করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণ আপন গুরু বংশজ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না।" "যে সকল জাতিরা কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিক রূপে পুরুষানুক্রমে পবিত্র প্রসাদ বলিয়া ভোজন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন।" "অদ্যাবধি গোপ, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতি কায়স্থের পাককরা অন্নভোজন করিয়াথাকে।"

কায়স্থ পুরাণকার অম্লান বদনে বলিয়া গেলেন,—"সৎশূদ্র নবশায়ক জাতিগণ কায়স্থের পাক করা অন্ন পবিত্র প্রসাদ জ্ঞান করিয়া থাকে।" ইটি সমস্ত মিথ্যা। আমরা যদিচ বঙ্গ খণ্ডে কখন গমন করি নাই, কিন্তু কলিকাতায় বঙ্গজ কায়স্থের অভাব নাই। তাঁহার নিজের জাতিও একথা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকে। বঙ্গ বিভাগে সদাচার নবশায়ক জাতি আছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু যাহা দুই একটি আছে, তাহাদিগের নিকট যাহা শুনা যায়, তাহা পুরাণকারের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা বলে, আমরা কায়স্থের স্পর্শকরা ঘৃতপক্ক লুচি তরকারী প্রভৃতি কখন খাই না; বরং কায়স্থেরা আমাদিগের বাটীতে পাককরা, অনেকে আমাদিগের স্পর্শকরা, তরকারী খায়। যাহা হউক, উপরি-উক্ত সকল বর্ণই কায়স্থের শিষ্য, দাস,—এই কথা কায়স্থ পুরাণকার স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া আবার পূর্ব্বমত ব্রাহ্মণদিগের একটু খাতির রাখিলেন, অর্থাৎ "ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের দাস হইলেও তাঁহারা আবার কেহ কেহ কায়স্থের গুরু, সুতরাং তাঁহারা কোন কোন কায়স্থের

গুরুবংশ হইতেছেন, এই জন্যই সমস্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থের দাস নহে" ; এইটিই বা কিরূপ সিদ্ধান্ত হইল ? যখন কায়স্থ ব্রাহ্মণের দীক্ষা গুরু ; তখন দুই এক জন ব্রাহ্মণ যদি ঐ গুরু ব্যবসায়ী কায়স্থগণের শিষ্য না হন, তাহাহইলে ব্রাহ্মণত আর সর্ব্ব বর্ণের গুরু, বিশেষতঃ, সমস্ত কায়স্থের গুরু, হইতেছেন না যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থের শিষ্য, দাস হইবেন না ? তবে যে কায়স্থপুরাণকার ব্রাহ্মণদিগের একটু খাতির রাখিয়াছেন, সেটি কেবল শিষ্টাচার মাত্র। যাহা হউক, কায়স্থপুরাণের এই বিষয়টি পাঠ করিলে, অনেকের শিক্ষা লাভ হইবে। সকলেই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকে,—'কায়স্থই ব্রাহ্মণের দাস।' ইটি মিথ্যা; ব্রাহ্মণ কি কায়স্থের দাস নহে ?

৫ম। কায়স্থপুরাণকার তাঁহার কৃত পুস্তকের ২য় ভাগে নব শায়ক প্রকরণে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে স্মার্ত্ত মতে ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কায়স্থ সৎশূদ্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে নবশায়ক জাতি সৎশূদ্র হইতেছে বটে, কিন্তু কায়স্থকে সৎশূদ্র বলাতে যেরূপ অর্থ হইতেছে, সৎশূদ্র নবশায়ক সেরূপ নহে। কারণ, কায়স্থ যে স্থলে সৎশূদ্র, সে সৎ অর্থে ব্রহ্ম (যেমত ওঁ তৎসৎ), অর্থাৎ শূদ্রের ব্রহ্মস্বরূপ।

কায়স্থপুরাণ, ২য় ভাগ, ১০৮ পৃষ্ঠা। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই শূদ্রের ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই যে সৎশূদ্র তাহা গৌতম প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। যদ্যপি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে—

'সৎশূদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ'—

এরূপ উক্তি না থাকিত, তাহাহইলে সৎশূদ্র নবশায়ক জাতিগণ, কায়স্থদিগের ন্যায় শূদ্রের ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে পারিতেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির ন্যায় হইতে পারিতেন। কীর্ত্তিত অর্থে প্রশংসিত, কথিত ; অর্থাৎ এই রূপ প্রশংসাবাদ মাত্র, প্রকৃতার্থে নহে"।

উত্তর:—যাহাই হউক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কায়স্থপুরাণকার সাক্ষাৎ সরস্বতী বলিলেই হয়। কি চমৎকার শব্দার্থ বোধ! পরিকীর্ত্তিত শব্দের যাহা অর্থ করিয়াছেন, এরূপ অর্থ কোন পণ্ডিতে

করিতে পারিতেন না। পরিকীর্ত্তিত শব্দে, সম্যগ্রূপে, সর্ব্বতোভাবে, বিশেষরূপে কীর্ত্তিত, অর্থাৎ ঋষিগণ উত্তমরূপে অবগত হইয়াই নবশায়কদিগকে 'সৎশূদ্র' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই ত পরিকীর্ত্তিত শব্দের প্রকৃতার্থ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ১ম অধ্যায়, ব্রহ্মখণ্ডে,—

"ততো গণেশখণ্ডে চ তজ্জন্ম পরিকীর্ত্তিতং।"

,, ৪র্থ অধ্যায়, ... "বায়োঃ পত্নী সা চ দেবী বায়বী পরিকীর্ত্তিতা।"

,, ১০ম অধ্যায়, ... "বভূব পতিতো দস্যু র্লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

,, ১০ম অধ্যায়, ... "অত উর্দ্ধং জ্ঞাতয়শ্চ স্বগোত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

কায়স্থপুরাণের মতে যদি পরিকীর্ত্তিত শব্দে প্রশংসাবাদ মাত্র হয়, তবে ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উপরি-উক্ত স্থানগুলিতে কি ঐ অর্থ হইবে? অর্থাৎ বাস্তবিক নহে, প্রশংসাবাদ মাত্র?

যাহাহউক, কায়স্থপুরাণকার তাঁহার কৃত পুস্তকের স্থানে স্থানে (অর্থাৎ যে যে স্থলে রঘুনন্দনের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হয় নাই) "রঘুনন্দনের ডিক্রী" এইরূপ বাক্যদ্বারা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছেন; এক্ষণে আবার তাঁহারই দোহাই দিয়া সৎশূদ্র হইতে চাহেন; তাঁহার কি একটু লজ্জা করে না? যে ব্যক্তিকে এত অবজ্ঞা করিলেন, আবার তাঁহার পদানত হইলেন? যাহা হউক, রঘুনন্দন ঘোষ, বসু প্রভৃতিকে সৎশূদ্র বলিয়াছেন, এই জন্যই কায়স্থ, শূদ্রের ব্রহ্মস্বরূপ হইলেন। আর বেদব্যাস ও মহামুনি পরাশর নবশায়ক জাতিকে সৎশূদ্র বলিয়া যতই লিখুন না কেন, সে কথা কে মানে? বেদব্যাস, পরাশর ত আর রঘুনন্দনের তুল্য হইতে পারেন না। এক স্মার্ত্তবাগীশ ঘোষ, বসু প্রভৃতিকে সৎশূদ্র বলিয়াছেন, আর কে পায়? আর ত কোন শাস্ত্রকার কায়স্থকে সৎশূদ্র বলেন নাই!

"সৎশূদ্রানাং কায়স্থানাং।"—ইতি ধরণী।

ভাল, যদি রঘুনন্দনের মতে কায়স্থ সৎশূদ্র হইল, তবে আবার চিত্রগুপ্তের সন্তান ব্রহ্ম কায়স্থ, কায়স্থ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বাগ্যুদ্ধে ফল কি?

৬ষ্ঠ। কায়স্থ পুরাণকার বলেন,—"কোলাঞ্চ দেশ হইতে যে ভৃত্য

পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যবহারে আইসে, উহারা ব্রাহ্মণের সমতুল্য বিদায় পাইয়াছিল।”

উত্তর:—এটি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি উক্ত ভৃত্যগণ ক্ষত্রিয় সন্তান হইতেন, তাহাহইলে কিরূপে রাজদত্ত দান লইলেন? ক্ষত্রিয় কুত্রাপি প্রতিগ্রহ করিবেন না, এরূপ সকল শাস্ত্রেই বিশেষ রূপে শাসন আছে। কায়স্থ পুরাণকার যে অদূরদর্শী, এইটিই তাহার বিশেষ প্রমাণ। যাহা হউক, এই ভৃত্যেরা জাতিতে শূদ্র এবং তাহারা বিদায় অর্থাৎ সম্ভব মত মেহনৎ আনা পাইয়াছিল।

“শূদ্রঃ শুশ্রূষয়ার্জ্জিতঃ।”—ইতি শব্দকল্পদ্রুম।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের পথিমধ্যে শুশ্রূষা করিয়া যে আনিয়াছে, সে তাহার বিদায় পাইয়াছিল।

ব্রাহ্মণগণ আদিশূর রাজার যজ্ঞে ঋত্বিক্, হোতা, সদস্য প্রভৃতি হইয়া যজ্ঞ কাণ্ড সমাধা করেন; কায়স্থ কি কার্য্য করিয়াছিল যে, তাহারাও ব্রাহ্মণগণের মত সমতুল্য বিদায় পাইবে? ব্রাহ্মণের গাঁই আছে, কায়স্থর তাহা নাই। কায়স্থ যদ্যপি ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য বিদায় পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় গ্রাম দক্ষিণাও পাইত।

৭ম। কায়স্থ পুরাণকার বলেন,—“আদিশূর রাজা স্বয়ং এই পঞ্চজন কায়স্থের পদ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আপনাদের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল এবং রাজ্য পবিত্র হইল।”

উত্তর:—একথা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত চিরকালই ভৃত্য (চাকর) আসিয়া থাকে। এই পঞ্চজন কায়স্থ যখন ব্রাহ্মণদিগের সহিত ভৃত্যভাবে আসিয়াছিল, তখন মহারাজ আদিশূর যে তাহাদিগের পদ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অন্যায় কথা; তবে আগত ব্রাহ্মণদিগের পদ ধৌত করিয়া দিতে পারেন এবং আমার জন্ম সার্থক ও রাজ্য পবিত্র হইল, এরূপ বলিতেও পারেন। আমাদের এদেশে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভৃত্য আসিলে, কেহ সেই ভৃত্যের

পদ ধৌত করিয়া দেন না। তবে বঙ্গ খণ্ডের কথা আমরা বলিতে পারি না। বোধ হয়, বঙ্গখণ্ডে এই প্রকার প্রথা প্রচলিত থাকিবে; কারণ, বঙ্গখণ্ডবাসীদের অত্যন্ত ব্রাহ্মণভক্তি; ব্রাহ্মণের সহিত ভৃত্য স্বরূপে যে কোন জাতি আসুক না কেন; তাঁহারা নির্ব্বিকার চিত্তে সেই ব্রাহ্মণ ভৃত্যের পদ ধৌত করিয়া থাকেন।

৮ম। কায়স্থ পুরাণ, প্রথম ভাগ, ১২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। কনৌজ হইতে আগত পঞ্চ কায়স্থের বংশনির্ণয়, অর্থাৎ ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত উপাধিধারী যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিল, তাহাদিগের বংশ যাহা তিনি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,— "মহাভারতে যে কুরুবংশে উপরিচর নামা এক রাজা ছিলেন, তাঁহার অপর নাম বসু। এবং যে বসু ব্রহ্মণের ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিল, সেই বসু ঐ পুরুবংশীয় বসু রাজার বংশধর"। মিত্র উপাধিধারী কায়স্থ ভৃত্যকে বিশ্বামিত্রের বংশধর বলিয়াছেন। গুহ, ঘোষ এবং দত্ত উপাধিধারী ভৃত্যেরা যে কোন্ রাজার বংশ, তাহা তিনি বিশেষ করিয়া বলিতে পারেন নাই। গুহ সম্বন্ধে দশরথ গুহ, রামগুহ, ভরতগুহ, লক্ষ্মণগুহ, শত্রুঘ্নগুহ, লবগুহ, কুশগুহ, এইরূপ গুহ লইয়া বিস্তর গোলযোগ করিয়াছেন। অবশেষে ইংরাজী গ্রন্থেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়া মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন যে,—

"উদয়পুরের রাজবংশ, অর্থাৎ যে বংশ পূর্ব্বে চিতোরের রাজবংশ ছিল, ঐ বংশ ৫২৪ অব্দে বল্লভীপুর হইতে তাড়িত হয়। ঐ বংশের পূর্ব্ব পুরুষ গুহনামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ঐ বংশীয় নবম রাজা বপ্পঃ। তিনি ইদরের সিংহাসনে অধিকার করেন।"

আমরাও টড'স রাজস্থান হইতে এইরূপ পড়িয়াছি এবং এই গুহের (Cave) গুহাতে জন্মহেতু গুহ নাম হইয়াছে।

"When Edur was governed by a chief of the savage race of Bhills—The young Goha frequented the forests in company with the Bhils, whose *habits better assimilated with* his daring nature than those of the Bramins. He become a

favorite with the Vanapootra or children of the forest, who resigned to him Edur with its woods and maintains. The Bhils having determined inspout to elect a king. The choice fell on Goha and one of the young savages cutting his finger applied the blood as the Ticka of Sovereignty to his forehead."— Tod's Rajasthan, Vol. I., page 169.

এইরূপ গুহর কথা টড্ সাহেবের রাজস্থানে পাওয়া যায়। পর্ব্বতের গহ্বরে জন্ম হেতু গুহনাম হয়। রামগুহ, লক্ষ্মণগুহ, ভরতগুহ কি পর্ব্বতের গুহায় জন্মিয়াছেন? যাহা হউক, শশিভূষণ বাবুর জাতি নিষ্ঠা এত প্রবল যে, যে কোন রকমে তাঁহার জাতিকে রাজকীয় জাতি করিতে পারিলেই হইল। যে Gakkhars, গুকর্যদিগকে savage ও bare-footed বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, (কায়স্থ পু. ২য় ভাগ, পৃ. ৩৩১) তাহারাও এই গ্রন্থকর্ত্তার মতে রাজকীয় জাতি। (Gakkhars claim their descent from the Kainian Kings of Iran, conquerred Kashmere—the Gakkhars their reigned for 16 generations.—)

যাহা হউক, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক "জাত নাই তার কুলের আশা।" নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে, বৃক্ষহীন দেশে যেরূপ ভেরেণ্ডাগাছ গাছ হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রীয়হীন দেশে কায়স্থ ক্ষত্রিয়।

যাহাহউক, তিনি এইরূপ সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা হইয়া গুহের বংশ নির্ণয় করিতে পারিলেন না! ভাল, মহাভারতে যেন গুহের কথা লেখা নাই, রামায়ণেওত ছিল? রামায়ণ খানি দেখিলেই ত পাইতেন। একটা প্রসিদ্ধ রাজবংশ পাইলেইত তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইত? নিষাদ রাজ গুহের কথা কি তিনি একবারে বিস্মৃত হইলেন? যাঁহাকে বড়লোক মনে করিয়া রাজা দশরথ মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন, গুহ সেই নিষাদ রাজ গুহের বংশ বলিলেইত চলিত? আর শশিভূষণ বাবু তো এরূপ তর্ক করিতে পারিতেন, গুহ নিষাদ জাতি নহে। তাহাহইলে কি রঘুকুল-মুকুটমণি রামচন্দ্র তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিতেন? গুহ কায়স্থ জাতীয়; নিষাদ বা চণ্ডাল বলাটা বাল্মীকের ভুল!

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ থাকিতে যে, ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইল, এবড় দুঃখের বিষয়! যে বৎসর বরদা রাজ্যের বৈষম্য উপস্থিত হইল, এদেশে বাঙ্গালা ইংরাজী সংবাদ পত্রে ঐ বিষয় লইয়া মহান্ আন্দোলন হইতে থাকে, সেই সময় কোন কোন সংবাদ পত্রে 'বরদার গৌকাওয়ার' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বরদার গুহকুমার' দেখা গিয়াছিল। বোধ হয়, ঐ সকল লেখা কায়স্থ বান্ধবদিগের হইবে? বড় লোক যে স্থানেই থাকুন এবং যে জাতিই হউন্, কায়স্থেরা তাঁহাকে আপন শ্রেণীভুক্ত করিতে যেরূপ পটু, এরূপ অন্য কেহই নহে। আর অবশিষ্ট যে দুইটি ঘোষ ও দত্ত উপাধিধারী, ইহাঁরা যে কোন্ রাজবংশাবতংস, তিনি তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে পারেন নাই। 'দত্ত' শব্দ কি মহাভারতে নাই? কেন,—নরক রাজার সন্তান ত ভগদত্ত রহিয়াছে? (দ্রোণপর্ব্ব দেখুন।) আর শিশুপালের পিতা দমঘোষ? দুটি মাত্র বংশ নির্ণয় করিলেন; আর অবশিষ্ট গুলি বিশেষ করিয়া বলিতে পারিলেন না; বড় দুঃখের বিষয়!

যাহা হউক, এসকল বিষয়ে আমরা আর কি বলিব? তাঁহাদিগের কায়স্থ কারিকা, প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। "প্রাগুক্ত পরিচয় স্থলে পদবীর উল্লেখ নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক।" তাঁহাদিগের বান্ধবেরা তাঁহার মতের contradict করিতেছেন, তখন আমরা আর কি নূতন মত দিব?

৯ম। কায়স্থ পুরাণ, ২য় ভাগ, ৬৯ পৃষ্ঠায় আছে।—"ব্রহ্ম কায়স্থ স্বভাবসিদ্ধরূপে ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হন। সুতরাং তাঁহারা বেদ বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপসনায় নিরত হইয়াছিলেন। এতদ্বশতঃ তাঁহারা উন্নত ব্রাহ্ম অর্থাৎ কায়স্থ শব্দে অভিহিত হইয়া সাধারণতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। সমাজেও অগ্রে তাঁহাদের প্রশংসাবাদ হইত। তদনুসারেই অগ্রে কায়স্থ, তৎপরে ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইবার নিয়ম প্রচলিত হয়। অদ্যাপিও ঐ প্রথা প্রচলিত আছে; যথা,—কায়স্থ ব্রাহ্মণ।"

উত্তর:—কায়স্থ পুরাণকারের চমৎকার ব্যুৎপত্তি বটে! অগ্রে

কায়স্থ ও পরে ব্রাহ্মণ লিখিলেই কায়স্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ ত হইল; এটি একটি কথার কথা। যথা,—চাকর মনিব। একথায় মনিব অপেক্ষা চাকর বড় হয়? সেইরূপ ছাই ভস্ম, গু গোবর, হাড়িশুঁড়ি, মুচি মুর্দ্দফরাস্ কথাগুলিও চলিত আছে। পশ্চিমে এখনও বলে,—ফিরাঙ্গি গোরা; ফিরিঙ্গি কি গোরার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর? 'ফিরাঙ্গি কা রাজ'; বাস্তবিক কি ট্যাস ফিরিঙ্গির রাজ্য?

গোলাম বড়!

আমাদিগের দেশে তাসখেলার কে এই প্রথাটি প্রথম স্থাপন করিল আর ইহার নিগূঢ় মর্ম্মই বা কি? অদ্যাপি আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। টেক্কা, সাহেব, বিবী, দহলা থাকিতে গোলাম কি কারণ বড় হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অথচ অনেক দিন অবধি এ খেলাটি চলিয়া আসিতেছে। যদি বর্ণভেদের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলেও বা একরকম মেলে। টেক্কা ব্রাহ্মণ; সাহেব রাজা বা ক্ষত্রিয়; বিবী বৈশ্যা এবং রজঃ ও তম গুণে নির্ম্মিত বলিয়া কখন শূদ্রাণী কখন বা রাজ্ঞী; গোলাম শূদ্র; দহলা সৎশূদ্র; ইত্যাদি। এরূপ জাতি কল্পনা করিলেও একরূপ চলে। ব্রাহ্মণ ইস্কাপণের টেক্কা হইলেও সর্ব্ববর্ণের গুরু, সকল সমাজের কর্ত্তা, পাদরি বা Pope; টেক্কা সকল অবস্থাতেই একাদশ। সাহেব সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ বলিয়া কটিদেশে মাল্‌কোঁচা মারুন না কেন? জাত লইয়াই মরিলেন! চৌকার ভিতর কাহার সাধ্য প্রবেশ করে! ডাল রুটি খাইতেছেন আর দেউড়িতে বসিয়া সীতারাম! সীতারাম! রাধারাণী কি জয়! করিতেছেন; মূরদ্ তিন কড়ামাত্র! ইনি বলেন,—'আমরা কখন গোলামী করি না'। কিন্তু সকলেই জানে, ইহাঁরা এখন দেউড়ির গোলাম! বিবী সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন। তিনিও গোলামের বেহদ্দ; কখন রাণী, কখন

চাকরাণী * ! আমরা, সহরে যাহারা ধান গাছ চেনে না, তাহাদের কথা বলিতে চাহি না। ইহাঁরা বড় ভীরু; কখন গাছকোমর বেঁধে গরু বাছুরেরই কার্য্য করিতেছেন। ধানবাড়ী কুসীদ চক্র গ্রহণ, এসকল ব্যবসায়ে ইহাঁরা বিলক্ষণ পটু; বাড়ী বসিয়া কত রকম সুদী কারবার চালাইতেছেন, কিন্তু এক পা বাড়ীর বার হবেন না। ইহাঁরা আপনার বাটীতে আপনি গোলাম, প্রাণান্তে কাহারও চাকরী করিবেন না। গোলাম যে রঙেরই হউক, সমস্ত এক। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Jack কহে। অগ্নি পুরাণোক্তই হউক, টেক্কা, সাহেব, বিবী ইত্যাদির সংযোগে এক রকম গোলাম হয়, সেই গোলামই হউক, আর আদিম জাতিই হউক, যাহারা পূর্ব্বে free-booters ছিল, এক্ষণে টেক্কা, সাহেবদিগের দ্বারা, পরাজিত হইয়া যাহারা এক্ষণে তাহা-দিগের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছে; ঐরূপ গোলামই হউক, আর টডের রাজস্থানের "ইলেজিটিমেট সন্‌স্ অব দি রাণা, illegitimate sons of the Rana" বলিয়া যে এক রকম গোলাম আছে, তাহাই হউক, সবই সমতুল্য। দহলা চিরকালই দশটাকা সঙ্গতিপন্ন, অতিদীন ভাবাপন্ন হইলেও কাহারও এন্‌তাজারি করিতে ভাল বাসে না। সামান্য মুদিখানা অথবা গন্ধেশ্বরীর টাটে বসে' দোকান্‌দারী করিবে, রাম রাম করিবে, তবু কাহারও গোলামী করিবে না। টেক্কা দহলাকে কখন দেখিতে পারে না। এক বৎসরের মধ্যে ৩টা করিয়া আদ্য শ্রাদ্ধের পত্র পাইলেও গোলামের যত খাতির, এমত ইহাদের নাই। কথায় কথায় গোলামের কার্য্যের তুলনা! ইহারা নাকি বড় ভীত, বিশেষ টেক্কাকে বড় ভয়করে, টেক্কা কেন, সকলের কাছেই ভয় ভয়, তাই ইহাদের উপর সকলেই কর্ত্তৃত্ব চালায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন জাতিই অন্য জাতির হুঁকায় তামাক খায় না; এদেশে সেরূপ নহে। টেক্কাভিন্ন আর সকল জাতিই এক হুঁকায় খায়; তবে আজকাল গোলাম টেক্কার দেখাদেখী একটী স্বতন্ত্র হুঁকার সৃষ্টি করিতে চাহে।

* ইহাঁরা বহির্বাণিজ্য করেন না বলিয়া, ইহাঁদিগকে স্ত্রীলোক কল্পনা করা হইয়াছে।

তাহারা মনে করে, টেক্কা বুঝি হুঁকায় বড় ; হুঁকা স্বতন্ত্র করিতে পারিলেই তাহারা বড় হইবে। সকল জায়গায় গিয়া গোলামের হুঁকা আছে, বলে, কেহই ইহাদের জন্য আলাহিদা হুঁকা রাখে না, তবু লজ্জা নাই। আটা নহলার অধরামৃতের সহিত ধূমপান করিবেন, তবু স্বভাব কোথায় যাবে ? ইহাকেই বলে,—"গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়োল!" একটা নূতন নিয়ম চালাইয়া কি ফল? যা আছে, তাই থাক না, বাড়াবাড়ি কেন?

নহলাকে অন্য সময়ে কেহ ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না ; রঙ হলে চৌধুরী হইয়া বসে ; টেক্কার ডানহাত, বাঁহাত। কত সাহেব সুবো মহামহিম পাঠ লিখে ইহাদিগের নিকট টাকা কর্জ্জ লয়। টেক্কা, সাহেব, বিবী অন্য সময় ইহাদিগের জল স্পর্শ করে না ; রঙ হলে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় করিয়া ইহাদিগের বাটীতে ফলার পর্য্যন্ত চলে ; বলেন, আমরা ভাবে খাই। কোন্ ভাব, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য! গোলামের কোঁচা লম্বা দেখিয়া নহলা ও দহলা ভড়ঙে পড়ে' মান্য করে। যখন গোলাম রঙ হইয়া, ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়োলে হয়ে, নাগরা পায়ে দিয়া বাড়ীর বাহির হয়, তখন সাতা, আটা, নহলা কি ছার? দহলাও ভয় খায়! যদি বল, দহলার কিসের ভয়? গোলামের চেয়ে দহলা ত চিরকালই বড়। সত্য। কিন্তু গোলাম রাজারাজড়ার মজলিসে ফেরে। গোলাম সর্ব্ব ঘটেই আছে। রং হলে হাতে মাথা কাটে। সাহেব, টেক্কা কাহারও নিস্তার নাই ; রং হলে এক কুড়ি, কিন্তু অন্য সময়ে একে রাম। যদি বল, রং হলে, কেহই ছেড়ে কথা কয় না। সাতা আটাও এক সময়ে টেক্কা মেরে লয়, তবে এই গোলামকে বঙ্গদর্শন knave, slave, পাজি কেন বলিলেন? গোলামী কে না করে? পাজিত সকলেই, বরং পাজির পা ঝাড়া বলিলে, ক্ষতি হয় না। এক্ষণে সকলেরই যখন মুখ পুড়ে গেছে, গোলামকে পাজি বলা বৃথা ; গোলামী করিতে গেলেই পাজি হইতে হয়। মিথ্যা কথা, জুয়াচুরি ভিন্ন গোলামী চলে না। যাহাহউক, এই গোলামেরা কি দেশের কোন উপকার করে নাই? আর কিছু বিশেষ করুক আর

না করুক, উপরি রোজগারটি সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিয়াছে আর তোষামোদী এবং মনিবকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহা আমরা ইহাদিগের নিকট হইতে বিলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছি। গোলাম চুন্নী, ইটিতে কি শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে? অবিকল insolvent debtor থাকিতে দিব না। গোলাম সাতা, আটা, নহলার নিকট ট্যাঁস ফিরিঙ্গিদের মত ভান করিয়া বলিয়া থাকে,—মোরা সাহেবের জাত আছি, জানিস্; মোরা কথায় কথায় গুলি করি; মোদের যুদ্ধ দেখলে, তোদের তাক লেগে যাবে। মোরা ঘাটে ঘাটে লড়াই করিয়া থাকি; সই-চাঁদের ঘাট, ওয়াটগঞ্জের ঘাট, বেলেঘাটা, এসব জায়গায় গিয়া দেখিস্, মোরা কি রকম লড়াই করিয়া থাকি। মোরা এমন জাত আছি যে, পাদরিরা মোদের cooked rice খানা খায়। বিবী, দহলা মোদের ঠাট্টা করে, তারা fool! তারা বলে, গরুর গাড়ির চাকা দেখে বলে, গৌর সুদর্শন। তোমরা মনে কর, মোরা সাহেব, বিবী, টেক্কার মত twice born নহি, once born। মোদের sacred thread ছিল, তবে মোরা dam হিন্দুদিগের মত idolatry মানি না; এই জন্যই টেক্কা, সাহেব, বিবী, মোদের উপর advantage নিয়েছে। মোরা এখন poor হয়েছি আর মোরা পূর্ব্বে সত্যকালে (golden age) গির্জার কাম করিতাম, এখন সে কামে টেক্কা জবরদস্তি করিতেছে আর কাহাকেও করিতে দেয় না। তোরা কেবল গ্রাবু খেলা জানিস্। বিবীধরা গ্যাম খেলা কখন দেখেছিস্? (Gam ইটি corruption of game।) মোরা যেমন সাব্‌দের কথা উচ্চারণ করিতে পারি আর লিখিতে পারি, আর কাহারও সাধ্য নাই। বিবীধরা game, ইটি মোদের সাদী without courtship; মোরা যদি মনে করিলাম, ফস্‌না গোলামের বেটী সাদী করব, ত করবই করব; এতে মোদের বাপ মা কি কনের বাপ মা, রাজী থাকুক বা না থাকুক, we don't care. যদি একবার মন হল ত কে পায়, মেয়ে নিয়ে পালাবে কোথা? মোরা পাকড়ে চুলের টিকি ধরে ছিনিয়ে নিয়ে আস্‌বো। এতে কে রোকে? খুন হতে হয়, তাবি স্বীকার! তোদের মত চুপিচুপি মোদের সাদী নয়। এমনই মোদের সব কাম

সাহেবদের মত। যাহারা fool নির্ব্বোধ, তাহারাই মোদেরকে সাহেব বলে না। মোদের মত বুদ্ধি কার? জানিস্? যেমন্ তেমন্ চাকরি, ঘি ভাত! হাত খানেক খেল্‌তে পাল্লে, একেবারে মেরে দিই। কত পাঞ্জা, ছক্কা করে ফেলি। পশ্চিমাঞ্চলে লোকে গোলাম কি বেটা বলিয়া গালি দেয়। আমরা এক্ষণে গোলামকি নাতি, গোলামকি greatgrandson হইয়াছি; আর আমাদের গোলামীতে ঘৃণা কি? আমরা গোলামকে অবশ্য মাথার উপর তুলিব, এতে কে কি বলে? সেই জন্যেই আমাদের সামাজিক খেলায় গোলামটি রাম লক্ষ্মণের মত কথা হইয়াছে। গোলাম, টেক্কা, সাহেব, বিবীর সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে, অনেক তফাৎ বটে; কিন্তু কাজেত আর আজ্ কাল তফাৎ নাই? প্রায় সকলেই গোলাম এই জন্যই সাহেব, বিবী দশের নাম নাই; গোলাম বড়। তাস খেলায় যেমন গোলাম টেক্কা, কায়েৎ বামনও ঠিক সেইরূপ সংশ্লিষ্ট কথা হইয়া পড়িয়াছে। এক ব্যবসায়ী হইলেই কালক্রমে সকলেই এক হইয়া যায়। যাহা হউক, গোলাম যত বড় হউক না কেন, গোলাম নামটি শত সমুদ্রের জলদিয়া ধুইলেও যাইবে না!—তবে আর বড় কি?

অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি।

আমরা প্রথমেই স্কন্দপুরাণমতে অম্বষ্ঠ বৈদ্যের উৎপত্তির কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। একদা গালব ঋষি তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইয়াছিলেন; এক দিবস অত্যন্ত পথশ্রান্তিবশতঃ নিতান্ত ক্ষুৎ-পিপাসাতুর হন এবং এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, তৃষ্ণা নিবারণার্থে বিনাবিচারে জলকলসবাহিনী এক কন্যার নিকটে বারি প্রার্থনা করি-লেন; তাহাতে সেই কন্যা কলস হইতে বারি লইয়া গালব ঋষির হস্তে দিলেন এবং মুনি ঐ বারি পান করিয়া সুস্থ ও সন্তুষ্ট হইয়া ঐ কন্যাকে "হে কন্যে! তুমি আমার বরপ্রভাবে পুত্রবতী হও", এই বর প্রদান করিলেন। তাহাতে ঐ কন্যা উত্তর করিল, "যদিও এই আশীর্ব্বাদটী বিবাহিতা কামিনীর পক্ষে পরম প্রার্থনীয়; কিন্তু অনূঢ়া কামিনীর পক্ষে একান্ত অসঙ্গত, অতএব আপনি এরূপ আশীর্ব্বাদ কেন করিলেন? অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই; আমি অনূঢ়া, কুমারী; এরূপ অবস্থায় আমার পুত্র হওয়া কিরূপে সম্ভবে?" মহর্ষি গালব সেই কন্যার উক্ত বাক্য শ্রবণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন জাতীয় কন্যা?" কন্যা উত্তর করিল, "আমি বৈশ্যজাতীয় কন্যা। আমার নাম বীরভদ্রা।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ঐ কন্যাকে সঙ্গে করিয়া তাহার পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন এবং যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ঐ কন্যার পিতা তচ্ছ্রবণানন্তর বরপ্রদাতা গালব ঋষিকেই ঐ কন্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু মুনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি প্রাণবিনাশকালে জীবন প্রদান করিয়া পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি মাতৃতুল্য। অতএব ঐ কন্যা কোনরূপে আমার গ্রহণীয়া নহে।" ঋষির এইরূপ বাক্যশ্রবণে অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "এই বৈশ্য কন্যার গর্ভে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির জন্ম হইবেক।" ঋষিরা বিবেচনা করিলেন,

গালবের বাক্য কখন বৃথা হইবার নহে; অতএব এই কন্যার ক্রোড়ে একটী কুশময় কুমার দেওয়া যাউক; গালবের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদে ঐ কুশময় কুমার অবশ্যই মানবাকৃতি ধারণ করিবে। তদনুসারে প্রত্যেক ঋষিই বেদ মন্ত্রানুসারে ঐ কুশ পুত্তলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আপন আপন ক্রোড় হইতে ঐ পুত্তলিটীকে বৈশ্যকন্যা ভদ্রার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। তাহার ক্রোড় স্পর্শমাত্র ঐ বালকের জীবন সঞ্চার হইল। বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ইহার জীবন সঞ্চার হয়, এই কারণেই ইহার উপাধি বৈদ্য হইল, দ্বিতীয়তঃ ইনি অম্বাকুলে অর্থাৎ মাতৃকুলে সংস্থাপিত হইলেন বলিয়াই ইহাঁর নাম অম্বষ্ঠ হইল।

শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধিও তাঁহার কৃত সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন।

সার রাজা রাধাকান্ত দেব কৃত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এইরূপ লেখা আছে। যথা;——

জননীতো জনুং লব্ধ্বা যে জাতাবেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

জননী হইতে জন্মলাভ করিয়া ইহাদিগের বেদে সংস্কার হইয়াছিল; অতএব ইহারা অম্বষ্ঠ দ্বিজ এবং বৈদ্য নামে খ্যাত।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতাহ্বম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

পরাশর।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম, ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত মুনিরা ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের পুত্র। ইহাদিগের বেদসংস্কারে জন্ম, অতএব ইহাদিগকে বৈদ্য কহে।

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা শ্চৈষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

হারীত।

ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত বৈদ্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই পাঁচ দ্বিজ শব্দবাচ্য।

তস্মাৎ ক্ষত্রবিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।

কুলপঞ্জিকা।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিত।

মনু লিখিয়াছেন,—

* * * * অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।

* * * * চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ।

উশনাঃ।

অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৃত্তি।

আয়ুর্ব্বেদস্য বিজ্ঞাতা চিকিৎসাসু যথার্থবিৎ।

ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ দয়ালুশ্চ তেন বৈদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ঋষিগণ এই অম্বষ্ঠ বৈদ্যদিগকে আয়ুর্ব্বেদ, যাহা শাস্ত্রে পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত, সেই বেদে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন।

"ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্তবস্তুতঃ স্বাহা।"

"ওঁ নমো মহাবিনায়কায়ামৃতং রক্ষ রক্ষ
মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা॥"

সোম ঘৃত পাক করিবার সময় অম্বষ্ঠ বৈদ্যেরা সপ্ত দুর্ব্বা হস্তে করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বাহা প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

পশ্চিমে শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে। বোধ হয়, রবিনন্দন অশ্বিনীকুমার ও ব্রাহ্মণীতে যে বৈদ্যজাতির উৎপত্তির কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পাওয়া যায়, উহা শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ হইবে। আর ঐ বংশের কোন কোন ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেতনগ্রাহী হইয়া নিয়তই জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করায় গণক বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। আর কতকগুলি ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করায় অর্থাৎ শূদ্রের মৃত ব্যক্তির আদ্যক্রিয়াতে অগ্রে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্রদানী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। আর এই ব্রাহ্মণ ভিষক্ জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে সমস্ত সন্তান জন্মিল,

তাহারা সকলেই 'বেদে' (বৈদ্যোয়) বা ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) নামে খ্যাত হইল। ইহারা কেহই অম্বষ্ঠ বৈদ্য নহে। ইহাদিগের কথা এস্থলে বাহুল্য বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

এই অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি চিরকালই সমাজে বিশেষ মান্য। ইহাঁরা বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের নীচেই। ইহাঁরা প্রায় সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ। ইহাঁরা ব্রাহ্মণের সহিত এক আসনে উপবেশন করেন এবং ব্রাহ্মণভোজন-কালে ইহাঁরা সমকালীন আহার করিয়া থাকেন, তবে ভিন্ন পংক্তিমাত্র। ইহাঁদিগের মধ্যে মূর্খ প্রায় নাই। প্রথমে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সৃষ্টি হইলেই ইহাঁরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্রে সংস্কৃত পড়িবার অনুমতি পান। আর কোন জাতিকেই অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ইহাঁদিগের মধ্যে সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তা বহুল। অতএব গত আদম স্নমরে (in the last census of Calcutta) এই জাতিকে কায়স্থের নীচে করা কেবল কালের মহিমা মাত্র। ভবিষ্যৎ সেন্সসে (census) ব্রাহ্মণদিগের দশা কি হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

"অম্বষ্ঠঃ খচরো বৈদ্যঃ,"—

এই বিদ্বেষ পূর্ণ বাক্যটী প্রায় সকলের মুখেই শুনা যায়। ইহার কারণ কি ? ইহাঁদিগের যেরূপ অবৈধ রূপে জন্ম, তাহা এই প্রস্তাবের প্রথমেই বিস্তারিত উল্লেখ হইয়াছে। মনু কহিয়াছেন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি ক্ষত্রিয় হইতে উচ্চ। ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয়াণী মাতা হইতে যে জাতির জন্ম, তাহারাই মূর্দ্ধাভিষিক্ত।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দের অর্থ,—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত H. H. Wilson এই শব্দের অর্থ এই প্রকার বলেন,—1. A man of the second or military class ; the *Kshetriya* or soldier. 2. A king ; a prince. 3. A chief minister ; a counseller of state. 4. The name of a mixed class, sprung from a *Brahman*, and female of the second or *Kshetriya* tribe ; the principal of the mixed races, and soldier by profession. E. মূর্দ্ধ the

head, and অভিষিক্ত sprinkled, anointed; kings being consecreted by having poured on their heads, while seated on a throne prepared for the purpose, water from some sacred stream, mixed with honey, clarified butter, and spirituous liquor, as well as two sorts of grass and the sprouts of corn; the term applies to the *Kshetriya* as identified with the king, the duties of royalty, belonging especially to the military caste.

মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দে—১ দ্বিতীয় বর্ণজ; সৈনিক শ্রেণীয় জাতি; ক্ষত্রিয়; সৈনিক পুরুষ;—২ রাজা; কুমার;—৩ প্রধান সচিব; রাজমন্ত্রী;—৪ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ; ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত জাতি বুঝাইয়া থাকে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি অনুলোম বা বিলোম ক্রমে বর্ণসঙ্কর কিম্বা সঙ্কর সঙ্কর আদি সমুদায় সঙ্করজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সৈনিকতাকার্য্যই ইহাদিগের প্রধান বৃত্তি। ইহাদিগকে রাজা, মন্ত্রী, সৈনিক প্রভৃতি যে কোন পদে অভিষিক্ত করিতে হইলে, কোন পবিত্র নদীর জল, মধু, ঘৃত, সুরা, দুর্ব্বা, কুশ, যবের বা ধান্যের শীর্ষ প্রভৃতি দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলিলে প্রায়ই ক্ষত্রিয় জাতিই বুঝাইয়া থাকে। রাজা, রাজকার্য্য, সৈনিকতা প্রভৃতির সহিত ইহাদিগের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে যে, পরশুরাম বার বার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্যা করিলে বিধবা ক্ষত্রিয় রমণীগণ ঋতুমতী হইয়া পুত্র কামনায় ব্রাহ্মণদিগের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাঁদিগের ক্ষেত্রে যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারাই মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি বলিয়া খ্যাত হইল। ইহাতেও মূর্দ্ধাভিষিক্তগণ যদি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ হয়, তবে অম্বষ্ঠ বৈদ্য অর্থাৎ বেদ উচ্চারণ করিতে করিতে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেন না তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক পবিত্র ও শ্রেষ্ঠতর হইবে?

সুবর্ণবণিক্ জাতির ইহাঁদিগের উপর জাতক্রোধ; কারণ, বৈদ্য অম্বষ্ঠ জাতীয় বঙ্গাধিপতি মহাতেজাঃ বল্লালসেন তাহাদিগকে বিনা কারণে পতিত জাতি করিয়া চিরকালের নিমিত্ত মর্ম্মপীড়া দিয়াছেন। যাহাহউক, ব্রাহ্মণ, কায়স্থদিগের জাতক্রোধ কিসের? তাঁহাদিগের কি একটু স্মরণ নাই যে, তাঁহারা এই বৈদ্য অম্বষ্ঠজাতীয় রাজাদ্বারা এই বঙ্গভূমিতে আসিয়াছেন? তর্কস্থলে স্বীকার করিলাম, শাস্ত্রে পঞ্চম বর্ণ নাই, চতুর্ব্বর্ণই রহিয়াছে এবং এই চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন অন্য যে কোন জাতিই হউক না কেন, সকলেই বর্ণসঙ্কর। আর বর্ণসঙ্কর জাতি মাত্রকেই মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট "অশ্বতর জাতির ন্যায়" কহিয়াছেন।

"Manu, Kullucka Bhatta, original Sanskrit text, page 175, says, there is no fifth caste, for caste cannot be predicted of the mixed tribes. Seeing that like mules they belong to another species distinct from their father and mother."

সংস্কৃত অমরকোষ অভিধানে লেখা আছে,—

"আচণ্ডালাত্তু সংকীর্ণাঃ অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ।"——

অম্বষ্ঠ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই বর্ণসঙ্কর জাতি। ইহাতে কি কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর জাতি অশ্বতর স্বরূপ হইল না? আর আজকাল কায়স্থ মহাশয়দিগের যেরূপ ঈর্ষা, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে ইহাঁদিগকে সকল প্রকার গ্লানিসূচক বাক্য প্রয়োগদ্বারা তাঁহাদিগের হীনবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যাহাহউক, আমরা আমাদিগের চির সুহৃদ্ বৈদ্য মহাশয়দিগকে বলি, তাঁহারা এই সমস্ত গ্লানি পূর্ণ বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না। আর তাঁহাদিগের বৈদ্যক গ্রন্থেরই বচনটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন, যথা;—

আতুরে চ পিতা বৈদ্যঃ সুস্থকালে চ মাতুলঃ।
স্নানকালে ভবেৎ শত্রুঃ দানকালে চ শ্যালকঃ॥

এক্ষণে রোগীর নিকট তাঁহাদিগের বিদায়ের সময়।

আদিশূর রাজা বৈদ্যদিগের মধ্যেও কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন; কিন্তু বল্লালভূপতি ঐ নিয়ম অবিনশ্বর করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ বৈদ্যকুলীনগণ কখন বংশজ হইবেন না। ইহাঁরা গর্ভাধান প্রভৃতি সমস্ত বৈশ্যসংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের মৃতাশৌচ পঞ্চদশ দিবস। আর ব্রাহ্মণদিগের নামান্তে যেরূপ শর্ম্মন্ ও ক্ষত্রিয়দিগের নামান্তে বর্ম্মন্, ইহাঁদিগের নামান্তেও সেইরূপ গুপ্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাঁরা সৎশূদ্র নবশায়ক কায়স্থ উগ্র প্রভৃতি সকলেরই নমস্য ও অতিশয় সম্মানের পাত্র।

মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বে লেখা আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরগণিত হয়। এই প্রমাণানুসারে অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণের সমতুল্য জাতি হইতে অবশ্যই পারিবেন।

সৎশূদ্র নবশায়ক জাতি।

এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, প্রথম শূদ্র কাহাকে বলে ও বর্ণভেদের সময় ইহারা কিরূপে সৃষ্ট হইল, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ পাঠক মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গমের নিমিত্ত এস্থলে বর্ণিত হইল। শুচ ধাতু to purify. (Sir William Jones, Sanskrit Dictionary.)

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাশ্চ দ্বিজাস্তে ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় বার্ত্তাকৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
ক্লিষ্টাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মহাভারত।

যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগবিলাসী, উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, ক্রোধী ও সাহসী হইলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন; যাঁহারা গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই বৈশ্য নাম প্রাপ্ত হইলেন; এবং যাঁহারা হিংস্রক, মিথ্যাবাদী, লোভী, অপবিত্রাচারী ও জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে সকল প্রকার কর্ম্মে রত হইলেন, তাঁহারাই শূদ্র নামে বিখ্যাত হইলেন।

আর সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে যে সৃষ্টির কল্পনা হইয়াছে, ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বকালে যে সকল মনুষ্য মুখের কার্য্য অর্থাৎ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; যাঁহারা বাহুর কার্য্য অর্থাৎ যুদ্ধাদি-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; যাঁহারা উরুর কার্য্য অর্থাৎ যাঁহাদিগের উরু বজ্রের তুল্য কঠিন ও যাঁহারা হল ধারণ পূর্ব্বক ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন করিতেন, তাঁহারাই বৈশ্য; এবং যাঁহারা চরণের কার্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পদসেবা ও যদৃচ্ছাক্রমে দেশ দেশান্তরে গমন করিতেন, তাঁহারাই শূদ্র। বর্ণ-বিভাগ কেবল কর্ম্মানুগত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

ভৃগু কহিলেন, তপোধন, ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগতই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব; যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব; এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা-পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব; প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্যদ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণলাভ করিয়াছেন।

Wilson on Indian caste. Vol. I. Page 268.

Bhrigu said:—There is no distinction of caste. This whole world is from (or is formed of) Brahma for having been formerly created by him, it became separated into caste in consequence

of works. Those red-limbed Brahmins (twice borns) who were fond of sensual pleasure, fiery, irascible, prone to daring and who had forsaken their duties fell into the condition of Khetria. The yellow Brahmins who derived their livelihood from cows and agriculture and did not practise their duties fell into the state of Vyso. The Brahmins who were black and had lost their purity, who were addicted to violence and lying and who were covetous and subsisted by all kinds of works fell into the position of Sudra.

শূদ্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই শেষ জাত ও ইহাঁদিগের কনিষ্ঠ। শূদ্র অর্থে প্রজাসৃষ্টির সময় যে সকল ঋষি-সন্তানেরা নির্গুণ, অর্থাৎ যাহাদের সত্ব রজঃ ও তমঃ কোন গুণই ছিল না, তাহারাই শূদ্র আখ্যায় অভিহিত হয় এবং প্রথম সমাজবন্ধনের সময় যাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব, যাহাদিগের বাহুবলের অভাব এবং যাহাদিগের উরু ও বাহু শক্ত ছিল না অর্থাৎ যাহারা কৃষিকার্য্য করিতেও অক্ষম, তাহারাই শূদ্র। ইহারা ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও আর্য্যগুণ-রহিত, অধম, জঘন্য, অস্পৃশ্য ও অনার্য্য পদ-বাচ্য হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিই কর্ম্মানুসারে উচ্চ ও নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিম শূদ্রজাতিই হউক, অথবা আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সংযোগে যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহারাই হউক, সে সকলেই ব্রাহ্মণসন্তান। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাই শূদ্রদিগের একমাত্র কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। এইরূপ শুশ্রূষানিরত শূদ্র জাতি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কাহার ও কূর্ম্মী ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককুবরৌ।
তাম্বুলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বণিকজাতয়ঃ।
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সৎশূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।

"গোপ নাপিত ভিন্ন মোদক কুবর তাম্বূলী স্বর্ণকার এবং বণিক্ জাতি ইহারা সকলেই প্রথম অবধি সৎশূদ্র বলিয়া নিরূপিত হয়।

মথুরানাথ তর্করত্ন কৃত ভাষা।

বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভুবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারকাঃ॥
মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥

বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে যে নয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা শিল্পকারী বলিয়া বিখ্যাত হইল। তন্মধ্যে মালাকার শঙ্খকার কুবিন্দক (তন্তুবায়) কুম্ভকার কংসকার এবং কর্ম্মকার এই ছয় জাতি যাবতীয় শিল্পীদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সূত্রধার, চিত্রকার এবং স্বর্ণকার এই তিন জাতি ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছে ; সুতরাং অযাজ্য এবং যে ব্রাহ্মণ ইহাদিগের যাজকতা করিবেন, তিনিও পতিত মধ্যে পরিগণিত হইবেন।

নবশায়ক (পুং) নবধা গোপাদি জাতি বিশেষ। নবশাক ইতি ভাষা। যথা—

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"—

পরাশরসংহিতা।

কায়স্থ ও নবশাখ (নবশাক) সমাজদ্বারা সৎশূদ্র সমাজ সংঘটিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের পুরোহিত এক, গোত্রও অনেক স্থানে সমান, আচার ব্যবহার পরস্পর অনুরূপ। ইহাঁরা পুরোহিতের গোত্র অনুসারে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি কৃত সম্বন্ধনির্ণয়, ৯১ পৃষ্ঠা।

কোন্ কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে নবশাখ বর্ণসঙ্কর জাতি নহে। ইহারা অমিশ্র শূদ্রজাতি। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যখন শূদ্রেরা সেবাকার্য্যদ্বারা ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল, তখন হইতে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিল এবং তদনুসারে স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র জাতি হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর জাতি; কিন্তু আমরা মহাভারত * হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, যমদগ্নিতনয় মহাতেজাঃ পরশুরাম যৎকালে ক্ষত্রিয় বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তৎকালে এই নববিধ জাতি শায়ক (বাণ) স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করে। ঐ জন্যই তিনি তাহাদিগের উপর কৃপাপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ বরপ্রদান করিলেন যে, তাহাদিগের সাহায্যে আমি এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, অতএব তাহারা এই সময় অবধি আর শূদ্র রহিল না; তাহাদিগের যজন যাজন করিলে কোন ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইবে না; সকলেই তাহাদিগের স্পৃষ্ট ভোজন করিবেন ও তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন, ইহাতে আর কাহাকেও নিন্দিত হইতে হইবে না। দ্বিজাতিদিগের কোন কোন সংস্কারে ইহারা অধিকারী হইবে। আর যে সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির গুরু ও পুরোহিত হইবেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ ইহাদিগেরও গুরু ও পুরোহিত হইবেন।

নবশায়কের সৃষ্টি এইরূপে হইলে তাহারা অতি প্রাচীনকাল অবধি সমাজে উচ্চ পদাধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে কাহার সন্দেহ নাই; আর ইহারা যে কায়স্থ উগ্র (আগুরি) প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ও শ্রেষ্ঠ, তাঁহাতেও কাহার সন্দেহ করা উচিত নহে। যাহাহউক, এই নবশায়ক জাতির মধ্যে গোপজাতি কোন্ গোপ হইতেছেন, তাহাই এই স্থলে বিচার্য্য। গোপ বলিতে গোপ, গোয়াল, গোয়ালা বুঝায়। এই জাতির কৃত দধি দুগ্ধ নবনীত ঘৃত প্রভৃতি বস্তু সর্ব্বত্র প্রচলিত; জল প্রায় ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়া আখ্যাত, পশ্চিমে আহির

* জমদগ্নিতনয় পরশুরাম যে সময়ে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ কুশময় ধ্বজদণ্ড উন্নত করিয়া বৈশ্য ও শূদ্র সমভিব্যাহারে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সন্নিধানে গমন করিলেন এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে শরনিকরে বিনাশ করেন।—"মহাভারত"।

বা মথুরাবাসী ও বঙ্গে পল্লব গোপ বলিয়া খ্যাত, তাহারাই প্রকৃত গোপ শব্দ বাচ্য। এই জাতির মধ্যে বহুতর শাখা প্রশাখা বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা গোরু দাগে, তাহাদিগকে "ভোগা গোয়ালা" কহে; তাহাদিগের জল অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য। বঙ্গীয় পল্লব গোপের জল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতির অব্যবহার্য্য নহে বটে ও তাহাদিগের কৃত দধি, ছানা, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি চিরকালই সকল সমাজে সাধারণরূপে চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু ইহারা কতকগুলি নিকৃষ্ট কার্য্য (অর্থাৎ গোরুর কোষচ্ছেদন প্রভৃতি) করে বলিয়া বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পতিত, অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের দানাদি গ্রহণ ও যজন যাজন করেন না, ইহাদিগের বাটীতে তাঁহাদিগকে স্পৃষ্ট ভোজন করিতেও দেখা যায় না। কোন কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি এই নবশায়ক গোপকে সদ্গোপ বলিয়া মনে করেন, ইহা কেবল কুসংস্কার ও শাস্ত্র না জানার ফল, আর কি বলিব? কারণ, সদ্গোপ বৈশ্যজাতি; ইহারা কিরূপে বিশেষ গোপপদ বাচ্য হইল। কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, এই নবশায়ক গোপ কিরূপে সদ্গোপ জাতি হইতে পারে। সদ্গোপ নামধারী জাতি বঙ্গরাষ্ট্রের অতি সঙ্কীর্ণ স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে নাই। যদ্যপি পরাশর সংহিতার উল্লিখিত গোপই সদ্গোপ হইল, তাহাহইলে বেহার অঞ্চলের গোয়ালা এবং পশ্চিমের আহীরি গোপই বা কোন্ জাতি হইবে? এবং সেই বঙ্গরাজ্যের পূর্ব্ববিভাগের গোয়ালা, যাহাদিগের যজন যাজন উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকেন, তাহারাই বা কোন্ জাতি হইবে? এই সমস্ত গোপ জাতিই এক। ইহারা সকলেই দুগ্ধ দধির ব্যবসায় করিয়া থাকে। বেহার অঞ্চলের গোয়ালারা সমাজে এত মান্য যে, এদেশে এক্ষণে কায়স্থেরা যেরূপ মান্য হইয়াছেন, তাহারাও তত্তৎ স্থানে সেইরূপ। এমন কি, এদেশে নিন্দিত জাতিরা যেরূপ জাতি হারাইলে কায়স্থ হইতে চাহে, বেহার অঞ্চলে সেইরূপ জাতি হারাইলে গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। পরাশর মুনি যে সময় তাঁহার সংহিতা প্রণয়ন করেন,

তৎকালে সদ্গোপ কথার সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। যাহাহউক,—

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"—

এই পরাশর বাক্যের অপভাষা যথা—

তেলী, মালী, ব্যাশালী ;
তাঁতী, নাপিত, মধুলী ;
কংস, শংখ, গোছালী ;
কামার, কুমার, পুঁটুলী ;
এই নব শাখাবলী।

গোছালী—যাহারা পানের গোছ করিয়া বিক্রয় করে, অর্থাৎ বারুই (বারজীবী) জাতি।

মধুলী—যাহাদিগের গুড় ও শর্করার ব্যবসায় আছে অর্থাৎ মোদকী (ময়রা) জাতি।

পুঁটুলী—বেণেপুঁটুলীর অর্থাৎ গন্ধবণিকের ব্যবসায়।

ব্যাঁশালী—দুগ্ধের হাড়ী ; দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালা (গোপ)-দিগকেই বুঝাইয়া থাকে।

আর যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে গোপান্ন ভোজনের কথা * আছে, তাহাও গোয়ালার অন্ন, সদ্গোপের নহে ; কারণ, সদ্গোপ জাতিতে বৈশ্য। ইহাঁরা দ্বিজাতির তৃতীয় শ্রেণী। ইহাঁদিগের অন্ন যে ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেন, তাহাতে আর দোষ কি? মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে লেখা আছে, যে সকল বৈশ্য বৈশ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রভাবাপন্ন হন ও জীবিকা নির্ব্বাহার্থ দুগ্ধ দধির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রথমে সিন্ধুনদীর উপকূলবাসী হন, তাঁহারাই আহীরি (আভীর) শব্দে অভিহিত হন। তাঁহারা সদাচারসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক ছিলেন ;

* দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নং যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

ও পরশুরাম যে নববিধ জাতির সাহায্যে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাদিগের মধ্যে এই আভীরিরাই তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, এই নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিরা এই আভীরি গোপদিগকে নবশায়কের অগ্রগণ্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে এই গোপ অতি অল্প থাকাপ্রযুক্ত সদ্গোপ নামধারী জাতিকে উক্ত নবশায়কান্তর্গত গোপ বলা অন্যায়। আরও দেখুন, এই নবশায়ক জাতিসমূহের মধ্যে জাতিমালা পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে ইহারা দ্বিজাতিদিগের অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ সন্তান, দেখা যাইতেছে। দ্বিজাতির প্রতিলোমজ সন্তানেরা নিকৃষ্ট ও হেয় বলিয়া মনু প্রভৃতি প্রধান স্মৃতিকারকেরা তাঁহাদিগের কৃত পুস্তকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতের সহিত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের মত সম্পূর্ণ অনৈক্য। পরাশর সংহিতার মত আর এক প্রকার। যাহাহউক, যখন বর্ণসঙ্কর সৃষ্টিসম্বন্ধে সকলেই ভিন্নমতাবলম্বী, তখন যুক্তিমতে নবশায়কজাতিমাত্রেই সঙ্কর দোষে দূষিত নহে ও কেহই আর্য্য অনার্য্য অথবা দ্বিজাতিদিগের অবৈধ সন্তান বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণসঙ্কর জাতি সৃষ্টির বহুপূর্ব্ব হইতে যখন সৎশূদ্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তখন সৎশূদ্র কখনই ঐরূপ দোষাশ্রিত হইতে পারে না। ইহারা সকলেই দ্বিজাতিদিগের সন্তান, কেবল কর্ম্মানুসারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর ঐ নবশায়ক জাতির অন্তর্গত বণিক শব্দ, স্মৃতিশাস্ত্রে যে পঞ্চ বণিকের কথা লেখা আছে, সেই সমুদয় পঞ্চবণিকই ঐ বণিক কি না, এই বিষয়ের সংক্ষেপ সমালোচনা করা যাইতেছে।

"গান্ধিকঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংস্যকো মণিকারকঃ।
সুবর্ণজীবিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজঃ স্মৃতাঃ॥"

সুবর্ণবণিক্ জাতি স্বর্ণ চৌর্য্যাদি দোষে পতিত। এই কথা বলিলে, পূর্ব্বে ইহারাও সৎশূদ্র ছিল, বলা হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে লেখা আছে যে, সুবর্ণ-

বণিক, স্বর্ণকার ও কায়স্থের চরিত্র এক প্রকার, অর্থাৎ এই তিন জাতির ন্যায় ধূর্ত্ত ও নিষ্ঠুর জাতি পৃথিবীতে নাই।

"স্বর্ণকারের সংযোগে সুবর্ণবণিকের উৎপত্তি"।—

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

পশ্চিমাঞ্চলে স্বর্ণকার জাতিই স্বর্ণের, রৌপ্যের এবং পোদ্দারীর ব্যবসায় করিয়া থাকে; এবং স্থান বিশেষে ইহারা জল আচরণীয় জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। আগরওয়ালা এবং মাহেশ্রী বৈশ্যবণিকেরা সোণা, রূপার ব্যবসায় করে না।

যাহা হউক, এক্ষণে ঐ পঞ্চবণিকান্তর্গত মণিবণিক ও সুবর্ণবণিক ভিন্ন অবশিষ্ট তিনটি সৎশূদ্র নবশায়কের মধ্যে দেখা যাইতেছে। পশ্চিমাঞ্চলের সেবানিরত কাহার ও কূর্ম্মী জাতিরাও এক্ষণে নবশায়কের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।

যাহাহউক সৎশূদ্র নবশায়কদিগের অন্ন সমস্ত নীচজাতীয় শূদ্রেরা পবিত্র প্রসাদ বোধে ভোজন করিয়া থাকে এবং আর্য্যোচিত মান্য করিয়া থাঁকে; পরন্তু ইহারা সকলেই মধ্যম ও নীচ জাতীয় শূদ্রের নমস্য। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সময় হইতে কায়স্থগণ নবশায়ক জাতিভুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাদিগকে কেহ সৎশূদ্র বলিত না। ইহারা শূদ্রশব্দেই অভিহিত হইত। বঙ্গদেশের সকল স্থানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য না থাকায় নবশায়কেরা ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠভোজী হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরেই ইহারা সকলে এককালে ভোজন করিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের স্পর্শকরা পক্কান্ন প্রভৃতিও আহার করে না।

কায়স্থ জাতি।

উৎকল দেশে কায়স্থকে করণ বা মাহেন্তী কহে; পশ্চিমাঞ্চলে কায়েৎ কহে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এখন পর্য্যন্ত এই জাতিকে কায়স্থ বলে না, কায়েৎ কহে; সকল ধর্ম্মগ্রন্থ মতে "শূদ্রাবিশোঃ সুতঃ" জাতিকে করণ কহে; কায়স্থ করণদিগের আধুনিক নাম মাত্র। একাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে করণজাতীয় বলিয়াই জানিতেন; এক্ষণে ইঁহারা আর করণজাতি হইতে চাহেন না। ইঁহারা বলেন, করণ এক রকম কায়স্থ বটে, কিন্তু তাহারা সে কায়স্থ নহে। ইঁহারা বলেন, আমরা ব্রহ্মকায়স্থ, চিত্রগুপ্তের সন্তান; করণ কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর ও তাঁহাদিগের অপেক্ষা নীচ। কায়স্থপুরাণের ২য় ভাগে ১৯১ পৃষ্ঠায় যাহা লেখা আছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক এ স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম। কায়স্থ পুরাণকার বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্রের স্ত্রীর ও বৈশ্যের পুরুষের অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর করণ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—পরাশর বলেন, করণ, বর্ণসঙ্কর; বৈশ্য ও শূদ্র কন্যা হইতে উৎপন্ন। ইহাদিগের বৃত্তি কালি বিক্রয় করা। অমর বলেন, শূদ্রা ও বৈশ্য সংযোগে করণ হইয়াছে; কোন গ্রন্থেই এরূপ ব্যক্ত হয় নাই যে, করণ, জাতিতে কায়স্থ; সকল গ্রন্থেই বলিয়াছে যে, বৈশ্য ও শূদ্রাতে যে পুত্র জন্মিয়াছে, সে জাতিতে করণ।

অমর সিংহ দুই হাজার বৎসরের মনুষ্য। তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বৈশ্য ও শূদ্রা সংযোগে যে সন্তান জন্মিয়াছে সে জাতিতে করণ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, করণ জাতি দুইহাজার বৎসরের পূর্ব্বে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ছিল না। করণ প্রথমে কালিবিক্রয় বৃত্তি অবলম্বন করে; কালক্রমে ঐ করণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত হয়। সুতরাং অমরকোষের টীকাকার ভরত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, করণ লিপিবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কায়স্থ নামে আখ্যাত হইয়াছে। "করণো লিপিবৃত্তিকঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন, অমরকোষ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ এই করণ জাতিকে "অপসদ" (নিকৃষ্ট) বর্ণসঙ্কর শূদ্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি এই প্রবন্ধের শেষভাগে লিখিয়াছেন, সুতরাং এই করণ প্রাচীনকালে আর্য্য সমাজে সংকীর্ণ শূদ্রবর্গের অন্তর্গত ছিল।"

আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণভৃত্যেরা কেহই আপনাদিগকে কায়স্থ বা করণ বলিয়া পরিচয় দেয় নাই।

ব্রাহ্মণদিগের ঘটক ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন; কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন ভৃত্য আইসে, তাহারা কেহই কায়স্থ নহে; অপকৃষ্ট জাতি। কায়স্থসদ্গোপ-সংহিতাকার তাঁহার কৃত পুস্তকে সোমপ্রকাশ সংবাদ পত্র হইতে যে একটি কায়স্থ বিষয়ক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা ও কাশীধাম হইতে কোন একটী কুলীন কায়স্থদ্বারা প্রেরিত। তাহাতে লেখা আছে, কুলীন কায়স্থগণ কাহারের সন্তান। এই কাহার জাতিকে পশ্চিমাঞ্চলে রমণী কাহার কহে। ইহারা পাল্কী বহন করে ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যাহা হউক, আমরা উন্নত কায়স্থ মহাশয়দিগকে এক্ষণে ঐ সকল কথা (কাহার কূর্ম্মী প্রভৃতির জাতি) বলিতে চাহি না। এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য, কায়স্থ প্রকৃত কোন্ জাতি হইতেছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে লালা কায়েৎগণ যেরূপ বিস্তৃত, এদেশের কায়স্থরাও সংখ্যায় তদপেক্ষা ন্যূন নহে। এক্ষণে এই উভয় স্থানের কায়স্থগণ ধর্ম্মগ্রন্থমতে কোন্ জাতি হইতেছেন? এ দেশের উন্নত কায়স্থ যুবকদিগের মতে কায়স্থ দুই প্রকার; করণকায়স্থ ও ব্রহ্মকায়স্থ। আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণভৃত্য কায়স্থগণ ও মৌলিক কায়স্থগণ এবং বাহাত্তুরে কায়স্থগণ, সকলেই ব্রহ্ম কায়স্থ; অবশিষ্ট সকলেই করণ কায়স্থ। আমরা এই পুস্তকে ব্রহ্মকায়স্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য যে, পঞ্চজন ব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ বসু মিত্র গুহ দত্ত এই যে পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিল, তাহাদের বংশ কোথায়? ঐ পঞ্চজন ব্রহ্মকায়স্থ ভিন্ন আর কি কোন রকম ব্রহ্মকায়স্থের সৃষ্টি হয় নাই এবং তাহাদিগের বংশাবতংস

কি সকলেই বঙ্গদেশে আসিল? ঐ পঞ্চজন ব্যতীত কান্যকুব্জে কি আর কোন ব্রহ্মকায়স্থের বাস ছিল না? যদি থাকে তবে এক্ষণে তাহারা কোথায়? এবং আটঘর মৌলিকই বা কোথা হইতে আসিয়া ইহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইল? আর অপর বাহাত্তর ঘর ব্রহ্মকায়স্থ, ইহাদিগেরই বা বাস কোথায়? বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোন স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কায়স্থ বান্ধবদিগের মতে ঘোষ বসু প্রভৃতি উপাধিগুলি কায়স্থদিগের বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছে। যদি বলেন, লালা কায়স্থগণও ব্রহ্ম কায়স্থ, তবে লালা কায়স্থদিগের মধ্যেই বা ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, দে, সিংহ, পালিত প্রভৃতি উপাধি সকল কোথায়? "ঘটক কারিকা এবং (কুলজী) গ্রন্থমতে ব্রাহ্মণগণ নিজ পরিচয়-প্রদানের পর রাজ-সমীপে সমভিব্যাহারী কায়স্থগণেরও পরিচয় এইরূপ প্রদান করেন। যথা; বসুর পরিচয়ে লেখা আছে,—ইনি রাজচক্রবর্ত্তী বসুদেবতুল্য বসুর বংশ হইতে উদ্ভূত। গুহের পরিচয়ে লিখিত আছে,—ইনি গুহকুলোদ্ভব দশরথ নামক মহাকুলের পদ্মস্বরূপ। দশরথ নামক মহাকুল সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের কুল। মিত্রের পরিচয়ে লিখিত আছে,—এবংশ উত্তপ্ত সূর্য্য সদৃশ, এ বংশ সূর্য্যবংশের সখি-স্বরূপ। ঘোষের পরিচয়ে বর্ণিত আছে,—দেবলোক এ কুলের বশীভূত; দত্তের পরিচয়ে বর্ণিত হইয়াছে,—এ বংশ সর্ব্বকুলের অগ্রগণ্য।"—ইতি কায়স্থ পুরাণ, ১ম ভাগ।

যদি কেহ তর্ক করেন যে, কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশ অনুসন্ধান করিলে ত পাওয়া যায় না এবং তাঁহাদের উপাধিও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কায়স্থদিগেরও সেই প্রকার। এ বিষয়ের উত্তর এই যে, কোলাঞ্চ দেশাগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের বংশ অদ্যাপিও কোলাঞ্চ দেশে বর্ত্তমান আছে এবং যে সকল উপাধিদ্বারা রাজসমীপে পরিচিত হইয়াছিলেন, যদিও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের সেই পদবী তথায় এক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। যথা:—

ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি, এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা গৌড় মণ্ডলে আসিয়াছিলেন।

(দেবীবর।)

ধ্রুবনিন্দাদির গ্রন্থে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ নামে পঞ্চ ব্রাহ্মণ দেখাযায়।

বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থে দেখা যায়, শাণ্ডিল্য গোত্র নারায়ণ ভট্ট, কাশ্যপ গোত্র সুষেণ, বাৎস্য গোত্র ধরাধর, সাবর্ণ গোত্র পরাশর ও ভরদ্বাজ গোত্র গৌতম।

শ্রীক্ষিতীশ স্তিথির্মেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥

ক্ষিতীশ বংশ চরিত।

ইহাদিগের উপাধি আচার্য্য, মিশ্র, ভট্ট, উপাধ্যায় বা ওঝা, অগ্নি-হোত্র ও বাজপেয়। অধুনা মুখটী, বন্দ্য, গাঙ্গুলী ও চাটুতি উপাধ্যায় সংজ্ঞায় অভিহিত হয়; যথা :—মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। ইহাঁরা পূর্ব্ব হইতেই কুলীন; কেবল এস্থানে আসিয়াই যে কুলীন হইয়াছেন, তাহা নহে। বল্লাল সেন তাঁহাদের মেলবদ্ধ করেন মাত্র। কিন্তু কায়স্থদিগের কুল সম্বন্ধে কায়স্থ-বান্ধবগণ যাহাই বলুন না কেন (অর্থাৎ তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে কুলীন), তাহা সম্পূর্ণ অলীক, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শূদ্র নিষ্কুল। সামান্য শূদ্রের আবার কুল কি? আরও যদি তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে কুলীন হইতেন, তবে এস্থানে আসিবার পর পুরুষপরম্পারা একাদিক্রমে এক্ষণে সপ্তবিংশতি পরিচয় প্রদান করিবেন কেন?

যাহাহউক, কায়স্থ সম্বন্ধে উপরিউক্ত পরিচয় সকল যদ্যপি ঘটক-কারিকায় লিখিত থাকে, তবে উহা ঘটকদিগের স্বকপোলকল্পিত। গুণবর্ণনাই ভট্ট ও স্তুতিপাঠকদিগের কার্য্য ও উপজীবিকা এবং তাঁহারা কোন সামান্য ব্যক্তির বংশচরিত কীর্ত্তন করিতে হইলে এরূপ বাহুল্যরূপে বর্ণন করিতেন যে, ঐ বর্ণন মনুষ্যের বা দেবতার সম্বন্ধে কিনা তাহা কিছুই নিশ্চয় করিতে পারা যাইত না। পূর্ব্ব-

কালের বর্ণনার রীতিই ঐরূপ ছিল। যাহাহউক উপরিউক্ত অলঙ্কারপূর্ণ পরিচয়সকল যে, সামান্য ভৃত্যের পরিচয় হইবে, তাহা কোন প্রকারেই সম্ভব হইতেছে না।

কায়স্থবান্ধবদিগের কায়স্থদিগের পদবী লইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিবার চেষ্টা করাও বৃথা; কারণ তাঁহাদিগেরও যে পদবী দেখিতে পাওয়া যায়, অম্বষ্ঠ বৈদ্য ও নবশায়কদিগেরও সেইরূপ। তাঁহারা বলেন,—মিত্র, বসু ও গুহ পদবী অন্য জাতির নাই। উত্তরাঢ়ি কায়স্থদিগের মধ্যেও বসু ও গুহ পদবী নাই। আমরা বারুই জাতির পদবী মিত্র দেখিয়াছি। নড়ী যাহারা চুড়ির ব্যবসা করে তাহাদের ও চঙ্গ জাতির (চুনরী) পদবী মিত্র ও বসু আছে। উগ্র ক্ষত্রিয়দিগের পদবী বসু ও তাম্বূলীদিগের পদবী গুহ দেখা গিয়াছে। এই সকল পদবী ক্ষত্রিয়ের হইলে অন্য জাতির কখন থাকিত না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে "শূদ্রাবিশোঃ সুতঃ" করণ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মনু সংহিতায় যদিও এই করণ জাতির উল্লেখ নাই; তথাপি বোধ হয় মনুর সময়ের পর এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মনুতে এক রকম করণ জাতির কথা লেখা আছে তাহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। কায়স্থপুরাণকার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক; তিনি বলিয়াছেন যে ইহাদিগের পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় ছিল না; প্রথমে কালি বিক্রয় করিত, পরে লিপি বৃত্তিক হইয়া কায়স্থ নামে খ্যাত হইল। বঙ্গীয় কায়স্থগণ পূর্ব্বে কাহার জাতিই থাক বা অন্য যাহাই থাক, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সেবা দ্বারা শূদ্র পদ বাচ্য হইয়াছিল; এই জন্য ইহাদের ঘটককারিকায় শূদ্রস্য পরিচয়ে শূদ্রপুঙ্গব, এই রূপ লেখা আছে। অদ্যাপিও পূর্ব্বাঞ্চলে এই কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণদিগের ক্রীত-দাস ও নফর নামে বিখ্যাত। পরে বংশ বৃদ্ধি হইলে আর সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিলে, লিপিবৃত্তি অর্থাৎ লেখা পড়ার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; এই জন্যই পূর্ব্বের পরিচয়ে ইহাদিগের শূদ্র বলিয়া পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ইহারা কায়স্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। উৎকল দেশীয় কায়স্থগণ ও

পশ্চিমাঞ্চলীয় লালা কায়েৎগণ আপনাদিগকে করণ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। শুনা গিয়াছে; খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা কটকী কায়স্থ ; এক্ষণে এদেশে আসিয়া এদেশের কায়স্থদিগের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন। আরও শুনা গিয়াছে, বোসোর সিংহ বাবুরা লালা কায়েৎ; এক্ষণে এদেশের কায়স্থদিগের সহিত তাঁহাদের আদান প্রদান চলিতেছে। এদেশের কায়স্থদিগের লালা কায়েৎদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় না দেওয়ার কারণ এই যে; পশ্চিম সমাজে ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নীচে, স্থানে স্থানে সৎশূদ্রের সমতুল্য, স্থান বিশেষে তদপেক্ষা নীচ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার অধিকাংশ যবনদিগের ন্যায়; কোন কোন স্থানে চল্লিশ দিবস মৃতাশৌচ; এই জন্যই তত্রস্থ লোকেরা তাহাদিগকে আধা যবন ও আধা হিন্দু কহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে; এইজন্য পশ্চিমে বেদমুখ বামুন ও মদমুখ কায়েৎ কহে। আরও বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে, ইহাদিগের মধ্যে রাজারাজড়া কিম্বা বড় লোক প্রায় পশ্চিমে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় কায়স্থদিগের পক্ষে ব্রহ্মকায়স্থ বলিয়া ক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা করিলে, এদেশের কাওরাগণও ক্ষত্রিয় হইবে; কারণ ইহারাও বলে, আমরা কায়পুত্র, ব্রহ্মার কায়া হইতে আমাদিগের জন্ম। এদেশের যাবতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কায়স্থ সম্বন্ধে যতবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, শূদ্রাণীর গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে যে করণের উৎপত্তি, সেই করণই পরে কায়স্থ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি হাইকোর্ট আপীলেট সাইডে যে একটি বিচার হইয়া গিয়াছে, ইহারও তাৎপর্য্য এইরূপ। Lalla Telukaram *vs.* Lalla Bissaswer Bejor. J. Field and Macdonald.

এই সকল অব্যর্থ প্রমাণ সত্বেও যদি উন্নত কায়স্থ যুবকগণ এক্ষণে ব্রথা ক্ষত্রিয় হইবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে সে চেষ্টা কোন কার্য্যকারক হইবে না। তাঁহারা কখনই ক্ষত্রিয় হইতে পারিবেন না।

"তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।"

আমরা এস্থলে আর দুইটী বিষয়ের সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়া এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি। প্রথমে আধুনিক উন্নত কায়স্থ যুবকগণ আর যেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ প্রভৃতি হাস্যোদ্দীপক কথা মুখে না আনেন, আর কায়স্থজাতি বেদের আর্য্যাচ্ছন্দ লিখিয়াছেন—এরূপ প্রলাপ উক্তিও যেন তাঁহারা আর না করেন। কায়স্থ দুই প্রকার এরূপ দ্বৈধ কল্পনা পুরাণ কিম্বা স্মৃতিশাস্ত্রে লক্ষিত হয় না। সকল শাস্ত্রেই করণ কায়স্থবাচক শব্দ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে করণই কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা—

"কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্ম্মাংসং ন খাদিতম্।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে॥"—ইত্যাদি।

যদি করণ শব্দ সমগ্র কায়স্থবাচক শব্দের সমষ্টি না হইত, আর শাস্ত্রে কায়স্থ দুই প্রকার থাকিত, তাহা হইলে করণকায়স্থেনোদরস্থেন কিম্বা ব্রহ্মকায়স্থেনোদরস্থেন এরূপ বিভিন্ন উক্তি অবশ্য থাকিত। যাহাহউক পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্রমতে কায়স্থজাতির যে চরিত্র বর্ণনা আছে (যথা—শঠ, নিষ্ঠুর, ক্রূর, দাম্ভিক, খল ও ধূর্ত্ত) তাহা সকল স্থানেই একরূপ। কায়স্থের পক্ষে উপরি উক্ত চরিত্রগুলি বিশেষ শ্লাঘনীয়। যাহাহউক আমি কায়স্থযুবকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ৺দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের প্রসিদ্ধ নীলদর্পণে কায়েৎধূর্ত্ত আর কাকধূর্ত্ত একথা কোন্ কায়স্থকে উল্লেখ করিয়া মিত্র বাহাদুর লিখিলেন? যাহা হউক কায়স্থজাতির সাধারণ চরিত্র পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত ঐক্য, এইজন্য সকল স্থানের কায়স্থই শূদ্রাবিশোঃ সুতঃ করণ। দ্বিতীয়টী অর্থাৎ কায়স্থ বেদের আর্য্যাচ্ছন্দ লিখিয়াছে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ বেদ যৎকালে লিপিবদ্ধ হয়, তৎকালে মসীর (কালির) সৃষ্টি হয় নাই। তাহা হইলে মসিজীবী কায়স্থ দ্বারা ইহা কিরূপে লেখা হইল?

সদ্গোপ জাতির বৈশ্যত্বের বিশেষ প্রমাণ।

আমরা এই গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছি যে, ইতিহাস ব্যতীত নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কোন জাতির বা দেশের পুরাতত্ত্ব জানিবার উপায়ান্তর নাই, আরও অনুতাপের বিষয় এই যে, সুসভ্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় পুরাকালে আমাদিগের দেশে পুরাবৃত্ত লিখনপ্রথা আদৌ প্রচলিত না থাকায় ভারতের কত প্রকার অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক ঘটনা যে অতীত কালের করাল কবলে বিলীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জন্যই এক্ষণে কোন একটি বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়া ফেলিলেও প্রকৃত তত্ত্বের শতাংশের একাংশও প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ অধুনাতন এই সদ্গোপ জাতির এতদূর শোচনীয় অবস্থা যে, ইহাঁরা যে এক সময় এই রত্নপ্রসবিত্রী বঙ্গভূমি আলোকিত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কে বিশ্বাস করিবে? যাহা হউক, ইহাঁদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্তসকল তমসাচ্ছন্ন প্রায় হইলেও এবং ইহাঁদিগের সামাজিক অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলেও, ইহাঁদিগের মধ্যে কতিপয় রাজা ও গৌরবান্বিত ভূস্বামীর বংশচরিত পাঠ করিলে, পাঠকমহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে, ইহাঁরা শাস্ত্রসঙ্গত আর্য্য তৃতীয় বর্ণ ও ইহাঁদিগের মধ্যে এক এক জন রাজা ও ভূম্যধিকারী এক এক জন দিক্‌পাল ছিলেন এবং ইহাঁদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্তসকল পুরাণের সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ রহিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে সাধারণের কোন উপকার হউক বা না হউক, সংগোপজাতি মাত্রেরই যে বিশেষ উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে এই প্রবন্ধের আরম্ভেই পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কৃত পুস্তকে এই জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহার পুস্তকই আমাদিগকে এবম্বিধ প্রয়াসে প্রবৃত্ত করিবার মূলকারণ এবং এই বর্ত্তমান গ্রন্থের আদর্শ স্বরূপ; এই জন্যই তাঁহার নিকট, যাবজ্জীবন ঋণপাশে বদ্ধ হইলাম।

ক্রায়স্থ সদ্গোপসংহিতার ৯০ পৃষ্ঠা। পদ্মপুরাণে স্বর্গ খণ্ডের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকেও ইহার যাথার্থ্য অনুভূত হইতেছে। যথা;—

মান্ধাতা উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ দেবর্ষে তদ্ব্রূহি বদতাম্বর॥

মহাত্মা মান্ধাতা দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—মহর্ষে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, নির্ণীত হইবার উপায় কি?

নারদ উবাচ।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরু-প্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দান মথাদ্রোহ শ্চানৃশংস্যং কৃপা ক্ষমা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

নারদ উত্তর করিলেন, যাঁহারা জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারে সংস্কৃত, পবিত্র বেদাধ্যয়নরত, ষটকর্ম্মশালী, সর্ব্বদা পবিত্রাচারী, গুরুর উচ্ছিষ্টভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যনিয়মী, সত্যবাক্যব্যয়ী তাঁহারাই ব্রাহ্মণ-আখ্যাধারী। দয়া, ক্ষমা, সত্য, দান, অহিংসা, অক্রূরতা, তপস্যা প্রভৃতি সদ্গুণ যাঁহাদের আয়ত্ত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসংযুতঃ।
দানাদানবহির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥

পরত্রাণকারী, বেদাধ্যায়ী, বেদদানরহিত ও প্রতিগ্রহবিমুখ ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয় শব্দ বাচ্য।

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এবং পশুরক্ষাকারী, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনকারী, পবিত্র এবং বেদাধ্যায়ী ব্যক্তিরাই বৈশ্য।

এতদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় স্ব স্ব কার্য্যদ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্ত্যনুসারী সদ্গোপেরাই যে প্রকৃতপ্রমাণসিদ্ধ বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

গোস্বামী এই বচনটীর পোষকে সদ্গোপ সম্বন্ধে যে কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতটি অত্যন্ত সরল ও তৃপ্তিকর। যথা, কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতা ৫৩ পৃষ্ঠা।

সদ্গোপেরা বৈশ্যদিগের ন্যায় কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ভূমিকর্ষণ, বীজবপন প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন এবং অপেক্ষাকৃত দুঃখীরা কৃষিজাত শস্য সমুদয় বৃষপৃষ্ঠে দিয়া বন্দর হাট প্রভৃতি সাধারণ স্থানে বিক্রয় করেন, কিন্তু সম্পন্নেরা গোলাজাত পূর্ব্বক সময়ানুসারে নৌকাযোগে দেশান্তর প্রেরণ করেন এবং উহা বিক্রীত হইলে তদ্দেশজাত অন্যান্য দ্রব্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ইহাই বৈশ্য বা সদ্গোপদিগের বাণিজ্য।

মনুসংহিতায় যে বৈশ্যদিগের কুসীদ গ্রহণের কথা লিখিত আছে, তাহাও সদ্গোপদিগের ধান্যবাড়ী প্রভৃতি তেজারতিতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়।

গোস্বামী পরে লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত চণ্ডীগ্রন্থে বলদবাহী অর্থাৎ বল্দেদিগকে বৈশ্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

"লেখা করি বীরে দিল সাত কোটি ধন।
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন॥
বলদ আনিতে বীর করিল গমন।
গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন॥
বীরের সম্বাদ যদি শুনে মহাজন।
বীর সম্ভাষিতে বৈশ্য করিল গমন॥"

গোস্বামী মহাশয়ের এই চণ্ডীবচনটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চণ্ডীরচয়িতার সময় অর্থাৎ ১৫০০ শকে সদ্গোপ

জাতিই এদেশে বলদবাহী বৈশ্যজাতি ছিলেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী গুজরাটের জাতি বর্ণন সময়ে এক এক করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির বর্ণনার পর বৈশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

"বৈসে সবে মহাজন,
কৃষ্ণে সেবে অনুক্ষণ,
কেহ কৃষি করে গোরক্ষণ।
কেহ কলন্তক হয়,
কেহ বৃষে ধান্য বয়,
কালে কিনে রাখে কোন জন।
* * * * *
গুজরাটে বৈশ্যগণ সুখী।"—

তৎপরে বৈদ্য, অগ্রদানী, কায়স্থ, তিলী, কর্ম্মকার, তাম্বুলী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, মালাকর, বারুই, নাপিত, আগুরি, মোদক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি জাতিসকল বর্ণন করিয়াছেন; পরে লিখিয়াছেন।

"পল্লবগোপ বসে পুরে,
কান্দে ভার বিকি করে,
বনভাগে বসয়ে বাথানে।"—
ইত্যাদি।

কবি কেবল তাঁহার আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"সহর সলিমাবাজ,
তাহাতে সুজনরাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি,
দামুন্যায় চাস চসি,
নিবসে পুরুষ ছয় সাত।"

এই রাজা কিম্বা ভূম্যধিকারীকে বৈশ্য অর্থাৎ আধুনিক সদ্গোপজাতি বলিয়া উপলব্ধি হয়।

গোস্বামী মহাশয় পরে অন্নদামঙ্গল হইতে ভূমিকর্ষকজাতি সম্বন্ধে যে একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাও সদ্গোপজাতির বৈশ্যত্বের উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলা যায়। কারণ ১৬৭৪ শকে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর যখন প্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তৎকালে ভূমিকর্ষক জাতিকে তিনি বৈশ্য বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"যদি বৈশ্য হয়,
চাসী কেন নয়,
কিম্বা নাহি কোন ব্যবসায়।"

কারণ তৎকালে এদেশে শাস্ত্রোক্ত ভূমিকর্ষকজাতিই আধুনিক সদ্গোপ ভিন্ন অন্য কোন জাতি দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই কবি-কল্পনায় ভূমিকর্ষণকুশল জাতির আদর্শ করিতে গেলে, সদ্গোপ-জাতিই অভ্রান্তরূপে ভূমিকর্ষণকুশল জাতি হইতেছেন। আর দেখুন, বিদ্যাসুন্দরে বর্দ্ধমান বর্ণন সময়ে তিনি এক এক করিয়া সকল জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে সদ্গোপ নামের অভাব।

"ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি, দরশন।
ঘরে ঘরে দেবালয়, শঙ্খ ঘণ্টারব।
শিবপূজা, চণ্ডিপাঠ, যজ্ঞ মহোৎসব।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি, কহে ব্যাধি ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।
বেণে মণি গন্ধ সোণা, কাঁসারী, শাঁখারী॥
গোয়ালা, তাম্বুলী, তাঁতী, আর মালাকার।
নাপিত, বারুই, কুরী, কামার, কুমার॥
আগুরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগী, চাসাধোবা, চাসী কৈবর্ত্ত অনেক॥

সেকরা, ছুতার, নুড়ী, ধোবা, জেলেগুড়ী।
চাঁড়াল, বাগ্‌দী, হাড়ি, ডোম, মুচী, শুঁড়ী॥
কুরমী, কোরঙ্গা, পোদ, কপালী, তিয়র।
কোল, কলু, ব্যাধ, বেদে, মাল, বাজীকর॥
বাইতি, পটুয়া,——"। ——ইত্যাদি।

আধুনিক সদ্গোপ নামধারী জাতির কোন উল্লেখই নাই। এতদ্দৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হয় রায়গুণাকর যখন উক্ত পুস্তক দুইখানি রচনা করেন, তৎকালে বঙ্গদেশস্থ ভূমিকর্ষক গোপদিগকে বৈশ্যই বলা হইত। ভারতচন্দ্রের সময়ে যে সদ্গোপ নামধারী জাতির বঙ্গরাষ্ট্রে অস্তিত্ব ছিল না এরূপ বলা যায় না—অথবা এরূপও হইতে পারে, ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বেতন ভোগী ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে মহারাজার বাজপেয় যজ্ঞে সদ্গোপ নামধারী জাতিকে বৈশ্য প্রমাণিত করা হয়, এই জন্যই তিনি সদ্গোপ জাতিকে অন্য রকমে বর্ণন করেন নাই।

পরে গোস্বামী গোপ বৈশ্যবাচক শব্দমাত্র, এইটি সপ্রমাণ করণাভিপ্রায়ে মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্ব হইতে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা ;—

"যখন সহদেব গোপবেশে বিরাটের নিকট গমন করিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! তুমি কাহার পুত্র? কোথা হইতে আগমন করিলে? তখন সহদেব জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি। আমি কৌরবদিগের গো সংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম" ইত্যাদি।

গোপ বলিলে, বৈশ্যত্বের কোন হানি হয় না। সদ্গোপ বলিলে, বৈশ্যপ্রধানই বুঝাইয়া থাকে। তাহার পর গোস্বামী, একটি সদ্গোপ রাজবংশের আর্য্যোচিত আচার ব্যবহার যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি বৈশ্যোচিত কার্য্যকরণ হেতু লোকে ভ্রমবশতঃ ঐ সকল বংশাবতংস ব্যক্তিগণকে উপবীতধারী বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া

সম্বোধন করিত, তাহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়াছেন। তৎপরে তিনি একটি সর্ব্ববাদিসম্মত প্রমাণ দিয়াছেন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় যৎকালে অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে সদ্গোপজাতি বৈশ্যস্থানীয় হইয়া সম্মানিত হন। এই বিষয়টি পূর্ব্বে সকল শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মুখে শুনা গিয়াছে। পরে তিনি কয়েকটি কিম্বদন্তীর কথা লিখিয়া গিয়াছেন। হুগলী-জেলার অন্তর্গত দ্বারবাসীনা নামক গ্রামে যে একটি দীর্ঘিকা ও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বৈশ্যকুলোদ্ভব দ্বারপাল রাজার বাটী। ঐ রাজাকে তত্রত্য লোকে সদ্গোপ রাজা বলে। আর একটি প্রস্তরখণ্ডে দেখা যায়, ঐ রাজা উপবীতধারী। আমাদিগের একটি সম্ভ্রান্ত বন্ধু স্বচক্ষে ঐ রাজার ও দ্বারবাসিনী নাম্নী এক দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছেন। তদ্বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

তিনি পরে বায়ড়া পরগণার একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী রায় উপাধিধারী সদ্গোপ ভূম্যাধিকারীর কথা লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহাদিগের বংশে অতি অল্পদিন হইতে উপবীত ধারণ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। আমরা ইহাদিগের বংশের দুই একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারাও গোস্বামীর কথার অনুমোদন করিয়াছেন। গোস্বামী বলিয়াছেন, "সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই জাতিকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অর্থাৎ "জাতকর্ম্মবিহীন বৈশ্য"। এ বিষয় আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ আছে; আমরা সেই সময় স্কুলে পড়ি। সুবর্ণবণিক নন্দনগণ ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই উপবীত পরিয়া স্কুলে আইসে। কলিকাতা রাজধানীতে একটি বিলক্ষণ আন্দোলন হয়, সুবর্ণ বণিক জাতি বৈশ্য। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে উপরি-উক্ত সভার বিষয় বিশেষ করিয়া লেখা হয়। তৎপ্রতিবাদে সদ্গোপজাতি বৈশ্যজাতি হইতে পারে, এইরূপ উক্তি দেখা গিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ঐ সকল সংবাদপত্র একখানিও রক্ষা করি নাই"। গোস্বামী সর্ব্বশেষে তাঁহার কৃত পুস্তকের

৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—Rev. K. M. Banerjee মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সদ্গোপজাতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সদ্গোপজাতির বৈশ্যত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ আর কি হইবে? গোস্বামী তাঁহার কোন এক বন্ধুদ্বারা এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে, বঙ্গদেশে বহুতর জাতি দেখা যায়; তন্মধ্যে সদ্গোপ কোন্ জাতি, ইহারা শূদ্রজাতির অন্তর্গত কি না, ইহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণে বৈশ্যজাতি হইতে পারে কি না? তদ-উত্তরে তিনি ১২৮৩ সালে ২ আষাঢ় তারিখে বৈদিক প্রমাণানুসারে লিখিয়াছেন,—"ভূমিকর্ষক গোপই আদৌ বৈশ্য।" আমার মতে "ভূমিকর্ষক গোপ কোন কারণবশতঃ এক্ষণে সদ্গোপ নামে পরিচয় প্রদান করিতেছেন।" সাবকাশক্রমে এবিষয় সবিস্তারে লিখিব।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা ও সদ্গোপজাতির বৈশ্যত্বে বরণ।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর ১১৬০ সালে মাঘ মাসে অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞোপলক্ষে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে একটি মহতী সভা আহুত হয়। কথিত আছে, ঐ যজ্ঞে ২০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। ঐ সভায় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সমক্ষে বিশেষ শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ দর্শাইয়া সদ্গোপজাতিকে বৈশ্য স্থলাভিষিক্ত করা হয়। যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঐ সকল প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের নাম নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।—

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদিগের নাম।

নবদ্বীপনিবাসী ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ী

হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত,

রামগোপাল সার্ব্বভৌম,

রাধামোহন গোস্বামী।

ত্রিবেণীনিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন,

রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ,

বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন,

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার,

রামানন্দ বাচস্পতি,

মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার,

প্রাণনাথ ন্যায় পঞ্চানন,

শঙ্কর তর্কবাগীশ,

রুদ্ররাম তর্কবাগীশ,

কান্ত বিদ্যালঙ্কার,

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার,

শিবরাম বাচস্পতি,

কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি।

তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মিথিলা, উৎকল ও বারাণসী দেশনিবাসী পণ্ডিতদিগের নাম।

সদারাম দশাশ্বমেধী,

লক্ষ্মণ উপাধ্যায়,

শঙ্কর চতুর্ব্বেদী।

তৈলঙ্গ ও দ্রাবীড় দেশীয় পণ্ডিত।

রামবরণ সামাধ্যায়ী,

রামশরণ ত্রিবেদী,

গঙ্গারাম সরস্বতী।

শাস্ত্রে লিখিত আছে;—

যজ্ঞমাত্রেই রাজাকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিকে মাল্যচন্দন প্রদান পূর্ব্বক বরণ করিতে হয়, এবং বহু যত্ন ও সম্মানের সহিত ভোজন করাইতে হয় এই উভয় যজ্ঞেও ঐরূপ আবশ্যক হইয়াছিল।

এই যজ্ঞে রাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি ত্রিলোকচাঁদ বাহাদুরের কোন জ্ঞাতির পুত্র বীরেন্দ্রসিংহ বর্ম্মন্ বাহাদুর ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত হইয়া সম্মানিত ও কৃষ্ণপাড়া নিবাসী সদ্গোপ কুলোদ্ভব নরোত্তম পাল বৈশ্যস্থানীয় হইয়া বরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই যজ্ঞে চতুষ্পাঠীধারী, শাস্ত্রব্যবসায়ী কোন ব্রাহ্মণ অনিমন্ত্রিত ছিলেন না এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতও এবিষয় সম্যক্ বিদিত ছিলেন; আমরা ইহা

লোক পরম্পরা শুনিয়া আসিতেছি। কায়স্থবান্ধব অন্ধের চক্ষুর্দানকার ঐ যজ্ঞীয় সভার বিবরণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ সভা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভার তুল্য, ইহাও বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি "কায়স্থ ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত হন ও গোয়ালা শূদ্রের স্থলাভিষিক্ত হয়" এই দুইটি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত।

ঊরব্যা ঊরুজা আর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশো বিশঃ।
আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তির্বর্ত্তনজীবনে॥
ক্ষেত্রাজীবঃ কর্ষকশ্চ কৃষকশ্চ কৃষীবলঃ।
গোপে গোপাল গোসংখ্য গোধুগাভীর বল্লবাঃ (পল্লবাঃ)।
গোমহিষ্যাদিকং পাদবন্ধনং দ্বৌ গবীশ্বরে॥ (ইত্যমরঃ)

গো কৃষি ও পশুপালন বৃত্তি অমরসিংহের সময় শূদ্র বা বর্ণশঙ্কর জাতিতে ন্যস্ত ছিল না। এই সকল বৃত্তি বৈশ্যদিগের জাতীয় বৃত্তি ছিল। আমাদিগের বিবেচনায় আভীরও পল্লবগোপ, ইহারাও অমরসিংহের সময় বৈশ্যজাতি হইতে স্বতন্ত্র জাতি ছিল না; এই জন্যই তিনি গো ও কৃষিবৃত্তিধারী জাতি মাত্রকেই বৈশ্যবর্গের অন্তর্গত করিয়াছেন।

বৃষভানুশ্চ বৈশ্যস্য সা চ কন্যা বভূব হ।
সার্দ্ধং রায়াণ বৈশ্যেন তৎসম্বন্ধং চকার সঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড।

বরাহকল্পে শ্রীমতী রাধিকাও গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া বৃষভানু নামক বৈশ্যের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে বৃষভানু স্বীয় কন্যা রাধিকাকে নবযৌবনা দেখিয়া রায়াণ বৈশ্যের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

পাঠক মহাশয়গণ! দেখুন, বৃষভানু, রায়াণ, নন্দ আদি ব্যক্তিদিগকে সাধারণে গোপ (গোয়ালা) বলিয়া জানেন; কিন্তু এই মহাপুরাণে (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে) তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ২৪শ অধ্যায়ে ২১শ শ্লোকে শ্রীনন্দ সুত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তূর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়ো নিশম্।

কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদগ্রহণ এই চারিটী বৈশ্যের কার্য্য। এই সকলের মধ্যে আমাদিগের গোবৃত্তি হেতু আমরা বৈশ্যজাতি হইতেছি।

কায়স্থ বান্ধব শ্রীযুক্ত রাধিকাকিশোর বসু বর্ম্মণ রায় চৌধূরী তদীয় পুস্তকের (কবিরাজ চৌধূরী সংহিতার) ১০ পৃ. লিখিয়াছেন, সুবর্ণ বণিক সুবর্ণ ব্যবসায়ী বলিয়া সুবর্ণ বণিক আখ্যা পাইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ জাতিতে বৈশ্য, যেমন ব্রজের নন্দমহাশয় বৈশ্যজাতি, কিন্তু গোপালনবৃত্তি ছিল বলিয়া গোপ আখ্যা পাইয়াছিলেন, যথা হরিনামামৃতে—

"নন্দো বৈশ্যো গোপালনাৎ গোপঃ"—ইতি।

এই যুক্তি অনুসারে সদ্‌গোপ গোপালন হেতু গোপ নামে অভিহিত হইতেছেন।

"সেই পশুপালগণ চৌবিধ প্রকার।
বৈশ্য আভীর, পল্লব গুজ্জার॥
দেব পল্লব পর্য্যায় গোবৃত্তি মাত্র করে।
পশুপাল শ্রেষ্ঠ সেই বৈশ্য কহি তারে॥

তথাহি—"দেব পল্লব পর্য্যায়া যদুবংশ সমুদ্ভবাঃ।
প্রয়োগ বৃত্তয়ো মুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতাঃ॥
মহিষাদি বৃত্তি করে ঘোষাদি পর্য্যায়।
বৈশ্য হৈতে ন্যূন জাতি আভীর কহায়।

তথাহি।—ঘোষাদি শব্দ পর্য্যায়া গোমহিষাদি বৃত্তয়ঃ।
আচারাদ্যা ন তৎ সাম্যা আভীরাশ্চ স্মৃতা ইমে॥"—ইতি।
পুষ্ট অঙ্গ ছাগাদি যে পশুবৃত্তি করে।
গোষ্ঠ প্রান্তে রহয়ে গুজ্জর কহি তারে॥

তথাহি।—কিঞ্চিদাভীরতো ন্যূনা শ্ছাগাদি পশুবৃত্তয়ঃ।
গোষ্ঠ প্রান্ত কৃতাবাসাঃ পুষ্টাঙ্গা গুজ্জরাঃ স্মৃতাঃ।
ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতসার।

কায়স্থ বান্ধব শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বাবু তিন প্রকার বর্ণ সঙ্কর গোপের কথা বলিয়াছেন, পরাশরোক্ত গোপ, মনূক্ত গোপ ও পরশুরাম পদ্ধতি উক্ত গোপ। এই তিন প্রকার গোপের মধ্যে পরাশর উক্ত গোপই প্রধান গোপ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, পরাশর বলেন, শূদ্র কন্যার গর্ভে যে গোপ জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত অর্থাৎ দীক্ষা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, নামকরণ, বিবাহাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের অন্ন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিবে। কায়স্থপুরাণ ২য় ভাগ ৩১১ পৃষ্ঠা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণ গোপান্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইনি এই গোপকে শূদ্র বলিয়াছেন। বর্ণ সঙ্কর জাতি শূদ্র, কিন্তু যে বর্ণ সঙ্কর গোপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে মিতাক্ষরার মতে সেই গোপই আচরণীয় গোপ।

মনূক্ত গোপ আভীর গোপ ইহা সকলেই জানেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে আর অম্বষ্ঠার গর্ভে যে গোপের জন্ম সেই গোপই আভীর গোপ আর পরশুরাম পদ্ধতিতে যে গোপের কথায় উল্লেখ আছে অর্থাৎ মণিবন্ধার গর্ভে ও তন্তুবায়ের ঔরসে যে এক প্রকার গোপ জন্মিয়াছে ঐ গোপকে ঘড়িয়ালে গোপ কহে। শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি একরকম গোপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদিগকে ভোঁগা গোয়ালা কহে। তাহাদিগের গরুদাগাবৃত্তি। ইহারা সমাজে অস্পৃশ্য জাতি। আভীর গোপ আর পরাশর উক্ত গোপ উভয়েরই গোপালন বৃত্তি। ইহাদিগের সকলেরই দধি দুগ্ধ বিক্রয় ব্যবসায়। শশী বাবু সৌভাগ্য ক্রমে সদ্গোপ জাতিকে উপরি-উক্ত তিন প্রকার বর্ণসঙ্কর গোপ হইতে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ফলে তিনি সদ্গোপ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ পরে যাহাই বলুন; তিনি সদ্গোপ জাতিকে সকল প্রকার বর্ণ সঙ্কর গোপ হইতে

পৃথক রাখিয়াছেন। তিনি যদি একবারে স্বীকার করিতেন, সৎগোপ বৈশ্য জাতি, তাহাহইলে আর কোন কথাই ছিল না।

"গবাং পালনেন যো জীবতি।"

বৈশ্য গোপালন হেতু গোপ শব্দ বাচ্য; সদাচার সম্পন্নহেতু সদ্গোপ। এই রূপ পল্লব গোপই পরাশর উক্ত গোপ আর আভীর গোপ ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম হেতু উৎকৃষ্ট জাতি হইতেছেন। এইজন্যই আভীর গোপ পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নীচেই, বৈশ্যর সমান ও কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্র জাতির উপর।

গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যনুজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ন নুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥

যাঁহারা (গোবৃত্তি) গোপালন অবলম্বন করিয়াছিলেম এবং কৃষিজীবী ছিলেম, সেই স্বধর্ম্ম ত্যক্ত (ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ত্যক্ত) পীত বর্ণ দ্বিজেরা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেম।

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদ্দান রুচিঃ.শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ সঃ বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

পদ্মপুরাণ।

যাহারা পশুপালন ও কৃষি কর্ম্মে রত ছিলেন এবং শুচি ও বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ছিলেন তাঁহারাই বৈশ্য হইয়াছেন।

বৈশ্যস্য চ প্রবক্ষ্যামি যো'ধর্ম্মো বেদ সম্মতঃ।
দান মধ্যয়নং শৌচঃ যজ্ঞশ্চ ধন সঞ্চয়ঃ॥
পালয়েচ্চ পশূন্ বৈশ্যঃ পিতৃবদ্ ধর্ম্ম মর্জয়ন্।
বিধর্ম্মং তন্তবেদন্যৎ কর্ম্ম যৎ স সমাচরেৎ॥

বৈশ্যের বেদ সম্মত ধর্ম্ম; দান, অধ্যয়ন, শৌচ, যজ্ঞ, ধনসঞ্চয় এই সকল বৈশ্যের ধর্ম্ম। বৈশ্য পশুগণকে পিতার ন্যায় পালন করিবে এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন করিবে। ইহার অন্যথা বৈশ্যের অযথা কর্ম্ম, যাহা সৎকর্ম্ম তাহা আচরণ করিবে।

সদ্গোপ জাতির মধ্যে এই সকল উপরি-উক্ত নিয়ম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহাঁরা পলাণ্ডু যব তিল সরিষা ও মুল প্রভৃতি

আনাজ প্রস্তুত ও অন্যান্য বৈশ্য নিষিদ্ধ কার্য্য কুত্রাপি করেন না ; এমন কি শাস্ত্রে বৈশ্যগণ কদাচ নিম্নভূমি কর্ষণ করিবেন না এইরূপ শাসন আছে। সদ্গোপ জাতিকে কখন অপবিত্র নিম্নভূমি চাষ করিতে দেখা যায় না। প্রবাদ আছে ; এইজন্য ইহাঁরা পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী স্থানে কখন গমন বা বাস করেন নাই। এইজন্যই স্বধর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যখন প্রথমে সিদ্ধ তণ্ডুল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন (যথা ত্রিবেণীর দমদমার ও বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ), তখন তাঁহারা এই জাতিকে বহু পূর্ব্বাবধিই কৃষাণ রাখিতেন। ইহাদিগদ্বারা প্রস্তুত করা সিদ্ধ তণ্ডুল প্রথমে এদেশে চলিত হয়। ইহারা শূদ্র হইলে তৎকালে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের প্রস্তুত করা চাউল ব্যবহার করিতেন না।

মহাভারতে লেখা আছে, বৈশ্য অন্যের ছয়ধেনুর রক্ষক হইলে একটীর দুগ্ধ, শতধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটী গোমিথুন ; অন্যের ধন লইয়া তেজারতি করিলে লব্ধ ধনের সপ্তমভাগ এবং কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের এক অংশ আপনার বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিবে। সদ্গোপ কৃষাণ এইরূপ বেতন লইয়া ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করেন। সম্পন্নদিগের ধান্যবাড়ি দেওয়াই ইহাঁদিগের প্রধান তেজারতি। ইহাঁরা সকল গ্রামের মণ্ডল প্রধান। জৌগ্রামের পাল বংশীয়রা, ঐ গ্রামে বহু সংখ্যক কায়স্থ শূদ্রের বাস থাকিলেও উহাঁরা সকলের অগ্রগণ্য। সদ্গোপ জাতীয় কোন কোন বংশের এপর্য্যন্ত যজ্ঞোপবীত দেখা যায়। মানকরের নিকট অমরাগড়ের রায় বংশীয়েরা এক্ষণ পর্য্যন্ত তত্তৎস্থানে ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্রে অন্ন আহার পর্য্যন্ত সামাজিক রূপে করিয়া থাকেন ; কেবল একটী ভিন্ন পংক্তি মাত্র। ইহাতে তত্তৎস্থানের ব্রাহ্মণগণের কোন আপত্তি নাই।

অনেক স্থলের সদ্গোপ নবশায়ক শূদ্র কায়স্থ প্রভৃতির বাটীতে জল পান পর্য্যন্ত করেন না এবং উহাঁদিগের হুঁকা পর্য্যন্ত আলাহিদা।

ইহাঁরা চিরকালই বাহ্য ও প্রশংসিত জাতি। স্মৃতি শাস্ত্রে যে সকল অন্ত্যজ নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া উল্লেখ আছে তন্মধ্যে এই জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা ব্যাস সংহিতায়াং,—

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্ কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ।
বরাট মেদ চণ্ডাল দাসশ্বপচ কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ॥

ব্যাসসংহিতার সঙ্কীর্ণ জাতি প্রকরণে উল্লেখ করা হইয়াছে, বর্দ্ধকী (সূত্রধার), নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলক ইহারা অন্ত্যজ জাতি এবং গবাশনা জাতিও অন্ত্যজ। প্রধান স্মৃতি কর্ত্তা মনু সমস্ত জাতির পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা, ধর্ম্ম, বৃত্তি, আশ্রম বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু এই জাতি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন্ নাই। ইহাতেই উপলব্ধি হয় সদ্গোপ কথাটী আধুনিক শব্দ মাত্র। যাহা হউক ইতিহাসাদিতে দৃষ্ট হয় অতি প্রাচীন কালাবধি গোপ জাতির কথা উল্লেখ আছে। মহাভারত পদ্মপুরাণ প্রভৃতি সকল স্থানেই গোপ জাতির কথা পাওয়া যায়। যদি বল সদ্গোপ বর্ণ সঙ্কর জাতি বিশেষ। গোপ আর সদ্গোপ একার্থ বোধক শব্দ, কেবল গোপের মধ্যে প্রধান; গোপের শ্রেষ্ঠ এইরূপ মাত্র, এই জন্যই শাস্ত্রকারকেরা সদ্গোপ বলিয়া স্বতন্ত্র উল্লেখ করেন নাই; আর ইহাদিগের জন্য নূতন বিধি ব্যবস্থাও দেন নাই। শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বর্ণ সঙ্কর গোপের কথাও লেখা আছে কিন্তু তাহাদিগকে কেহ সদ্গোপ বলে নাই।

যদি কেহ এইরূপ কুটতর্ক উপস্থিত করেন যে সদ্গোপ জাতি বৈশ্যের সমস্ত কার্য্য করিতেছে, প্রধানতঃ চিরকাল কৃষি ও গো পালন বৃত্তি বলিয়া বৈশ্য জাতি প্রমাণ হইলে পশ্চিমাঞ্চলীয় কৈরি, কুন্‌বী, নূনহার; উৎকল খণ্ডের তাশা, যাহারা নৌকা বহন ও চাসবাস করে, রজপুত, একাদশ ও দ্বাদশ তিলি, উগ্র (আগুরি), পোদ, বারুই,

চণ্ডাল, কপালী, কৈবর্ত্ত সকলেই ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা সকলেইত বৈশ্য জাতি হইতে পারে।

উত্তর ;—

* * * গৃহস্থ্যস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্ম সাধারণং যৎ স্যাৎ চাতুর্ব্বর্ণাশ্রমাগতম্
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্র স্তথা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম্ ॥
বৈশ্য ও শূদ্র কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প কর্ম্ম করিবে।

এই কলিকালে যখন শূদ্র কৃষিকার্য্য করিবে তখন সদ্গোপ শূদ্রা নহে তাহার প্রমাণ; কলিতে ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন তাই বলিয়া কি কৃষি বৃত্তি ব্রাহ্মণের জাতীয় বৃত্তি হইবে?

শূদ্রাণাঞ্চ প্রতিগ্রাহী শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ।
অসিজীবী মসিজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্ প্রকৃতিখণ্ডম্।

মসিজীবী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ লেখনী চালন দ্বারা (অর্থাৎ মুহুরী বা কেরাণী গিরি করিয়া) জীবিকা নির্ব্বাহ করেন সেই ব্রাহ্মণ বিষহীন উরগের ন্যায় ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন। উপরিউক্ত জাতির মধ্যে কৈবর্ত্ত জাতিকে এক্ষণে চাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাই বলিয়াই কি কৃষি বৃত্তি কৈবর্ত্তদিগের জাতীয় বৃত্তি হইবে?

* * * কৈবর্ত্তে দাসধীবরৌ।——অমর।
নিষাদো মার্গবৎস্থতে দশাং নৌকর্ম্মজীবিনং।
কৈবর্ত্ত মিতি সংপ্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥ (মনু)

তিলি ;—পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়। বারুই ;—পান বিক্রয় নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়। উগ্র ক্ষত্রিয় ;—অন্তঃপুর রক্ষা ধনধান্য রক্ষা ও দ্বিজাতির সেবা নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়। ইতি মনু।

ইহাদিগের কৃষি ও গো পালনবৃত্তি কখনই ছিল না। কৃষি ও

গোপালন বৃত্তি কখনই শূদ্র বৃত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই। কৃষি ও গোপালন বৃত্তি সদ্গোপেরই নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বলিয়া উপলব্ধি হয়।

সদ্গোপ জাতি যে বৈশ্য তৎসম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ভরত শিরোমণি মহাশয়ের মত ;—

"ইহারা বৈশ্য। ধর্ম্মবিপ্লবে এবং রাজবিপ্লবে এক্ষণে শূদ্রবৎ হইয়াছে। শাস্ত্রে এই জাতিকে বর্ণসঙ্কর দেখা যায় না। ইহারা আবহমান কাল পর্য্যন্ত বৈশ্যবৃত্তিধারী। ইহাদের মধ্যে রাজা রাজবল্লভের মত কোন প্রতাপশালী রাজা থাকিলে ইহারা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বৈশ্যধর্ম্মে থাকিতে পারিত। ইহারা বৈশ্য জাতি তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

হুগলির অন্তঃপাতী মালিপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা অযোধ্যানাথ পাকড়াশী যিনি কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য ছিলেন ; তাঁহার মতে সদ্গোপ আর ভূমিকর্ষক গোপ একার্থবোধক শব্দ।

বৈদিক প্রমাণানুসারে ইহাঁরাই বৈশ্য আর্য্য তৃতীয় বর্ণ। অর্য্য শব্দের অর্থ কৃষি এবং অর্য্য শব্দ হইতেই আর্য্য নামের সৃষ্টি হয়।

হল দ্বারা ভূমিকর্ষণ করাই আর্য্যদিগের প্রথম বৃত্তি (occupation) এবং এই বৃত্তি তৎকালে ভ্রমণকারী ব্যক্তি (wandering people) দিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, অর্থাৎ আর্য্যেরা ভূমি কর্ষণদ্বারা শস্য উৎপাদন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই আর দেশে দেশে ভ্রমণ করেন নাই, এক স্থানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এই জন্যই এই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি হইতে তাঁহারা আর্য্য নামে অভিহিত হইলেন। বিশ শব্দ হইতে বৈশ্য শব্দের উৎপত্তি। বিশ শব্দে প্রজা ও কৃষক। এই সাধারণ ব্যক্তিবাচক শব্দ হইতে রাজা ও ঋত্বিক হইল। পরে অবশিষ্ট এক সম্প্রদায় যাঁহারা কৃষি ও গোরক্ষণ কার্য্যে সুনিপুণ হইয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিলেন না তাঁহারাই পরে বৈশ্য নামে খ্যাত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিক শত্রুদ্বারা বেষ্টিত থাকা প্রযুক্ত আর্য্যদিগের বহির্ব্বাণিজ্য আদৌ ছিল না। পরে বৈশ্য জাতিকে ভগবান্ মনু গোপ গোপতি ও

গোস্বামী পদবী প্রদান করিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে এই জাতি এক্ষণে বণিক্ নামে বিখ্যাত; বঙ্গদেশে ইহাঁদিগকে সৎগোপ কহে। বোধ হয় বঙ্গসমাজপতিরা মনুর স্মৃতি অনুযায়িক এই জাতিকে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ রাখিবার জন্যই গোপ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে মনুর স্মৃতি এদেশের ন্যায় প্রচলিত নহে, এই জন্যই বোধ হয় সেই স্থানের বৈশ্য জাতি গোপ নাম পরিত্যাগ করিয়া বণিক্ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

গোপ ও সদ্গোপ যে বিভিন্ন জাতি এতৎসম্বন্ধে বহরমপুর নিবাসী কায়স্থ জাতীয় সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহোদয় আমাদিগের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন,—"বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত গোপ এবং অন্যান্য বর্ণসঙ্কর জাতির যে সম্বন্ধ তাহা নিম্নে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড দশম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইল।

উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্ব্বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১৬॥
গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককুবরৌ।
তাম্বূলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বণিকজাতয়ঃ।
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৭॥

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রেও গোপ জাতির এইরূপ উৎপত্তি লিখিত আছে। গোপ ও সদ্গোপ জাতি ভিন্ন। গোপ গোয়ালা অর্থাৎ দধি দুগ্ধের যাহারা ব্যবসায় করে।

দধিক্ষীরয়োঃ তক্রাণাং বিক্রয়া জ্জীবনং ভবেৎ।
সদ্গোপ কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী।"

বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাদিগের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন—

"নন্দ ঘোষ বৈশ্য জাতি। তাহার প্রমাণ ভাগবতের দশমস্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা নষ্ট করিয়া গোপরাজকে কহিলেন,—

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যোরক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥

কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুশীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়ো হনিশং॥

শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে কহিলেন,—আমরা বৈশ্য জাতি, বৈশ্যজাতির চারিপ্রকার বৃত্তির মধ্যে আমরা গোপালন করিয়া থাকি। ঐ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে পশুপাঙ্গজায় এই শব্দ প্রয়োগ আছে। ঐ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে।

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতং।

এই স্থানে স্বামী লিখিয়াছেন সখা। মাধবাচার্য্য লিখেন ভ্রাতরং। এই শব্দের টীকায় 'বৈশ্যকন্যায়াং শূরঃ বৈমাত্রেয়ভ্রাতুর্জাতত্বাৎ' ইতি। লিখিত আছে। গোপশব্দে বৈশ্যজাতি"।

কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতার ৮৮ পৃষ্ঠায় বৈশ্য সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত Rev. K. M. Banerjee যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

আমার মতে আদৌ আর্য্যবংশীয় সাধারণ জনগণ বিশ্‌শব্দ বাচ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ মাত্র পাঠ এবং বিহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন তাঁহারা ঋত্বিক ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু তৎকালে বর্ণ ভেদ ছিল না, কেবল কার্য্যবশতঃ তাঁহারা উপাধি প্রাপ্ত হইতেন।

আর্য্যবংশীয় জনগণ অন্য জাতিকে প্রায় মনুষ্যজ্ঞান করিতেন না, তন্নিমিত্ত অনার্য্য জাতি ব্যতিরেকে সকল মনুষ্যই বিশ্‌ শব্দ বাচ্য ছিল।

বোধহয় সেই কারণ মনুষ্যের সমুচ্চয় বিশ্‌ হইতে 'বিশ্ব শব্দ' উৎপন্ন হয় আর 'বিশাম্পতি' শব্দও ঐ রূপে উৎপন্ন হয়। আর্য্য জনগণ বাচক বিশ্‌ শব্দ হইতে বৈশ্য উৎপন্ন হইয়া 'ঋত্বিক ব্রাহ্মণ' বাচ্য যাজকগণ ভিন্ন, আর্য্য ব্যক্তিবাচক ছিল। অপর তৎকালে অনার্য্যজাতি অমনুষ্যবৎ গৃহীত হওয়াতে বিশ্‌ শব্দ সুতরাং মনুষ্যবাচক হইয়া উঠিল। আর 'কৃষ্টি,' 'চর্ষণি' প্রভৃতি শব্দ ভূমিকর্ষণকুশল ব্যক্তির পর্য্যায়, মনুষ্যবাচক হওয়াতে বিশ্‌ শব্দও সুতরাং কৃষ্টি ও চর্ষণির পর্য্যায় হইল। এইরূপে বৈদিক প্রয়োগানুসারে বোধ হয় বিশ

হইতে উৎপন্ন বৈশ্য শব্দ আদৌ ভূমিকর্ষক গোপবাচ্য ছিল, পরে বাণিজ্য ব্যবসায়ের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হইলে সধন বৈশ্যেরা ভূমি কর্ষণকে হীন কার্য্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায়কে বিশেষরূপে স্বকীয় ধর্ম্মজ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশীয় সদ্গোপদিগের কুলীন, মৌলিক ও কৌলীন্য প্রথা।

সদ্গোপদিগের কুলীনগণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাঁদিগের বংশমর্য্যাদা অনুসারে কৌলীন্যের তারতম্য সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বশ্রেণী কুলীন, ইহাঁরা ইতিপূর্ব্বে কনোজাধিপতির পঞ্চবিংশতি অমাত্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং ইহাঁরা সকলে অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি ছিলেন।

জয়শূর, ইনি সুবিখ্যাত শূরবংশ হইতে উদ্ভুত। এই বংশের সহিত যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত শূর রাজার বিশেষ সৌহৃদ্দ্য ছিল। এই বংশ পরমধার্ম্মিক ও প্রতিজ্ঞাপালক। ইহাঁরা রাজসভায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রাড়্‌বিবাকের অনুপস্থিতিতে প্রাড়্‌বিবাকের কার্য্য করিতেন এবং ইহাঁরা অত্যন্ত সাহসী এই জন্য সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ কর্ণাটাধিপতি ইহাঁদিগকে শূর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাঁরা মথুরাবাসী বলিয়া বৈশ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কুলীন। ইহাঁর ৭ পুত্র হয়,—রাম, লক্ষ্মণ, গঙ্গাধর, গণপতি, ভীম, কুবের ও তপন। রাম অপুত্রক হইয়া পরলোক গমন করেন। সেই জন্যই লক্ষ্মণের সন্তানেরাই প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা চম্পাবতী (চাঁপারই) গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

নারায়ণ :—এই বংশীয়েরা চিরকাল গুরুতর রাজ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং রাজ্যের যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির নিগূঢ় বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া রাজাকে পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট রাখিতেন এই জন্য মহারাজ তাঁহাদিগকে নিয়োগী নামে খ্যাত্যাপন্ন করিলেন। They had considerable influence in affairs of state. ইহাঁর সন্তানেরা, বঙ্গদেশে আসিয়া দাধা নামক গ্রামে বাস করেন।

কৃষ্ণ :—এই বংশ চিরকাল ধনধান্যসম্পন্ন। এই বংশীয়দের উপর চিরকাল রাজার গোপনীয় কার্য্যের ভার ছিল। ইহাঁদিগকে রাজা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইহাঁরা মণ্ডলেশ্বর এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। রাজকোষের ধনের অভাব হইলে ইহাঁরা রাজাকে অর্থ প্রদানে সাহায্য করিতেন। ইহাঁরা অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়া রাজা ইহাঁদিগকে বিশ্বাস উপাধি দিয়াছেন। ইহাঁর সন্তানেরা, বঙ্গদেশের ব্যাঘ্রনন্দা (বাঘনান) গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

লক্ষপতি:—এই বংশের সকলেই রাজার পাত্র ও মহাপাত্র ছিলেন। ইহাঁরা বহু লোকের পুষ্টিসাধন ও পালন করিয়া থাকেন, এই জন্যই পাল নামে খ্যাত হইয়াছেন।

ধনপতি ;—ইনি রায় ; রায় সংস্কৃত রৈ শব্দের অপভ্রংশ ; রায় ও রেয়ান পারস্য রৈ শব্দেরও অপভ্রংশ বটে ; রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায়। ইহাঁরা অত্যন্ত ধনী ছিলেন। এই জন্য মহারাজ ইহাঁদিগকে রায় উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

এই উপরি-উক্ত পঞ্চজনের মধ্যে তিন জন প্রধান কুলীন, অবশিষ্ট দুই জন লক্ষপতি ও ধনপতি মধ্যম। পূর্ব্বোক্ত তিন জন নবগুণবিশিষ্ট আর অবশিষ্ট দুই জন গুণের তারতম্য অনুসারে মধ্যম হইয়াছেন। ইঁহারা কৌলীন্য, আভিজাত্য, প্রিয়ভাষিতা, বাক্‌শক্তি, কার্য্যপটুতা ও যথোক্তবাদিতায় বিশেষ খ্যাত ছিলেন। ইহাঁরা বিজ্ঞানবিৎ, কৃষি ও শিল্পবিদ্যাবিশারদ, রজত, কাঞ্চন, প্রবাল, চুনি প্রভৃতির পরীক্ষা বিষয়ে সম্যক্ পারদর্শী এবং ইহাঁরা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান, ধৈর্য্য ও লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম ও কুলীন।

কুলজ্ঞদিগের কারিকা অনুসারে উপরি-উক্ত পঞ্চ শ্রেষ্ঠ কুলীন বৈশ্য বঙ্গাধিপ আদিশূর রাজার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত এবং কর্ণাটাধিপতি দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহা কবি ভট্ট শালিবাহন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"গৌড়েশ্বরো মহারাজা রাজসূয় মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ ॥"

উপরোক্ত বচনানুসারে আদিশূরের যজ্ঞে দুই প্রকার দ্বিজের আগমনের কথা পাওয়া যায় অর্থাৎ এই যজ্ঞে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চজন বৈশ্যজাতীয় আগমন করিয়াছিলেন এই বিষয় দেবীবরের বচনের সহিত ঐক্য হইতেছে যথা ;—

"অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থং নির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরি স্থিতং ॥"

দ্বিজোত্তম শব্দের অর্থ দ্বিজের মধ্যে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আদিশূর রাজার যজ্ঞে যে কয়জন দ্বিজ আসিয়াছিলেন তাহাঁদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ। দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়কেই বুঝায়, এই হেতু প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ যজ্ঞে সমাগত দশ জন দ্বিজের মধ্যে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও অপর পঞ্চ জন বৈশ্য। পূর্ব্বোক্ত কুলীনগণই ঐ বৈশ্য হইতেছেন।

কুলজ্ঞদিগের কারিকা অনুসারে এবং এই কুলীন বংশের পুরুষ পরম্পরায় এইরূপ শুনিয়া আসা যাইতেছে যে, ইঁহারা রাজার দ্বারা সম্মানিত হইবার পর ব্রাহ্মণদিগের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পরে সমাজে অপমানিত হইয়া বঙ্গরাষ্ট্রে পুনরাগমন করেন, কিন্তু বঙ্গ খণ্ডের অধিকতর স্থানে নিম্নভূমি থাকা বিধায় অর্থাৎ ধর্ম্মোক্ত চাসোপযুক্ত ভূমি না থাকায় ইঁহারা রাঢ় খণ্ডে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারা বঙ্গ বিভাগে বাস না করা হেতু ইঁহাদিগের সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হইলে এবং সদাচারসম্পন্ন থাকিলেও বল্লাল ভূপতি ইঁহাদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদার সমীকরণ করেন নাই। ইহাঁদিগের

মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে ইহাঁদের বল্লালী কুল, কিন্তু আমরা তাহার কোন প্রমাণ পাই না।

যাহা হউক ঐ পঞ্চ কুলীনান্তর্গত শূর উপাধিধারী প্রথমে বিগিটি গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। নিয়োগী উপাধিধারী প্রথমে দাধাগ্রামে আসিয়া বাস করেন; পরে চাপারই গ্রামে যান। বিশ্বাস উপাধিধারী প্রথমে পুষ্পগ্রামে আসিয়া বসতি করেন, পরে ঐ গ্রামের নাম বিশ্বাসপল্লী রাখেন, এক্ষণে উহাকে বিশ্পাড়া কহে। পরে ইহাঁরা বাগনানে যান। মধ্যম শ্রেণীর কুলীনের মধ্যে লক্ষপতি পোল্বা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই জন্য পোলবার পালই সর্ব্ব প্রধান। ধনপতি রায় বীরভূম জেলান্তর্গত পঞ্চকোটী গ্রামে বাস করেন এবং তদবধি পঞ্চকোটীর রায়েরাই শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে ইহাঁরা রায় চৌধূরী নামে প্রসিদ্ধ। আমেষ্টটীর নিয়োগী মৌলিক ও এলাটীর পাল নিকৃষ্ট।

পশ্চিম শ্রেণীর কুলীন,—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, বাসুদেব যুধিষ্ঠির সংবাদে ইহাঁদিগের বিষয় বিশেষ করিয়া লেখা আছে। ইহাঁরা সকলেই এক এক জন এক এক রাজার সন্তান। ইহাঁরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে রাঢ় দেশে অর্থাৎ বীরভূম ও বর্দ্ধমানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিয়া বাস করেন। "পৃথিবী পরশুরামের দ্বারা একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করা হইলে পৃথিবী দুরাত্মাদিগের দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মনস্বী কশ্যপ পৃথিবীরে ভীত মনে রসাতলে ধাবমানা দেখিয়া উরুদ্বারা অবরোধ করিলেন। তৎকালে কশ্যপের উরুদ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হইয়াছে। অনন্তর অবনী কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় রক্ষা বিধানার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিলেন, আমি হৈহয় বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তান সমুদয় রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারাই আমারে রক্ষা করুন। পৌরবগণের জাতি বিদূরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান পর্ব্বতে ভল্লুক দিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজস্বী মহর্ষি পরাশর

অনুকম্পাপরবশ হইয়া সৌদাসপুত্রকে রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রত্যর্দ্দনের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বৎস বিদ্যমান আছেন। তিনি গোষ্ঠে বৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গোসমুদয়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। উহাঁর নাম গোপতি। দধিবাহনের পৌত্র দিবিরথের পুত্র মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক ভাগীরথীতীরে রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভূতসম্পৎশালী বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। আর মহাসাগর মরুত্ত বংশীয় দেবরাজসদৃশ বলবিক্রমসম্পন্ন বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয়কুমারকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রাজকুমার এক্ষণে স্বুবর্ণকার জাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত।

এই রাজসন্তানদিগের মধ্যে বৎস রাজা গোষ্ঠে গোবৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হন বলিয়া গোপ নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং কন্‌কনা দেশের অধিপতি ছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম কন্‌কনানাথ, ইতর ভাষায় কাঁকশা বলে। এই বৎস রাজার বংশীয়েরা পানিগড় ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে আসিয়া বাস করেন, পরে ঐ স্থানের কাঁকশাগড় নাম প্রদান করেন। এই বংশের কুলুজী গ্রন্থমতে ইহাঁরা দক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নামানুসারে কাঁকশা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগের সাধারণ পদবী, সিংহ ও রায়। ইহাঁদিগের নাম ও পদবীর অন্তে কাঁকশা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বঙ্গদেশে প্রথমে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার নাম ভবানীপতি কাঁকশা। তৎপুত্র বরেন্দ্র সিংহ কাঁকশা, তস্য পুত্র জয় সিংহ, তস্য পুত্র সুরেন্দ্র সিংহ, তস্য পুত্র নীলকণ্ঠ, তস্য পুত্র চন্দ্রকান্ত, তস্য পুত্র বিনোদবিহারী সিংহ কাঁকশা। ইহাঁরা সকলেই শৈব। ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভবানীপতি কাঁকশার প্রতিষ্ঠিত কঙ্কেশ্বর নামক এক শিবলিঙ্গ অদ্যাবধি কাঁকশাগড়ে বর্ত্তমান আছেন। ইনি উহাঁদিগের কুলদেবতা; তন্নিমিত্ত প্রচুর

দেবোত্তর ভূমি দান করা আছে এবং অদ্যাপি ঐ শিবলিঙ্গের মহাধূমধামে ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। ঐ কাঁকশা বংশীয় কুলীন সদ্গোপদিগের সন্তানাদির বিবাহ হইলে ঐ কঙ্কেশ্বর দেবকে তাঁহারা একটি বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা কুলদেবতার পূজা বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে।

"মহারাজ শিবির পুত্র গোসমুদয়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া উঁহার নাম গোপতি।" এই শিবি রাজার বংশের মধ্যে শিবাদিত্য সিংহ প্রথম রাঢ়খণ্ডে আসিয়া বাস করেন। ইনি একজন প্রভূত সম্পৎশালী রাজা ছিলেন। এই বংশাবতংসদিগকে চলিত ভাষায় শিউরে কুলীন কহে। ইহাঁদিগের বংশ কুলজী মতে ইহাঁরা পূর্ব্বে পঞ্জাব হইতে আসিয়া বর্ত্তমান বোলপুর ও আমোদপুর ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী বক্কেশ্বর নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করেন। শিবাদিত্যের পুত্রের নাম রণাদিত্য। ইঁহার তিন পুত্র—প্রতাপচাঁদ, জগদ্বন্ধু ও দুর্গাদাস। জগদ্বন্ধুর দুই পুত্র—শ্যামদাস ও চণ্ডিদাস। এই বংশের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল সিংহ, রাজনাম অমর সিংহ বাহাদুর। এতৎ শ্রেণীর তিনটী কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা পূর্ব্বাপর চিরকাল অভিষিক্ত রাজা অর্থাৎ ইহাঁদিগের রাজটীকা গ্রহণসময়ে ইহাঁরা অভিষিক্ত হইয়া থাকেন এবং ইহাঁদিগের যজ্ঞাদি বৈদিক কাণ্ড সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষ শিবাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরী নাম্নী একটী পাষাণময়ী দশভুজা মূর্ত্তি আছে, ইঁহার অর্চ্চনার্থে বিস্তর দেবোত্তর ভূমি প্রদান করা আছে এবং প্রতি নবমীতে ষোড়শোপচারে ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের বংশাবলীর সন্তানাদির বিবাহে ঐ দেবী মূর্ত্তির একটি বৃত্তি দেওয়া হয় এবং অদ্যাবধি ঐ রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রাচীন রাজবংশের প্রাসাদ আদির ভগ্নাবশেষ এই গ্রামের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। ইহার চতুষ্পার্শ্ব গড়বন্দি। শালগ্রাম শিলা ও অন্যান্য অনেক দেব দেবী মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ঐ স্থানে লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে এই গ্রন্থের এক স্থানে দ্বারপাল

রাজার ও দ্বারবাসিনী দেবীর প্রতিমূর্ত্তির কথা যাহা বলিয়াছি তাহা এই স্থানে বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় ঐ সদ্গোপ দ্বারপাল রাজার সহিত এই বংশের আদান প্রদানে কোন সম্বন্ধ ছিল, সেই জন্যই কোন কারণবশতঃ হুগলির অন্তঃপাতী দ্বারবাসিনী গ্রাম হইতে উপরোক্ত পাষাণমুর্ত্তিদ্বয় ঐ স্থানে নীত হইয়া থাকিবে।

আমাদিগের একটী বন্ধু দ্বারপাল রাজার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এ স্থানে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।—এই দ্বারপাল রাজা, দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মহীপাল রাজার তৃতীয় পুত্র। ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিদ্বেষী থাকায় পিতাদ্বারা নির্ব্বাসিত হন। অদ্যাবধি মালদহের নিকটবর্ত্তী স্থানে কুমার উপাধিধারী অনেক বৈশ্যজাতি বাস করেন। ইহাঁরা সকলেই উপবীতধারী। ঐ বংশের শিব সিংহ নামে একজন রাজা বাঁকুড়া জেলায় গিয়া অবস্থান করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপ জানিতেন এবং সমৃদ্ধিশালী নরপতি ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবিবিদ্যাপতি এই রাজার সভায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই উৎসাহে কবি পদাবলী রচনা করেন।

"পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন।" এই বংশের কুলজী গ্রন্থে লেখা আছে ভল্লুকদিগের পদতলে রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া এই বংশের রাজাদিগের নাম 'ভল্লুকপদ' হইয়াছে। ৮৪৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে রাঘব সিংহ ভল্লুকপদ নামক এক ব্যক্তি সৌরাষ্ট্র দেশ হইতে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকরের নিকট একটী বিস্তৃত বনাকীর্ণ স্থানের নিকট আসিয়া বাস করেন। ঐ বনভাগ এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। কুলজী গ্রন্থে তাঁহাদের অনেক বলবিক্রমের বাহুল্য উক্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে, তিনি একজন সন্ন্যাসীর প্রযত্নে বেদাদি পাঠ করেন। পরে ঐ মহাপুরুষকে গুরুত্বে বরণ করেন; পরে তিনি ভুজবলে অনেক ধনোপার্জ্জন করেন ও উপরোক্ত বন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিপতি হন। পরে তিনি ঐ গ্রামের নাম পুর্ব্বপুরুষের

নামানুসারে ভালকী রাখিলেন। তাহার পর তিনি নীলপুরাধিপতির পরমরূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ঐ কন্যার গর্ভে অলৌকিক পরাক্রমশালী এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম গোপাল রাখিলেন। তিনি ৯৫৫ সালে আষাঢ় মাসে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। গোপাল বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং স্বীয় ভুজবলে ৩৬০ মৌজা অধিকার করিয়া স্বনামানুসারে সমস্ত পরগণার নাম গোপালভূম রাখিলেন; যাহা এক্ষণে গোপভূম নামে বিখ্যাত। এইরূপে পরম সুখে রাজ্যভোগ করিয়া শতক্রতু নামে এক পুত্র রাখিয়া ১০৪২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি কর্ণাহারাধিপতি নীলধ্বজের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, পরে ১১২৫ বঙ্গাব্দে মহেন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। মহেন্দ্র নিজ ভুজবলে পিতৃরাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করেন। তাঁহারই সময় হইতে এই বর্ত্তমান অমরগড় নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি গড়ের চতুর্দ্দিকে সপ্তসংখ্যক বিস্তীর্ণ গড়খাই খনন করাইয়া রাজধানীকে সমধিক দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্র ওড়ম্বরাধিপতি পীতাম্বরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপে মহারাজ মহেন্দ্র পরম সুখে রাজ্য করিয়া আদান প্রদানার্থ নিম্নলিখিত অষ্ট ঘর সমীকরণ করিয়াছিলেন। সুসনে, বৈচি, কির্ণাহার, শিউরে, কাঁকশা, খটঙ্গা, ওড়ম্বর, প্রতিহার। পরে রাজা মহেন্দ্র, যোগেন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া ১১৯৫ বঙ্গাব্দে পরলোক যাত্রা করেন। আমরা বাঙ্গলা ইতিহাসে রাজা মহেন্দ্রের কথা শুনিতে পাই। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিতে রাজা মহেন্দ্রের কথা বিস্তারে লেখা আছে। যখন কাশিমবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের বাটীতে মুরশিদাবাদের নবাব সেরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে সভা আহুত হয় তাহাতে রাজা মহেন্দ্র একজন প্রধান উদ্যোগী। আমরা বলিতে পারি না যে, এই সভাস্থ রাজা মহেন্দ্র অমরগড়ের রাজা মহেন্দ্র কি না? কিন্তু এই সদ্গোপ কুলীন বংশের কুলজী গ্রন্থের লিখিত মহেন্দ্র রাজার রাজত্বের সময়ের সহিত ঐ সভা

আহূত হইবার সময়ের ঐক্য হইতেছে। কারণ উক্ত সভা ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে হইলে ১১৬৩ বঙ্গাব্দ নিশ্চয় হয়।

পরে যোগেন্দ্র সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। যোগেন্দ্রের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ধীরচন্দ্র ও কনিষ্ঠ দর্পনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ ধীরচন্দ্র রাজা হইয়া অল্পদিন রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। অবশেষে এই বংশে ২।৩ জন রাজা অল্পদিন রাজ্য করেন। পরে দিলীপ নামক এক ব্যক্তি সিংহাসনাধিরূঢ় হন। তাঁহার এক কুলাঙ্গার পুত্র, বৈদ্যনাথ রাজ্যরক্ষণে অসমর্থ হন এবং শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সেই অবধি এই বংশের হীনাবস্থা।

এই বংশ রাঢ় খণ্ড হইতে ক্রমে স্থানান্তরে গমন করেন, পরে গঙ্গাধর নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান হুগলি জেলার অন্তর্গত বৈঁচি গ্রামে আসিয়া বাস করেন; তাঁহার পুত্রের নাম বিখ্যাত জীবন কৃষ্ণ কোঙার। ইনি নবাবি আমলে নাজিম গঞ্জের ইজারদার ছিলেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী ইস্তক বৈঁচি নাগাদ শাহাগঞ্জ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, বৈঁচি গোয়াড়া শীমলাগড় মালিপাড়া ও শাহাগঞ্জ গ্রামে সুদীর্ঘ কোঙার পুষ্করিণী নামক যে সকল পুষ্করিণী দেখা যায়, এই সমস্তই তাঁহার কৃত। বঙ্গ দেশের বিখ্যাত চিতার মাতার পুকুর ও তাঁহার কৃত। তিনি একজন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি ৫০০ পাঁচশত ভরি কাঞ্চন দ্বারা প্রতি বৎসর দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন এবং বিজয়ার দিবস ঐ প্রতিমা খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবতাসকল এ পর্য্যন্ত শাহাগঞ্জে ৺ ফকির চাঁদ কোঙারের বাটীতে আছে। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, দোল ও শ্যামা পূজার উপলক্ষে ৫০০০০ টাকা প্রতি বৎসর খরচ করিতেন। তাঁহার বাটীতে ১০০ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেতনভোগী ছিলেন।

মধ্যম শ্রেণী কুলীন ছয় ঘর।

ছয় ঘরের আদিপুরুষের নাম।

খট্টাঙ্গ:—আদিপুরুষ জয়গোপাল, তস্য পুত্র রঘুনাথ, তস্য পুত্র

নরেন্দ্র, তস্য পুত্র ভোলানাথ, তস্য পুত্র সারদা, তস্য পুত্র রামচন্দ্র, তস্য পুত্র প্রতাপচাঁদ ও তস্য পুত্র নীলাম্বর।

কির্ণাহার:—আদিপুরুষ ভবানন্দ, তস্য পুত্র নীলধ্বজ, তস্য পুত্র গঙ্গাধর, তৎপুত্র রাজ্যধর ও তৎপুত্র হংসেশ্বর।

সুসনা:—আদিপুরুষ বিশ্বেশ্বর, তস্য পুত্র জগৎনারায়ণ ও তস্য পুত্র গঙ্গানারায়ণ।

বৈঁচি:—আদিপুরুষ জগদ্বন্ধু, তস্য পুত্র রাধারমণ, তস্য পুত্র রামকৃষ্ণ, তস্য পুত্র বিশ্বেশ্বর।

ওড়ম্বর:—আদিপুরুষ গদাধর, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র মহেশ্বর ও তৎপুত্র রামনারায়ণ।

প্রতিহার:—আদিপুরুষ নরনারায়ণ রায় বন্দেলখণ্ড হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় বাস করেন। তস্য পুত্র রাজা জয়, তস্য পুত্র রাজা বিজয়, তস্য পুত্র রাজা সংগ্রাম, তস্য পুত্র রাজা রণজিৎ রায়, তস্য পুত্র অচ্যুতানন্দ রায় ও তস্য পুত্র রাজা হরিশচন্দ্র রায়, ইহাঁরা বায়ড়া পরগণার রাজা ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে রণজিৎ রায় অতিপ্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি সুপ্রশস্ত এক বৃহৎ গড় প্রস্তুত করেন। তাহার পরিধি প্রায় ১॥ ক্রোশ। ইনি শিবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, ব্রাহ্মণ স্থাপন এবং বহুতর দেবালয় স্থাপন করেন। উক্ত গড়ের মধ্যে দুইটী দীর্ঘিকা আছে। পৌষ সংক্রান্তিতে ও বারুণীতে তথায় এক মেলা হইয়া থাকে। দূরদেশ হইতে লোক আসিয়া এই দীর্ঘিকায় স্নান করিয়া থাকে। কথিত আছে, রাজা রণজিৎ রায় জাতীয় সমস্ত কুলীনদিগকে একজাই করিয়াছিলেন অর্থাৎ একত্রিত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেককে এক এক গাছি স্বর্ণহার দান করিয়াছিলেন। তদবধি এই বংশ প্রতিহার নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইনি অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল অবধি ঐ জেলায় এই এক শাসন চলিয়া আসিতেছে যে, কোন ব্যক্তি খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্তক ছেদন করিতে পারিবে না এবং ঐ বায়ড়া পরগণায় অদ্যাবধি ঐ নিয়ম চলিতেছে অর্থাৎ ঐ পরগণার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করিতে পারেন না।

এই মহৎ বংশাবতংসগণ, এ পর্য্যন্ত যেরূপ ধার্ম্মিক ও ইহাঁদিগের যেরূপ নিষ্ঠা এরূপ বঙ্গে আর কোন জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বংশে চিরকাল সংস্কৃতের আলোচনা আছে। ইহাঁদিগের পূজা ও সন্ধ্যা আহ্নিক আদির পদ্ধতি দেখিলে এ পর্য্যন্ত অনেকের চমৎকৃত হইতে হয়।

নানা উপাধিধারী ও গোত্রসম্পন্ন মৌলিক।

ইহাঁদিগের মধ্যে নীলপুরের ঘোষ বংশীয়েরা অতি প্রাচীন। ইহাঁদিগের কন্যাগত কুল। ইহাঁরা পশ্চিম শ্রেণী কুলীন পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে এই প্রথার এক্ষণে কিছু বৈষম্য ঘটিতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রেণীতে কন্যাদান করিতেছেন। সদ্গোপদিগের কৌলীন্য প্রথা অবিকল ব্রাহ্মণদিগের মত। সদ্গোপদিগের দৌহিত্র সন্তান অত্যন্ত মান্য। পুত্র অপেক্ষাও উহাঁদিগের মান্য অধিক, কারণ পুত্র মৌলিক এবং দৌহিত্র কুলীন। মাতুল মাতামহ অপেক্ষা ইহাঁরা অধিক মর্য্যাদাপন্ন। এই জন্যই সম্ভ্রান্ত মৌলিকগণ নিজ অপেক্ষা কুলীন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। পুত্রদিগকে দারপরিগ্রহ করাইবার কালীন অপেক্ষাকৃত ন্যূন কুলশীলবিশিষ্টের কন্যা গ্রহণে আপনাদিগকে অসম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন না। ইহাঁদিগের মধ্যে দৌহিত্রগণ পুত্র পৌত্রাদি অপেক্ষা মাননীয় হইয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে দৌহিত্রগণের এত মান্য যে, ইহাঁরা পিতৃশ্রাদ্ধে দৌহিত্রদিগকে অবশ্য ভোজন করাইবেন। দৌহিত্র ভোজন করাইলে পিতৃলোকের তৃপ্তি অনন্তকাল স্থায়ী হয়, ইহাঁদিগের এইরূপ বিশ্বাস।

পাল, রায়, চৌধুরী, মল্লিক, পাইন, কল্যাণ, সাঁতরা, নায়েক, পাটাল, মজুমদার, তরফদার, মণ্ডল, হালদার, কয়াল (যাঁহারা চাল ধান মাপ করেন) ও পাড়িয়াল, এই সকলের মধ্যে পাইন কল্যাণ পাঞ্জা রাণা ভূতি সাঁতরা (ভুঁয়া অপভ্রংশ ভুঁইহার) ইত্যাদি ঔপনিবেশিক অর্থাৎ ইহাঁরা নূতন আসিয়াছেন বলিয়া সমাজে বিশেষ মান্য নহেন।.

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মাস্তুং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

কায়স্থাদি শূদ্রগণ যেরূপ নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করে ইহাঁরা কেহই সেরূপ করেন না। ইহাঁরা বৈশ্য জাতি বিধায় পূর্ব্বাবধি নাম ও পদবির অন্তে দাস শব্দ ব্যবহার প্রথা ইহাঁদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

সদ্গোপদিগের পশ্চিম শ্রেণী কুলীনের এক গোত্র হইবার কারণ এবং ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া বৈশ্য হইবার কারণ নির্ণয়।

পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মহাভারত ও ত্রিপুরায় প্রচলিত মহাভারতের সহিত এতদ্দেশীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত মহাভারতের কোন কোন স্থান অনৈক্য হইতেছে। পরশুরাম পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয় বিনাশ করাতে বৈশ্য ক্ষত্রিয় স্থানীয় হইয়া প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করেন। পরশুরাম অবশেষে অর্থাৎ এক বিংশতি বারে রাজা ও রাজন্যবর্গকে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বিবেচনা না করিয়া ক্ষত্রিয় বোধে সমস্ত নিঃশেষ

করেন। তৎকালে কতকগুলি কুমার দৈব নিবন্ধন রক্ষিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কেহ বা ভল্লুক পদে রক্ষিত হইয়া ভল্লুকপদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কেহ বা গোষ্ঠে বৎস দ্বারা রক্ষিত হইয়া বৎস এবং মহারাজ শিবির পুত্র গোগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গোপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তদবধি এই বংশকে কুমার গোপ কহে।

যাহাহউক ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত আমরা নিতান্ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। লেখা আছে, পৃথিবী মহর্ষি কশ্যপের নিকট একমাত্র নৃপতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু মহর্ষি কশ্যপ প্রত্যেক রক্ষিত কুমারকে এক এক অধিপতি করিয়াছেন। আরও মরুত্তবংশীয়দিগকে ঐ পুস্তকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে মরুত্তবংশীয়দিগকে স্পষ্টাক্ষরে বৈশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা ;—

মনুপুত্র করূষ হইতে মহাবল পরাক্রান্ত কারূষদিগের উদ্ভব হইয়াছিল। নেদিষ্ঠের পুত্র নভ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে নভ হইতে ভনন্দ, ভনন্দ হইতে বৎসপ্র, বৎসপ্র হইতে প্রাংশু, প্রাংশু হইতে প্রজানি, প্রজানি হইতে খনিত্র, খনিত্র হইতে ক্ষুপ, ক্ষুপ হইতে পরাক্রান্ত বিংশ, বিংশ হইতে মনীনেত্র, মনীনেত্র হইতে বিভূতি, বিভূতি হইতে ভূরিপরাক্রম করন্ধম, করন্ধম হইতে অবিক্ষি, এবং অবিক্ষি হইতে প্রবলপ্রতাপ-শালী মহারাজ মরুত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বৎস রাজা বৈশ্যবংশ বলিয়া স্থানান্তরে লেখা আছে। ইতি বিষ্ণুপুরাণ।

এই প্রমাণানুসারে সুবর্ণবণিক বৈশ্য হইতে পারেন, কারণ ইহাঁরা সুবর্ণকার জাতির আশ্রয় করিয়া বাস করিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাণের মতে ইহাঁরা স্বর্ণকারজাতির সংযোগে জন্মিয়াছেন, ইটী যুক্তিহীন কথা।

ইহাঁরা (রাজকুমারগণ) বিস্তৃত হইয়া পড়াতে পূর্ব্ব গোত্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হওয়াতে সকলেই কাশ্যপ গোত্রভুক্ত হন।

কিন্তু এই কুমারবংশীয়গণ অদ্যাপি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ কারণ প্রদর্শন করেন যে, "বৈশ্যের কৃষিকর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্ম আমাদিগের মধ্যে কখন প্রচলিত নাই অর্থাৎ লাঙ্গল স্পর্শ করিলে কিম্বা দুগ্ধদোহন করিলে আমাদিগের জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। যদ্যপি আমরা ক্ষত্রিয়সন্তান না হইব তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে এরূপ শাসন থাকিবে কেন? এবং আমরা যদ্যপি রাজকুমার না হইব তাহা হইলে আমাদিগের পদবী কুমার, রায়, সিংহ, বাবু, ঠাকুর কেন হইবে? বর, অভিসম্পাত, প্রতিজ্ঞা, অনুজ্ঞা, যোগবল কিংবা দৈব ঘটনায় যে সকল অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা সাধারণ নিয়মকে অতিক্রম করে। আমরা বৈশ্যধর্ম্মে পালিত ও রক্ষিত হেতু এবং বৈশ্য সংসর্গে বাস হেতু জমদগ্নিতনয় পরশুরাম কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এইরূপ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।"

অবশেষে আমরা দুইটী সদ্গোপ রাজবংশের সংক্ষেপ বিবরণ এস্থানে প্রকাশ করিলাম।

প্রথম নারায়ণ গড়স্থ বর্ত্তমান রাজা পৃথ্বীনাথ পালের বংশ।

Extracts from the Historical Memo of Mr. H. V. Bayley, late collector of Midnapore, dated the 7th January, 1852—Medinapore.

The principal proprietors in the forest Purgunnahs are the Rajah of Nariangurh, Messrs. Watson & Co., as putneedars of the Jungle Mehals of the Midnapore Estate, the Rajah of Ramghur, the Ranee of Sildah, the government vakeel Hurrinarian Dutta in Gugnessur and Seboo Soondery and Bistoo Soondary and Lalla Seroomony Roy in Futteabad. The Rajah of Nariangurh counts back (24) Twenty-four generations and has the title of Sree-chundun Mari Sultan,

"Sree-chundun" was a title given by the Rajah of Khorda and refers to the Sandal inside the idol of Jugger Nath. "Mari Sultan" was given by a Nawab of Bengal. It means the Lord of the Road, because the high road by which the Nawab was travelling ran through the Rajah's jungle. When the Nawab was on road and inside the jungle, the Rajah ordered a separate road to be made specially for the Nawab in addition to that through his gurh, which was done most speedily and efficiently in one night. When Midnapore first came into our possession together with Burdwan and Chittagong by the separate agreement of 1760, A. D. the Nariangurh Raja assisted us against the Marhattas also in 1803 A.D.

The present Rajah has proved a good Land-owner and assists the administration of the public service in each Department. He is now 25. He was well brought up by his father who died on this son attaining his majority. The eldest son inherits in this Raj.

দ্বিতীয় রাজবংশ।

অধুনাতন মেদিনীপুরের অন্তর্বর্ত্তী নাড়াজোলের রাজাদিগের আদি-পুরুষের নাম কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত শিবসঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থে তদীয় পরিবারের এবং উক্ত রাজপরিবারের যে সকল বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতেই ঐ রাজপরিবার যে কিরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যথা;

" মহারাজ রঘুবীর, রঘুনাথ সমধীর, ধার্ম্মিক রসিক রসময়।
যাঁহার পুণ্যের বলে, অবতীর্ণ মহীতলে, রাজা রামসিংহ মহাশয়॥
তস্য পুত্র যশোমন্ত, সিংহ সর্ব্বগুণবন্ত, শ্রীযুত অজিত সিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে স্ববসতি, ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥

তস্য পৌত্র রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর, বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন।
ভট্ট নারায়ণ মুনি, সন্তান কেসরকুনি, যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন, তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর, সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা সে সুন্দরী, অযোধ্যানগর নিকেতন॥
যদুপুরে পূর্ব্ববাস, হেমৎ সিংহ পরকাশ, রাজা রামসিংহ কৈল স্থিত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে, রচিয়া পুরাণপটে, রচাইল মধুর সঙ্গীত॥”

“যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
সে রাজসভায় হলো সঙ্গীত প্রকাশ॥
জগতে ভরিল যার যশকীর্ত্তি গানে।
কর্ণপুরে কলিরামে কেবা নাই জানে॥
ভঞ্জ ভূমীশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত”।
“ভগিনী পার্ব্বতী গৌরী সরস্বতীত্রয়।
দুর্গাচরণাদি করে ভাগিনের ছয়॥
ভাগিনেয়ী পুত্র রামকৃষ্ণ বন্দ্যোঘাটী।
এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়।
পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিও॥”

ঐ বংশদ্বয় উপবীত ধারণ করিত বলিয়া সকলে ইহাদিগকে সদ্গোপ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে। পাঠকমহোদয়গণ দেখিবেন, অনেকে এ দেশস্থ বৈদ্য এবং রজপুত জাতি পৈতা পরিধান করে বলিয়া বদ্দী বামুন, রজপুত বামুন বলিয়া থাকে। পশ্চিমে যাহাদিগকে ভুঁইহার বলে আমাদিগের মতে তাহারা সদ্গোপজাতি, কারণ উপরোক্ত রাজবংশ মধ্যে ভুঁইহার উপাধি আছে এবং গোস্বামী যে সদ্গোপ-জাতির মোকদ্দমার অপর একটি নজির উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে রাণী পদ্মাবতী আপলাণ্ট বনাম বাবু দুলার সিংহদিগর রেসপণ্ডেণ্ট, এই মোকদ্দমার উল্লিখিত ব্যক্তিগণের উপাধির মধ্যে ভুঁইহার দেখিতে

পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের অন্তর্গত মুকস্থদপুরের ভূঁইয়ারা অতি প্রসিদ্ধ জমীদার এবং সদ্গোপ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। এই ভূঁইহার সম্বন্ধে পশ্চিমাঞ্চলে একটি প্রবাদ চলিত আছে, মগধাধিপতি জরাসন্ধ মাতৃশ্রাদ্ধে এক লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করাইবার ইচ্ছা করিয়া নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু একলক্ষ ব্রাহ্মণ না থাকা বিধায় প্রয়োজন মত বৈশ্যদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণস্থানীয় হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ভোজন করেন। পরে যখন মহারাজ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করাইবার জন্য ও প্রতি-গ্রস্ত করাইবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করেন, তখন ব্রাহ্মণেরা রাজসম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন; কিন্তু বৈশ্যগণ ভয়ে রাজসম্মুখে যাইতে না পারার কারণ জিজ্ঞাসা করায় এবং তাহা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় হইতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু তাঁহারা এইরূপে উপেক্ষিত হওয়াতে এবং উচ্চপদ প্রাপ্ত হই-বার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—মহারাজ! আমরা ব্রাহ্মণের সহিত রাজবাটীতে একত্র ভোজন করিয়াছি এবং অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অপরে আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে পারে, অতএব আপনি যদি অনুকম্পা পুরঃসর আমাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে অনুমতি প্রদান করেন তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হই। তাহাতে মহারাজ জরা-সন্ধ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে অনুমতি দেন এবং তাঁহারাই সেই পর্য্যন্ত ভূঁইহার নামে বিখ্যাত হন।” কবিকঙ্কণচণ্ডী গ্রন্থে শালবান রাজা ও উজানী ও গুজরাটের বণিক রাজাদিগকে ভূঁয়ে রাজা এইরূপ উক্তি আছে। এই বণিককে স্থানে স্থানে গন্ধবণিক বলা হইয়াছে। কবির রচনানুসারে অনুমান হয় ইহাঁরা বৈশ্যজাতি। কোঙার বা কুমার একরকম মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের পদবী। এইরূপে সদ্গোপ জাতির পদবীর মধ্যে অনেক রকম নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণের পদবী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা কেহই প্রকৃত ব্রাহ্মণজাতি নহেন বৈশ্যজাতি। যথা,—

স্নুসনিয়া :—Cultivating Brahmin.
ভুঁইহার :—Landholders and cultivators.
} They eat sweetmeats with good Brahmins but not rice in the same Pokti or row.

কির্ণাহার :—Khindariya :—Lower class Brahmins.

খড়দা :—Also cultivating Brahmins.

ওড়ম্বর :—Udambaras. Guzratee or cultivating Brahmins.

হাজরা :—Cultivating Brahmins of Ujin.

পাল :—Lower class Brahmins,—Wilson's Indian caste.

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পরিচয় প্রদানকালে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকেন এবং অপরেও বুঝিতে পারে, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রগণ ঐরূপ পরিচয় প্রদান করেন না, তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; বোধ হয় পূর্ব্বে এরূপ প্রথা ছিল না। পূর্ব্বোক্ত উপাধিধারী (কুমার, স্নুসনিয়া ইত্যাদি) বৈশ্যগণ অদ্যাপি উপবীত ধারণ করেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে ভ্রমবশতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে এবং অধুনা তাঁহারা নিজেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; যাহা হউক তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন বৈশ্য। দিল্লীতে এইরূপ অনেক বৈশ্য আছে; তাহারা বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী এবং বৈশ্যের সমস্ত কর্ম্মই করিয়া থাকে, কিন্তু আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। কলিকাতা বড়বাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দ্বারিক্ষেত্রি, যাঁহার অনেক ইষ্টীমার আছে, তিনিও জাতিতে ক্ষত্রিয় নহেন, জাতিতে বৈশ্য, কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাঁদের উপাধি শাহা, শৌ ইত্যাদি। যাহা হউক এক বৈশ্যজাতি স্থানবিশেষে ও বৃত্তিবিশেষে নানাপ্রকার শব্দে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। কোথাও বণিক, মথুরাবাসীরা মাথুরবেণিয়া কহে; পদ্মাবতী মহাজন, খড়েরবর অথবা আগরওয়ালা, মাহেশ্রী রাওজী, ভাওজী, বঙ্গে সদ্গোপ, কোথাও ভুঁইহার; কিন্তু সকলেরই এক ব্যবসায় কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুসীদগ্রহণ ইত্যাদি। মহাত্মা ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলিয়াছেন, যখন বৈশ্যেরা কৃষি কর্ম্ম হীন বোধে পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন;

(এক্ষণে তাঁহাদের সাধারণ নাম বেণে) ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয়; কারণ নির্ধন সদ্গোপ ও পশ্চিম অঞ্চলীয় নির্ধন বণিক ইহারা কৃষিকর্ম্ম করে; কিন্তু সধনেরা উহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। এইরূপে পশ্চিমাঞ্চলে প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি আপনাদিগকে ঠাকুর বলিয়া পরিচয় দেন, অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য, এবম্প্রকারে এক বৈশ্য জাতি কোথাও ব্রাহ্মণ কোথাও ক্ষত্রিয় কোথাও অজ্ঞতা পরতন্ত্র হইয়া শূদ্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত একখানি মূল সংস্কৃত পরাশর সংহিতার অনুবাদ আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ লেখা আছে যথা—

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যোবিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥"

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদে "স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ঃ" স্থানে লিখিয়াছেন তাঁহাকে "সৎগোপ বা গোপাল বলা যায়" যাহা হউক চমৎকার অনুবাদ বটে। কায়স্থপুরাণকার এই জাতিকে অম্লান মুখে ম্লেচ্ছ-জাতির বংশ বলিয়া যেরূপ তাঁহার লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন তর্কা-লঙ্কার মহাশয়ও উপরোক্ত পরাশর বচনের অনুবাদে সম্পূর্ণ বালকত্ব প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক গোপ শব্দ এক্ষণে কি ঘৃণিত কথাই হইয়া উঠিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় পরাশরোক্ত গোপকে প্রকা-রান্তরে সৎগোপ বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত গোপদিগকে কোন্ গোপ বলিবেন? যথা, "ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সম যোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত, এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক।" ইতি কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। নন্দাদি গোপদিগকে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর শাস্ত্রে যে চতুর্ব্বিধ গোপের কথা লেখা আছে তন্মধ্যে সৎগোপই প্রধান বৈশ্য গোপ। আর

একটী বিষয় বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিব, সৎগোপদিগের সাধারণ আখ্যা ঘোষ। কি কুলীন কি মৌলিক সকলেই আপন আপন পদবীর অগ্রে ঘোষ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কেবল কুমারেরা পূর্ব্বাবধি আপনাদিগকে রাজসন্তান বলিয়া, তাঁহাদিগের নামান্তে কুমার শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে যদি কোন অদূরদর্শী নির্ব্বোধ ব্যক্তি এরূপ তর্ক উপস্থিত করে, এদেশস্থ গোয়ালা (পল্লব গোপ) জাতি সমূহ নামান্তে ঘোষ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে ইহারা বৈশ্য না হইবার কারণ কি? এই বিষয়ের বাহুল্য উক্তির প্রয়োজন নাই। আমরা এই গ্রন্থের অনেক স্থানে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছি যে, ইহারাও এক সময় আদ্য বর্ণের অন্তর্ভূত ছিল অর্থাৎ ইহারা বৈশ্য জাতি ছিল, এক্ষণে সমাজচ্যুত হইয়া ঘৃণ্য হইয়াছে, সেইজন্য ইহাদিগের নামান্তে ঘোষ শব্দ আবাহমানকাল প্রচলিত আছে। যেমন কোন ব্রাহ্মণ, কিম্বা ক্ষত্রিয় সন্তান জাত্যন্তর হইলে তদ্বংশজাতগণ চিরকাল শর্ম্মন্ এবং বর্ম্মন্ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহারা ঘোষ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। সৎগোপ কথার এরূপ অর্থ করিলেও ক্ষতি হয় না। সৎ শব্দে শৌচাচারসম্পন্ন, ভদ্র, ধীর, নিত্যনিয়মী, গোপ শব্দে যাহাদিগের গোপালন বৃত্তি। পাঠক মহাশয় এস্থলে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিবেন, আদ্যবর্ণ (Primitive caste) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এক একটী বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা সমগ্র জাতির সমষ্টি হইয়া থাকে, সদ্গোপ বর্ণসঙ্কর শূদ্র জাতি হইলে একটী বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা সমগ্র জাতির সমষ্টি হইত না। যাহা হউক এই বিস্তৃত বঙ্গভূমি মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সদ্গোপ জাতি ব্যতিরেকে কোন জাতিরই সাধারণ সমষ্টি বাচক সংজ্ঞার অভাব। আমরা এস্থলে বৈদ্য জাতির সম্বন্ধে সংক্ষেপ উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম,—বৈদ্য জাতির সাধারণ সমষ্টি গুপ্ত অর্থাৎ ইহাঁরা যে কোন পদবিবিশিষ্ট হউন না কেন সকলেই নামান্তে গুপ্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এই কারণ এই জাতিকে আদ্য বর্ণ বলিতে হয়, কারণ বর্ণসঙ্কর জাতির সাধারণ সমষ্টির অসম্ভব, তবে ইহাঁদিগের

অম্বাকুলে অর্থাৎ মাতৃকুলে জন্মহেতু ঋষিদিগের কর্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, প্রকৃতার্থে ইহাঁরা সঙ্কর দোষ বর্জ্জিত জাতি। সদ্গোপ জাতিতেও সঙ্কর দোষ নাই। শাস্ত্রকারেরা ইহাঁদিগকে দ্বিজ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং বেদে অধিকার দিয়াছেন। ইহাঁদিগের গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নের বিধি আছে।

সমাজ বৈষম্য।

আমরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় এক স্থানে লিখিয়াছি, বঙ্গবাসী-দিগের বর্ত্তমান সমাজে অনেকেই প্রাচীন জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অন-ভিজ্ঞ। এই মহান অভাব দূরীকরণ ও সমাজের সৌহার্দ্দ ও শান্তি সংস্থাপন করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য, অপিচ যথেচ্ছাচারিতা অব-লম্বন করিয়া অনার্য্য জাতি আর্য্য সন্তানদিগকে অবমাননা করিয়া থাকে এবং মহাজন কর্ত্তৃক চিরসংস্থাপিত নিয়মের উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনাদিগের জাতির উৎকর্ষ সাধন কামনায় অন্যকে মর্ম্ম পীড়া দায়ক হৃদয়ভেদী বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে এই দুর্নীতি সমূহ রহিত করাই ইহার অন্যতর প্রধান উদ্দেশ্য। যাহা হউক এই দুইটী উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ বঙ্গীয় সদ্গোপ জাতি যে বৈশ্য তদ্বিষয় বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত করা গেল ও একে একে বৈদ্য, নব-শায়ক, কায়স্থ ও উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সমাজিক সম্বন্ধ যথাসাধ্য সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে পাঠকবৃন্দ অপরটি বিশেষ করিয়া জানিতে নিশ্চয়ই সমুৎসুক হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে কিরূপে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, এবং সমাজের সুখ শান্তির কিরূপে বিকৃতি ঘটিয়াছে পাঠক মহাশয়গণ

তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। আধুনিক উন্নত কায়স্থগণ যে সমাজে ভীষণ আকার ধারণ করিতেছেন এবং মাৎসর্য্যান্বিত হইয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিতেছেন ইহা বোধ হয় কাহারো অবিদিত নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি আমাদিগের সহ-যোগীর পুস্তকই কায়স্থ জাতির বাহ্যিক আড়ম্বরের কিঞ্চিৎমাত্র গতি রোধ করিয়াছে, এবং ইহাতে তাহাদিগের বিলক্ষণ দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার পুস্তকের পর পর্য্যন্ত আর ঘোষ বর্ম্মন্ বসু বর্ম্মন্ প্রভৃতি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা সকল আমাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। অতএব তাঁহার ক্ষুদ্রকায় পুস্তক আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিলে দেখা যায় তাঁহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, অন্যান্য সৎশূদ্র জাতির ধর্ম্মরক্ষা করাই তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য, "পাছে তাঁহারা কায়স্থ কুহকে পড়িয়া তাঁহা-দিগকে আর্য্যোচিত মান্য করেন"—ইত্যাদি। যাহা হউক তাঁহার পুস্তকের প্রতিবাদকার শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু দেব মহাশয় তাঁহার কৃত অন্ধের চক্ষুর্দান নামক পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বৈদ্যজাতির উচিত কায়স্থের নিকট নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করেন, না করিলে সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহানুভব মনুর বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য, বৈশ্যের দাস শূদ্র"। কায়স্থ বেদবেত্তা মহাপণ্ডিতাভিমানীদিগের গৃহজাত পুস্তকের প্রমাণেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি হইল, এই জন্যই বৈদ্যজাতির কায়স্থের নিকট নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার না করা অবশ্য অন্যায় তাহার সন্দেহ কি? যাহা হউক তাহাদিগের এই স্বপ্নবৎ অলীক কথা বার বার আন্দোলন করিতে তাহাদিগের বিরক্তি বোধ হয় না এই আশ্চর্য্য। ইহার সূত্রপাত ৺রাজা রাজনারায়ণের সময় অবধি উঠিয়াছে। যতবার যেরূপ কলেবর ধারণ করিতেছে, অমনি অল্পদিনের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশেষ হইল না, ইহাই দ্বিতীয় আশ্চর্য্য। যাহা হউক এই উদারচেতাঃ কায়স্থ মহোদয় কি ঘোর ভৌতিক চক্রে পতিত হইয়াছেন! তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ও অতি

বদান্য ব্যক্তি তাঁহার স্বজাতিকে গৌরবান্বিত করিবার মানসে কি অসঙ্গত চেষ্টা না করিলেন? যাহা হউক আমরা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছি কায়স্থ জাতি বর্ণসংকর শূদ্র; চিত্রগুপ্তের সন্তান ও ক্ষত্রিয় বর্ণ, ইহা কেবল বাতুল বাক্য। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কিম্বা কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই, বরং অগ্নি পুরাণে স্পষ্টাক্ষরে চিত্রগুপ্ত শূদ্র জাতি বলিয়া উল্লেখ আছে; এ অবস্থায় যদ্যপি আমরা বলি বঙ্গীয় সদ্গোপ জাতি বৈশ্য, অতএব কায়স্থ জাতির উচিত সদ্গোপ জাতির নিকট নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করে, এবং কেনই বা না করিবে? শূদ্রের বৈশ্য জাতির নিকট নামান্তে অবশ্য দাস শব্দ ব্যবহার করা উচিত, কারণ সৎগোপ জাতি অভ্রান্তরূপে বৈশ্যজাতি বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

বর্ণাপেত মবিজ্ঞাতং নবং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপ মিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্ব্বিভাবয়েৎ॥

ভগবান মনু কহিয়াছেন আপন আপন বর্ণ বা জাতি কেহ গোপন রাখিতে পারে না, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা তাহা আপনা আপনই প্রকাশ পায়, ইটি নিতান্ত অভ্রান্ত বাক্য তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থে কায়স্থ চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি এই বচনের সহিত তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এই মর্ম্মে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে আর একটী বচন উদ্ধৃত হইল। রাম কহিতেছেন সৎকুলজাতই হউক বা অসদ্‌বংশ সম্ভূতই হউক, পৌরুষশালী বা পুরুষকারবিহীনই হউক, বা অপবিত্রই হউক, চরিত্রই তাহাদিগের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যাহা হউক আধুনিক কায়স্থদিগের মন্তব্য কিসে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ হয়। ইহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ হইবার বাসনা বলবতী। ইহারা এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের সমব্যবসায়ী, একাসনে উপবেশন করিয়া থাকে। এখনতো আর পূর্ব্বের মত নাই যে, শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে তাহার পশ্চাদ্ভাগে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগ দিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। এক বিদ্যালয়ে পাঠ অভ্যাস ও তাঁহাদিগের (ব্রাহ্মণ-

দিগের) জাতির প্রাধান্য নিতান্ত অসহনীয়। তাহাদিগের দশাহ অশৌচ, তাঁহারা সমাজে সর্ব্বাগ্রে আহার করিয়া থাকেন ও তাঁহারা সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য এটি আর তাহারা (কায়স্থেরা) সহ্য করিতে পারে না। তাহারা এক্ষণে বেদ পুরাণ পাঠ করিতেছে, ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রণব পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতেছে, কেহ বা ক্রোধে অধীর হইয়া শত শত শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের টিকি কাটিতেছে, তথাচ সন্তুষ্ট নহে; তাহারা বলে পক্ষপাতী ব্রাহ্মণগণ সমস্ত উত্তোমত্তম বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছেন; আর তাহাদের উপর বিনা কারণে যত প্রকার অন্যায় ব্যবস্থা দিয়াছেন। কায়স্থ সন্তানদিগের এবম্বিধ বৃথা বাক্য ব্যয় ব্রাহ্মণ জাতির নিকট বাল-ভাষিতের ন্যায় উপেক্ষণীয়, তবে সৎশূদ্র, নবশায়ক, উগ্র, সৎগোপ, বৈশ্য ইত্যাদির উপর ইহারা কার্য্যতঃ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

কয়েক বৎসর যাবৎ কোন সামাজিক কার্য্য উপলক্ষে কোন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সৎগোপ, নবশায়ক কিম্বা তাহাদিগের আপনার জাতির বাটীতেই হউক, প্রায়ই জাতীয় ঘোঁট দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় ঘোঁটের অভিপ্রায় কিসে কায়স্থরা আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে; ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষিতই হউক আর অশিক্ষিতই হউক, ধনীই হউক আর নির্ধনই হউক সকলেরই এক ভাব। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভোজনের পরই কায়স্থ ভোজন সর্ব্বস্থানের প্রথা ছিল; ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পত্রে কায়স্থ জাতির আহার করিবার প্রথা চিরকালই প্রচলিত ছিল; আমরা এ প্রথা বরাবরই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আন্দাজ ২০ বৎসর হইল এ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর ইহারা উচ্ছিষ্ট পাত্রে আহার করে না, অথচ ব্রাহ্মণের পরই আহার করিতে চায় ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? ইহারা ব্রাহ্মণদিগের চিহ্নিত ভৃত্য, প্রভুর জাতির উচ্ছিষ্ট পাত্রে সর্ব্বাগ্রে বসিত বলিয়াই

কি এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে বসিবে? ইহারা যদ্যপি পূর্ব্ব প্রথা মত উচ্ছিষ্ট পাত্রে উপবেশন করে তাহা হইলে সমাজের আর বৈষম্য কি? ইহারা অল্প দিন হইতে নবশায়ক ভুক্ত হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে কোন বিশেষ সমাজ ভুক্ত ছিল না, ইহারা প্রভুর সহিত সর্ব্বদা বাস করিত, প্রভুর যে স্থানে নিমন্ত্রণ হইত ইহারা তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে যাইত, আর প্রভুর আহারান্তে তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট পাত্রে আপনারা আহার করিত। ইহাদিগের নিজ জাতির সমাজ অবশ্য ছিল; সে সমাজের সহিত সৎশূদ্র কিংবা অন্য কোন জাতির কোন সংস্রব থাকিত না। আমরা এক্ষণে একটি নূতন বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি এবং সময়ে সময়ে হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি। ইহারা ভোজ স্থানে উপবেশন করিয়া নিজ জাতির পংক্তির এত আঁটা আঁটি দেখায় এবং ইহাদিগের মধ্যে একজন নির্ব্বোধ প্রহরীর ন্যায় আপনার জাতীয় পংক্তির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত সকলকে সাবধান করিয়া দেয়—"দেখ যেন কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতি এ পংক্তিতে প্রবেশ না করে।" কি লজ্জার কথা!! কায়স্থদিগের জানা উচিত তাহারা এক্ষণে যে সমাজভুক্ত সে সমাজ অদ্যকার নহে; উহা মহানুভব ঋষিদিগের দ্বারা সংস্থাপিত। এই শাখান্তর্গত যে কয়েকটি জাতি আছে তাহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান; কেহ কাহারও পংক্তিতে কখন আহার করে না, এমন কি যে পরিবেশক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সম্প্রদায়ের দলে পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তিনি যদ্যপি ভ্রম ক্রমেও অন্য জাতির পংক্তিতে পরিবেশন করিতে যান তাহা হইলে লৌকিক ব্যবহার ও শাস্ত্রমতে ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এজন্য প্রত্যেক জাতির নিমিত্ত যে কেবল পৃথক পংক্তির আবশ্যক তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশকও আবশ্যক। তবে সমাজে এত বাহুল্য ঘটিয়া উঠে না। এই জন্য সকল জাতিকে একরকম করিয়া সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত কায়স্থ সমাজ যেরূপ

নিন্দিতরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে অপর জাতির সমাজ সেরূপ নহে এবং আরও দেখা উচিত অপর জাতিকে কায়স্থ কুল সংরক্ষিণী সভার ন্যায় কয়টা সভা সংস্থাপন করিতে হইতেছে? স্বভাব সিদ্ধ রূপে অন্য জাতির উচিত ইহাদিগের সমাজকে ঘৃণা করা বরং বিশুদ্ধ সমাজ ভুক্ত হইয়া আহার করা ইহাদিগেরই পক্ষে শ্লাঘনীয়। তবে যদি কোন সজ্জাতি কায়স্থের সহিত এক পংক্তিতে উপবেশন করিয়া আহার করেন সে কেবল তাঁহার উদারতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কায়স্থের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিলে মানের বৃদ্ধি পায় এরূপ বোধ কোন সৎশূদ্র জাতি মনে করেন না। যাহা হউক নবশায়ক জাতি চিরকাল মান্য। মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ ইহাদিগকে সৎশূদ্র আখ্যা দিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি, জীমূতবাহন প্রভৃতি ও রঘুনন্দনের পুর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকগণ সকলেই একবাক্যে নবশায়কদিগকে শূদ্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের জন্যই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা। কায়স্থের জন্য কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে? কায়স্থ জাতি এ দেশে ইহাদিগেরই দোহাই দিয়া সমাজে চলিয়া আসিতেছে। নবশায়ক যাজক ব্রাহ্মণগণই ইহাদিগের গুরু ও পুরোহিত। এসকল অবস্থার সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে পাঠক মহাশয় জানিতে পারিবেন সমাজের (নবশায়ক জাতি এবং কায়স্থ) কে পুর্ব্ববর্ত্তী। স্মার্ত্ত বাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এদেশের সৎশূদ্র জাতির নিমিত্ত বিশেষ সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (আধুনিক সদ্গোপ) জাতির অল্পতানিবন্ধন এবং যাঁহারাও ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের শূদ্রবৎ আচার দেখিয়া তিনি তাঁহার কৃত প্রসিদ্ধ শুদ্ধি তত্ত্ব পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন এদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল জাতিই শূদ্র এবং এই শূদ্রের মধ্যে দুইটী বৃহৎ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র। ইহাতে যদিও সৎগোপ জাতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা-

পর্য্যন্ত এক্ষণে ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত। ব্রাহ্মণের নীচেই যখন সৎ শূদ্র শ্রেণী স্থাপিত হইয়াছে তখন ইহার অধিক আর কি হইবে?

সকল সৎশূদ্র ক্ষত্রিয় মনে করিলেও ক্ষতি নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এখনপর্য্যন্ত চারিটী পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বিষয়টির জন্য সমাজ সংস্কারক স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয় কায়স্থাদি নবশায়ক জাতিদিগের নিকট ধন্যবাদ পাইতে পারেন। পাঠক একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি; ব্রাহ্মণ ও শূদ্র কত অন্তর। ব্রাহ্মণের পরই শূদ্র; দুইটি বৃহৎ শ্রেণীর অভাব, স্বর্গে আর পাতালে যেরূপ প্রভেদ, ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের তুলনা সেইরূপ। অভিনিবেশিক ক্ষত্রিয় সমাজ ও আধুনিক সদ্গোপ সমাজের হীনাবস্থায়, ব্রাহ্মণ সমাজ, শূদ্র সমাজের সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং শূদ্রদিগের প্রাধান্য বাড়িয়াছে। আমরা এই পুস্তকে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি, কর্ম্ম ভেদেই বর্ণভেদ হইয়াছে। ইহলোকে বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্যদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই ব্রাহ্মণের জাতি। যে ব্রাহ্মণগণ তমোগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র লুব্ধ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শৌচাচার পরিভ্রষ্ট (unclean, dirty) ব্যক্তির নামই শূদ্র। এটী বাহ্মাণদিগের কৃত নহে। শূদ্রেরা আপনা আপনিই এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে; এজন্য ইহাদিগের নিকট এক্ষণে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ তিরস্কারের ভাজন হইতে পারেন না। যাহাহউক ব্রাহ্মণগণ সেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সন্তান। যাঁহারা জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, পবিত্র, বেদাধ্যয়ন তৎপর, ষটকর্ম্মশালী, সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে রত, গুরুপ্রিয়, নিত্য নিয়মী ও সত্যবাক্য রত এবং দয়া ক্ষমা সত্য দান অহিংসা অক্রূরতা ও তপস্যা যাঁহাদিগের নিত্য ধন এবং যোগবলে যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন, ইহাঁরাই সেই ব্রাহ্মণদিগের ভগ্নাবশেষ। তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষেই তোমরা শূদ্র জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

অতএব যে ব্রাহ্মণগণ কায়মনশ্চিত্তে প্রতিনিয়ত তোমাদিগের উন্নতি কামনা করিয়া থাকেন তাঁহারা কি বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া তোমা-দিগের অমঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়াছেন? আমাদিগের পরম দেশ-হিতৈষী প্রগাঢ় ধীশক্তি সম্পন্ন মহামোহপাধ্যায় পণ্ডিতগণের দীর্ঘ চিন্তা প্রসূত ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন ও অবহেলা তোমাদিগের দুষ্টমতির পরিচয় মাত্র। পাতঞ্জলদর্শনে "জাত্যায়ুর্ভোগোবীজম্।" এই সূত্রে জাতির তাৎপর্য্য "জননাৎ জাতি"। এই জাতি সংস্কারের সহিত মানব প্রকৃতির এরূপ সম্বন্ধ যে ইহা প্রকৃত রূপে ভৌতিক কল্পনা হইলেও, মানব জাতি ইহার মোহে এরূপ মুগ্ধ যে একব্যক্তি ধর্ম্মান্তর হইলেও জাত্যন্তর হইতে পারে না। যাহাহউক ইহাতে কাহার কিছু-মাত্র ইতরবিশেষ হইলে মর্ম্মান্তিক বেদনা স্বরূপ হইয়া উঠে; অতএব জানিয়া শুনিয়া এরূপ অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। তোমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, তোমাদিগের সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ পুরস্কার স্বরূপ তোমাদিগকে ঋষি-দিগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত শূদ্র শ্রেষ্ঠ জাতিগণের শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। উপসংহার কালে আমাদিগের ব্যক্তব্য এই যে, যে সকল জাতির একাসনে উপবেশনের প্রথা ও এক হুঁকায় ধূমপান করিবার প্রথা চিরকাল প্রচলিত আছে, যাহাদিগের এক ব্রাহ্মণের দ্বারা যজন ক্রিয়া সমাধান হইয়া থাকে, যাহাদিগের মাসাশৌচ, যাহাদিগের একই সংস্কার, যাহাদিগের উদ্বাহ পিতৃ কার্য্য প্রভৃতি একই প্রকার চলিত নিয়ম দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে এবং যাহা-দিগের সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে এককালীন আহারের প্রথা কেবল পংক্তি ভিন্ন, তাহারা সমস্তই এক জাতি, কেবল ব্যবসায় ও দেশ ভেদে আদান প্রদান রহিত ও অন্নভেদ হইয়া পড়িয়াছে।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

RANY SRIMUTY DIBEAH . . . . *Appellant.*

AND

RANY KOOND LUTA, and RANY RUNG LUTA, and Others . . . . } *Respondents.**

On Appeal from the Sudder Dewanny Adawlut at Bengal.

† The Appellant in this appeal was the widow and representative of *Kundurp Sing*, the Original Plaintiff, who died pending a suit instituted by him, to establish the right to four *purgunnas* named *Midnapur*, *Dhakea-Bazar*, *Monohur Gurh*, and *Tuppa Bahadurpore*, constituting a *Zemindary*, situate in *Zillah Midnapore*, in the Presidency of *Bengal*. The Respondents *Rany Koond Luta* and

* Present Members of the *Judicial Committee*:—Lord Brougham, Lord Langdale, Lord Campbell, the Right Hon. Dr. Lushington, and the Right Hon. T. Pemberton Leigh.

Privy Councillor,—*Assessor*—Sir E. Ryan, Knt.

† *2nd and 3rd December 1847.* Upon a claim to the inheritance of a *Zemindary* situated in *Midnapore*, which had been in possession, for a long period anterior to the institution of the suit, by a family of *Sutgop Brahmins*, who had migrated from *Bengal* to *Midnapore*, but had retained their laws and performed their religious ceremonies, according to the *Daya-bhaga* and other authorities in force in *Bengal*. It was held, by the Judicial Committee, affirming the judgment of the *Sudder* Court, that the *Daya-bhaga Sastras* must govern the descent, and not the *Mitacshara* which prevailed in *Midnapore*.

A deed of gift of the *Zemindary*, to a stranger, by the widow of the *Zemindar*, last seised, who died without issue, which gift was made with the confirmation of the *Bandhus*, the mother's brother's sons, the heirs. Held to be valid by the *Daya-bhaga Sastras* as against a party claiming the succession, according to the *Mitacshara*, as being descended, in the seventh remove in the male line from the common ancestor.

Rany Rung Luta, were the surviving widows and representatives of *Raja Mohun Lal Khan*, one of the Original Defendants, who also died pending the suit. *Kundurp Sing*, the Original Plaintiff, claimed the *Zemindary*, under an *ikrar potta*, or declaratory instrument, alleged to have been executed by *Rany Seeromany*, the widow of *Raja Ajeet Sing*, the *Zemindar*, last seised, by which she constituted *Kundurp Sing* the proprietor of the *Zemindary*. He also claimed, by heriditary right, the *Zemindary*, as the lineal heir male, in the seventh remove, of *Raja Ajeet Sing*, according to the *Mitacshara* and other authorities current in *Orissa*, which law, he contended, governed the right of succession to the deceased *Raja's* estate.

Raja Ajeet Sing died, in 1755, without issue, leaving *Rany Bhowany*, and *Rany Seeromany*, his widows, surviving, who succeeded to the *Zemindary*, and held joint possession thereof till *Rany Bhowany's* death, in the year 1757, from that period *Rany Seeromany* continued in sole possession of the *Zemindary*.

On the 1st of July 1800, *Rany Seeromany* executed a deed of gift of the *Zemindary* in favour of *Anund Lal Khan*, the brother of *Mohun Lal Khan*, who, by virtue thereof, entered into possession of the *Zemindary* and the other property of the *Rany*.

In the year 1802, *Roop Churn Mahapatur* and *Mussumat Kownla*, alleging themselves to be heirs of the deceased, *Raja Ajeet Sing*, instituted a suit in the *Zillah* Court of *Midnapore*, against *Anund Lal Khan* and *Rany Seeromany*, to annul the gift of the *Zemindary*. In this suit the *Rany* and *Anund Lal Khan* put in a joint answer to the plaint, in which the *Rany* admitted and maintained the donation to *Anund Lal Khan*. This suit was dismissed.

On the 24th of September 1806, *Rany Seeromany* brought a suit in *forma pauperis*, in the *Zillah* Court of *Midnapore*, against *Anund Lal Khan* and others, to set aside the deed of gift executed by her, and to recover possession of the *Zemindary*. The Plaintiff was non-suited, on the ground of misjoinder, leave being reserved to her to bring a suit against *Anund Lal Khan* alone, for recovery of the *Zemindary*.

In pursuance of the leave thus given, the *Rany* instituted a second suit, in the *Zillah* Court, against *Anund Lal Khan* alone, and

Anund Lal Khan put in his answer; but before the cause came on for hearing, the proceedings were transferred, agreeably to *Reg.* XIII. of 1808, to the Provincial Court of *Calcutta.*

Pending this suit, *Anund Lal Khan* died having previously to his decease, conveyed the *Zemindary*, in dispute, to his brother *Mohun Lal Khan*, who was admitted to defend the suit.

On the 30th of March 1811, the Provincial Court after having taken the opinion of the *Pundit* of the Court as to the validity of the deed of gift by the *Rany*, held to be invalid, upon the ground that such a deed could not be effectually made without the concurrence of all the expectant heirs of *Raja Ajeet Sing*, who were his mother's brother's sons; the Provincial Court, therefore, decided the case in favour of the *Rany.*

Mohun Lal Khan appealed from this decision to the *Sudder* Court, but that Court affirmed the decision of the Provincial Court (*a*). *Mohun Lal Khan* appealed from this decree to England. Pending the appeal, *Rany Seeromany* died; and, on her death, the property came into the custody of the Court of Wards.

Upon the *Rany's* death, *Kundurp Sing* claimed the *Zemindary*, and, as it was also claimed by *Mohun Lal Khan*, the Judge of the *Zillah* Court of *Midnapore*, on the 24th of *December* 1813, ordered that *Mohun Lal Khan*, and *Kundurp Sing*, and any other persons who might have claims to the possession of the *Zemindary* either by inheritance or by any other right, might present petitions on the subject to the Judge of the *Zillah* agreeably to Section IV. of Reg. V. of 1799.

Mohun Lal Khan and *Kundurp Sing* accordingly filed petitions in support of their several claims, and the Judge of that Court proceeded to a summary trial thereof.

Kundurp Sing rested his claim upon an *ikrar potta*, or deed of gift, alleged to have been executed in his favour, by the *Rany*, shortly before her death. *Mohun Lal Khan* rested his claim, not only on the ground of the gift in favour of *Anund Lal Khan*, and his appeal to England, but also on the ground that the right of possession was accorded to him by the heirs of *Raja Ajeet Sing*, *viz.*, the mother's brother's sons of *Raja Ajeet Sing.*

(*a*). See case reported, 2 Ben. Sud. Dew. Reps., 32.

The Judge, on the 24th of *December* 1813, recorded his opinion, on the several claims, in substance, as follows :—"The *ikrar-potta* or agreement, dated the 3rd of *Assin*, being the end of 1219, *Amli*, one day before the death of *Rany Seeromany*, which *Kundurp Sing* has presented to the *Zillah* Court in support of his claim to the *Abhishek* of the *Zemindary*, &c., as his right and possession, as having been executed by *Rany Seeromany*, was fabricated after the demise of the said *Rany*, and is not genuine nor worthy of confidence, and the right of *Kundurp Sing* to the property left by the *Rany* has not been proved or established, either by the documents, or by heriditary right according to the *Sastras*." The Court then proceeded :—"According to the *bewusta* of the *Pundit* of this Court, which was filed in the suit, *Mohun Lal Khan V. Rany Seeromany*, and the contents of which were entered in the decree of this Court, dated the 31st of *August* 1812, *Koochil Bhoonya*, and *Bulbhudder Bhoonya*, and *Radha Govind Bhoonya*, the sons of *Sagrissa Bhoonya*, and *Ram Kishen Bhoonya*, the brothers of the mother of *Raja Ajeet Sing*, are the heirs of *Raja Ajeet Sing*, the husband of *Rany Seeromany*, and, after the demise of the *Rany*, will be entitled to the *Zemindary*, &c., the property left by *Raja Ajeet Sing* and the *Rany*. Three of the heirs above-named have of their own accord and will, presented *la-davis* (or renunciations) of the *Zillah* Court, under their own signatures, setting forth that they have received a consideration, in lieu of their rights, from *Mohun Lal Khan*, and transferring their hereditary rights in the property left by *Raja Ajeet Sing* and *Rany Seeromany*, to *Mohun Lal Khan*; and *Koochil Bhoonya* who, after presenting the first petition, in conjunction with *Radha Govind Bhoonya* and *Bulbhudder Bhoonya*, with effect above stated, presented a second petition to the *Zillah* Court, stating his opposition to the conveyance of his own rights, subsequently presented a third petition, alleging the transfer of his own rights to *Mohun Lal Khan*, to the *Zillah* Court, and personally attended and acknowledged that he was aware of the contents of the petition, and twice signed the same with his own hand. Notwithstanding the circumstances above detailed, in consequence of *Mohun Lal Khan* having appealed to *England* on account of the suit decided

by this Court, and that the appeal in this suit is pending, it is, in the opinion of the Judge, proper that the *Zemindary* in dispute remain in the custody of the Court of Wards until the appeal to *England* be decided".

The last proceeding came before the *Sudder Dewanny Adawlut*, and that Court being of opinion that no sufficient reason appeared for continuing the *Zemindary* in the custody of the Court of Wards, by an interlocutory order, bearing date the 14th of *February* 1814, directed the Judge of the *Zillah* Court to give effect to his summary decision, by placing *Mohun Lal Khan* in possession, if he thought him the person entitled, on his giving security. Accordingly, by an order of the *Zillah* Court, dated the 4th of *March* 1814, *Mohun Lal Khan* was directed to be put in possession of the *Zemindary*.

The correctness of the conclusion arrived at in this summary proceeding was afterwards brought by *Kundurp Sing* in the way of appeal, before the *Sudder* Court and *Mr. Harington* the Chief Judge after recording his opinion that there was strong presumption that the deed of gift adduced by *Kundurp Sing* was fabricated, submitted the following question to the *Pundits* :—

First Question.—" Supposing the genuineness of the document in question to be established, and that *Rany Seeromany* put her signature to it while in the possession of her reason, one day before her dissolution, what part of the property in the *Zemindary* left by *Raja Ajeet Sing*, and in its produce, and in the other effects left by *Raja Ajeet Sing*, which were in the possession of *Rany Seeromany*, also of the property acquired by *Rany Seeromany* herself, goes to the appellant by virtue of the gift and the *wusseeyut* of the *Rany ?*"

Second Question.—" Supposing the genuineness and credibility of the document be not established, and that some of the descendants in the line of the deceased *Rany's* father and grandfather are living, is the *stridhana* (personal property) left by the said *Rany* to go to the descendants of the *Rany's* father and grandfather, or to her late husband, *Raja Ajeet Sing's* mother's brother's sons, or others of his heirs, as their right of inheritance?"

To these questions the law-officers of the Court delivered their opinion in the following terms :—

"Supposing the genuineness of the aforesaid document be established, and that *Rany Seeromany* put her signature to it while in the possession of her reason, one day before her demise, yet; as *Rany Seeromany* has, without the permission of the heirs, also as she has not separated the conditional gift, which goes to state that the donee shall have possession after the death of the said *Rany*, and as she has made a *wusseeyut* of the *Zemindary*, left by *Raja Ajeet Sing*, and of its produce, and of other effects left by *Raja Ajeet Sing*, which were in her possession, and the property she (the said *Rany*) acquired by means of the *Zemindary*, and the aforesaid produce which appertains to the *Zemindary* and the produce above adverted to; and as the gift and the *wusseeyut* made by *Rany Seeromany* of three denominations of property, as aforesaid, are invalid under the *Sastras*, therefore, the said three descriptions of property cannot go to the appellant by virtue of the gift and the *wusseeyut* made by the *Rany* aforesaid. However, such property as *Rany Seeromany* acquired, independent of the means of the *Zemindary*, and the produce above adverted to, is her *stridhana*. As the *Rany* can exercise her separate right in making a gift and a *wusseeyut* of her *stridhana*, with the exception of immoveable property given to her by her husband, therefore the *stridhana* of the *Rany* in question (with the exception of the immoveable property given to her by her husband) can go to the Appellant by means of gift and a *wusseeyut* of the same. This *bewusta* has been delivered according to the *Dayabhaga*." The *Pundit* annexed to this opinion, extracts from the authorities.

The second question put by the Court having reference only to the *stridhana*, or personal property of the *Rany*, it is not necessary to set forth the answer given by the *Pundits* to that question.

On the 2nd of *August* 1815, the *Sudder* Court ordered that the summary decree and order of the *Zillah* Court should be affirmed and maintained, and the appeal dismissed.

On the 6th *November* 1815, *Kundurp Sing* instituted a suit, *in forma pauperis*, in the Provincial Court of *Calcutta* against *Mohun Lal Khan*, the then *Zemindar* in possession, and also against *Radha Govind Bhoonya*, *Koochil Bhoonya* and *Bulbhudder Bhoonya*, the mother's brother's sons of *Raja Ajeet Sing*; and in the plaint he

set forth his title as descended, in the seventh remove, from the common ancestor, *Lukhun Sing*, and after admitting that his uncles *Gujraj* and others were more nearly related to the common ancestor than himself, said that they had relinquished their rights in his favour, and he claimed the *Zemindary* as the nearest male heir, according to the usage of the family, and the *Sastras* extant in Orissa, and he also alleged that the late *Rany Seeromany* had, on the day previous to her decease, executed the *ikrar-potta* in his favour, whereby she made over to him the entire *Zemindary* and other property and effects which she had in her possession, and constituted him *Malika* and *Mokhtar* of these, and her heir apparent, and he thereby claimed the *Zemindary*.

The Defendant, *Mohun Lal Khan*, filed his answer, on the 23rd of *January* 1816, wherein he denied that the Plaintiff was related to *Raja Ajeet Sing*, or had any claim to the *Zemindary*; he moreover denied the validity of the alleged deed of gift of *Rany Seeromany*, and, after referring and relying upon the proceedings already taken and the judgment and decision of the *Sudder* Court, in the summary proceedings, he took issue upon the allegations of the Plaintiff relative to the assuages of the family of the deceased *Raja*, and the *Sastras* followed by them, insisting that they were the *Sastras* followed in *Bengal*.

The other defendants put in their answers.

On the 23rd of *May* 1818, *Kundurp Sing* filed a supplemental plaint, *in forma pauperis*, denying that the usages of *Bengal* were current or received in the family of *Raja Ajeet Sing*.

Radha Govind Bhoonya and *Bulbhudder Bhoonya* two of the Defendants, died, and the Provincial Court admitted other parties to represent respective interests of those deceased defendants.

The cause being at issue, evidence, both oral and documentary, was produced on both sides. The Plaintiff filed, among other documents, the alleged deed of gift, and examined witnesses to prove its execution by the *Rany*. These witnesses spoke to acts done in their presence by the *Rany*. The Plaintiff failed in proving that the alleged deed was executed with the concurrence of the expectant heirs, whose consent would be necessary to give validity to the deed, if genuine. The claim, therefore, by virtue of the deed, failed. And with

reference to the Plaintiff's claim as heir of *Raja Ajeet Sing*, the Plaintiff failed in proving his descent in point of fact; and, according to the pedigree on which he relied, it appeared that even according to the rules of descent by which he claimed, there were nearer heirs of *Raja Ajeet Sing* still living; and although he called witnesses on the subject, he failed in giving any satisfactory evidence to show that the rules of the *Mitacshara* were followed in the family of *Raja Ajeet Sing*.

The Defendant, *Mohun Lal Khan*, produced numerous witnesses, to prove that the alleged *ikrar-potta* was a fabricated instrument, and also that the religious ceremonies in *Ajeet Sing's* family were performed according to the *Dayabhaga* and other *Sastras* of *Bengal*.

After the evidence had been taken, Mr. *Gilbert Coventry Master* the First Judge, before whom the case was pending, submitted the following questions for the consideration and *bewustas* of the *Pundits* of the Courts :—

First Question.—" In the event of the *Raja* of the *Sutgop* caste, who has been the holder and possessor of his hereditary *Zemindary*, dying without issue, and of his wife , who has been the holder and possessor of the *Zemindary* left by her husband, dying, supposing there to be in existence *sagotras* of her husband, of the seventh remove, and *bandhus*, viz. mother's brother's sons of her husband, which of those persons, according to the *Mitacshara Sastras*, and which persons according to the *Dayabhaga Sastras*, will become the heirs and owners to the *Zemindary* referred to ? Write out a *bewusta* on this point agreeably to both *Sastras* under these questions and file it."

Second Question.—" In what particular countries, appendant to what particular *soobas*, are the *bewustas* of particular *Sastras* current and in use."

On these questions, *bewustas* were obtained from six *Pundits*.

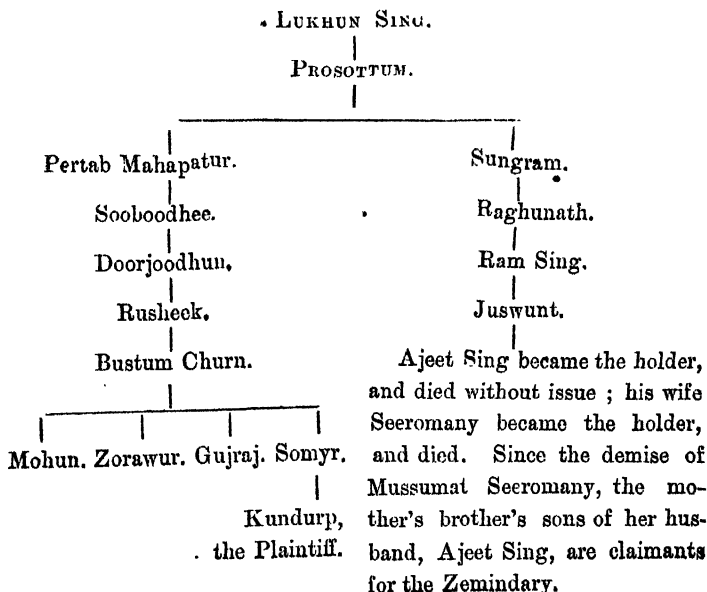
In answer to the first question, one *Pundit* gave an opinion to the effect, that, as between a person the seventh in descent and the mother's brother's son, the former, and not the latter, would be heir, and that this was the rule both by the *Mitacshara* and by the *Dayabhaga*. But the other fiive *Pundits* all concurred in stating

that the rule of the *Mitacshara* and of the *Dayabhaga* were different, and that, according to the *Mitacshara*, the seventh in descent would succeed, whilst according to the *Dayabhaga* the mother's brother's sons would be entitled to succeed.

In answer to the second question, one of the *Pundits* of *Midnapore* stated that the *Dayabhaga* was in force in *Midnapore*. The opinions of the other *Pundits* on the second question did not give any express opinion whether, at *Midnapore*, the rules of the *Mitacshara* or the rules of the *Dayabhaga* prevailed.

The *bewustas* having been received by the Court, the cause was then heard at various dates in the month of *February* 1826, before Mr. *Turnbull*, the Officiating Judge of the Provincial Court of *Calcutta*, who directed a genealogical statement and questions to be submitted to the *Pundits* of the *Sudder* Court for their opinion thereon.

The genealogical statement and questions were as follow :—



The first Question.—"According to the genealogical table given above, does the hereditary *Zemindary* (heretofore possessed by *Ajeet Sing*, and left by *Lukhun Sing*, the great ancestor, after the demise of *Rany Seeromany*, the wife of *Ajeet Sing*, and who was possessor thereof, and died) belong to the mother's brother's sons of *Ajeet Sing*, besides whom there are, apparently, no other persons, heirs, of the line of descendants of *Sungram*, the eldest son of *Prosottum Sing*, alive, or does it belong to *Kundurp Sing*, the Plaintiff who is in the eighth remove, one of the descendants of *Pertab Mahapatur*, the second son of *Prosottum Sing* ? Write out a *bewusta* on this point, according to the *Dayabhaga Sastra*."

Second Question.—"Under the circumstances above detailed, according to the *Mitacshara Sastras*, does it descend to the mother's brother's sons of *Ajeet Sing*, or to *Kundurp Sing* above named ?"

The answers of the *Pundits* of the *Sudder* Court to those questions were to the following effect :—

"According to the *Dayabhaga* compiled by *Jimuta Vahana*, if a descendant form the same ancestor in the seventh remove, and the mother's brother's son of the deceased proprietor of the property, be alive, of these two persons, the mother's brother's son has the right of succession to the property left by the deceased proprietor thereof ; and, according to the *Mitacshara* compiled by *Vijnyaneswara*, of these two persons, the descendants in the seventh remove will be entitled thereto, and not the mother's brother's son."

On the 21st of *February* 1826, Mr. *Turnbull* pronounced his judgment, and after setting forth at length the proceedings and evidence, proceeded thus :—"It appears that the claim of the Plaintiff is based upon the circumstance that the *Rany Seeromany*, the wife of *Raja Ajeet Sing*, deceased one day previous to her demise, executed an *abhisheckt-pattra* of the *Zemindary* in dispute, and other property in her possession, in favour of the Plaintiff, who is descendant of *Raja Lukhun Sing*, the great ancestor, and a *sagotra* in the seventh remove of *Raja Ajeet Sing* above named, and died the following day ; therefore the Plaintiff, agreeably thereto and on the ground of hereditary right, as being related to the *Raja* in the seventh remove, is, in accordance with the *Mitacshara* and other *Sastras* current in the province of Orissa,

entitled to the *Zemindary* in dispute; but from the papers of the suit, the Court have no belief or faith in the correctness or genuineness of the said *abhishekt-pattra*." The Judgment then set out at length the grounds for disbelieving the genuineness of the Plaintiff's alleged *ikrar-potta*, and then proceeded as follows: "Therefore no confidence can be placed in the alleged fact of the execution of the *abhishekt-pattra* in the lifetime of the *Rany*; but admitting that the *Rany* had executed the *abhishekt-pattra* in favour of the Plaintiff, still, according to the *Sastras*, while there were heirs to *Raja Ajeet Sing*, how could it be legal and valid? and it is obvious, from the proceeding of the *Sudder Dewany* Court, dated the 12th of *July* 1815, that, according to the *bewusta* of the *Pundits*, such an instrument, although genuine, is not sufficient nor valid, agreeably to the *Sastras*, without the concurrence and consent of the heirs of *Raja Ajeet Sing*, for a gift and bequest of the said *Zemindary*. Thus the claim of the Plaintiff, based upon the *abhishekt*, to the *Zemindary* in dispute, is in nowise well founded; consequently the consideration and decision of this suit rest upon this fact, whether the Plaintiff, who, agreeably to the genealogical table filed by himself, is in the eighth descent from *Raja Prosottum Sing*, and accordingly a *Sagotra* in the seventh remove of *Raja Ajeet Sing*, the husband of *Rany Seeromany*, is hereditary according to the *Sastra*, the person entitled to the *Zemindary* in dispute, or whether the *Zemindary* in dispute appertains to *Koochil Bhoonya* and others, Defendants, who are the *bandhus i. e.* the mother's brother's sons of the *Raja*. It is clear from the papers that, if in this suit the *Daya-bhaga* and other *Sastras* current in the province of *Bengal* be the test, no doubt whatever exists as to the right of *Koochil Bhoonya* and the other Defendants; and on the other hand, if the consideration and judgment of this suit be conducted with reference to the *Mitacshara Sastra* and other books subordinate thereto, the right of the Plaintiff predominates over that of the Defendants; for, with exception of the *Pundit* of this Court, who has recorded his opinion to the effect of the Plaintiff having no right, whether according to the *Daya-bhaga* or to the *Mitacshara*, all the other *Pundits* of the Courts of appeal of *Bareilly* and of *Jehangirnagur*, and of *Zillah Midnapore*, whose *bewustas* have been received agreeably to a call

made by the former Senior Judge of this Court, concur in this point: that the Plaintiff is entitled to the *Zemindary* according to the *Mitacshara* and other books subordinate thereto, and that the Defendants are entitled to it according to the *Dayabhaga*, &c., current in *Bengal*; and further, the *bewusta* of the *Pundits* of the *Sudder Dewanny* Court, which, in consequence of the incompatibility between the opinion of the *Pundit* of this Court and the opinions of the *Pundits* of other Courts, was called for by me, is affirmatory of the *bewustas* given by the *Pundits* of the Courts above named; but this fact does not at all assist the views of the Plaintiff, because the allegations of the Plaintiff in respect to the use of the *Mitacshara Sastras* in his family, in order to establish his claim, are, in my opinion, altogether inaccurate, and have not in any way been proved, and no dependence can be placed upon the depositions of the witnesses who have given evidence on this point." The Judgment then finally declared that the claim and alleged rights of the Plaintiff to the *Zemindary* in dispute, had not in any way been proved and established, and ordered that the suit be dismissed, with costs.

The Plaintiff presented a petition to the *Sudder Dewanny Adawlut* of *Bengal*, for leave to appeal from this decree, *in forma pauperis*, which the *Sudder* Court, pursuant to Reg. XXVIII. of 1814, permitted.

Pending the appeal before the *Sudder* Court, and on the 28th of *February* 1830, *Mohun Lal Khan* died, leaving two widows, *Rany Koond Luta* and *Rany Rung Luta*, the present Respondents, and five sons, named *Ajodhya Ram Khan*, *Ram Jy Khan*, *Birjkishor Khan*, *Ram Chunder Khan*, and *Hurdy Ram Khan*, all minors, surviving. After investigation, the names of the *Ranys* were recorded in succession to the deceased, and the appeal defended, in their names.

The appeal came before Mr. *Alexander Ross*; one of the Judges of the Court, who, on the 21st of *August* 1830, recorded his opinion, that it seemed proper to ascertain from the *Sastras*, whether the *la-davi*, executed by the mother's brother's sons excluded the claim of the Plaintiff. It was, therefore, ordered, "that a copy of this proceeding, together with the *bewustas* filed in the

suit of *Roop Churn Mohapatur v. Mohun Lal Khan,* and in the suit, *Mohun Lal Khan v. Rany Seeromany,* he made over to the *Pundit* of this Court, with this order, that, after a perusal thereof, he filed a reply to the following question, agreeably to the *Dayabhaga Sastras,* current in the family of *Raja Ajeet Sing,* within a period of four days, after he may receive the question."

Question.—" It is established by the *bewustas* alluded to, and the decrees of the Court, in the suits referred to, that, according to the *Dayabhaga Sastras,* current in the family of *Raja Ajeet Sing,* after the demise of *Rany Seeromany,* the wife of *Ajeet Sing,* the property in dispute left by the *Raja* and *Rany* reffered to, will descend to the mother's brother's sons of *Raja Ajeet Sing,* who are the nearest heirs and entitled thereto, and that they being forthcoming, the *sagotra* cannot become the heir; and it is proved by the papers, that the mother's brother's sons, notwithstanding that they were the rightful owners of the property in dispute after the demise of *Rany Seeromany,* agreeably to the *bewustas* of the former *Pundits* and the decrees of this Court, relinquished the property to the possession of *Mohun Lal Khan,* and executed *la-davi* thereof in his favour. It is, therefore, inquired whether the mother's brother's sons, the subscribing parties to the *la-davi,* who are the nearest heirs of *Raja Ajeet Sing,* and the persons entitled to the *Zemindary* in dispute, after the demise of the *Rany Seeromany,* notwithstanding that there are descendants of the brother of the great-grandfather of *Ajeet Sing,* who are *sagotras,* have, or have not, the power to execute a *la-davi,* on account of the property in dispute, in favour of *Mohun Lal Khan,* who is an alien, without retaining any portion of the said property under their own control, or reserving a portion thereof, for the purpose of performing *sradh,* and as a means of maintenance to themselves, and whether the said *la-davi* will be injurious to the rights of the Appellant, who is a *sagotra,* or not ?"

The Hindoo law-officer of the Court, on the 8th of *September* 1830, returned his answer to the above question, in the following terms :—

" If the mother's brother's sons executed the *la-davi* (or deed of relinquishment), and who are the nearest heirs of *Raja Ajeet Sing,* and the persons entitled to the matter in dispute, or the assessed

lands belonging to him after the demise of *Rany Seeromany*, while there are living descendants of the brother of the father of the great-grandfather of *Ajeet Sing*, who are *sagotras*, without retaining a portion thereof, or reserving any portion thereof, for the purpose of performing *sradh*, and as a means of maintenance for themselves, in favour of *Mohun Lal Khan*, who is an alien, in such case the execution by them of the *la-davi* on account of the matter in dispute, without retaining any portion thereof, being contrary to law, as involving a *vritti-lopa*, or a deprivation of the means of support, and a moiety thereof not having been retained for the purpose of *sradh*, or annual rites of the deceased *Ajeet Sing* and a gift of the whole (property) while there are descendants, being forbidden and contrary to usage whether the person from whom one inherits be living or not, therefore the gift by deed of relinquishment of the assessed lands is not according to law; yet according to the *Dayabhaga* current in the family of *Raja Ajeet Sing*, they may voluntarily make an illegal gift with the concurrence and advice of their sons, &c., without force, fear, and fraud, and notwithstanding the existence of a *sagotra*, or the brother of the father of the great-grandfather of *Ajeet Sing*, in favour of *Mohun Lal Khan*, an alien; therefore they are able to give a deed of relinquishment of the assessed lands, &c., because the mother's brother's sons of *Ajeet Sing* are the nearest heirs to the said *Raja*, and the children of the brother of the father of the great-grandfather *Raja Ajeet Sing*, or the Appellant, is like an alien, and cannot forbid the execution of a deed of relinquishment, by the mother's brother's sons; therefore the assessed lands in dispute having descended to his mother's brother's sons hereditarily, and the control of a person to whom anything has descended by hereditary right is apparent to everybody; but by that law the donor will be held to have committed a sin. There fore, if they had retained anything, or a moiety of the assessed lands, for the performance of *sradh* (or funeral rites), and also a portion of the said lands, to provide food and raiment for those who are entitled thereto, they can make a gift by deed of relinquishment to *Mohun Lal Khan*, a stranger, while they are in a sound state of mind, and voluntarily, and without force or fear or fraud, &c., and with the consent of children and neighbours; in the event of their retain-

ing a portion merely for the sake of the honour of the thing, they can make a gift while in a sound state of mind, &c., as above mentioned ; but as this kind of retention is not like retaining at all, it will be the sin of the donor. By the mother's brother's sons of *Ajeet Sing*, who are his nearest heirs, making a gift by a deed of relinquishment of the property left by *Ajeet Sing*, the assessed lands which descended to him hereditarily, to a stranger, *Mohun Lal Khan*, no injury arises to the *sagotra* or the brother of the father of the great-grandfather of *Ajeet Sing*, viz., the Appellant, because he had no advantage before ; for while the mother's brother's sons exist, the *sagotra* has no right. This *bewusta* is agreeably to the *Dayabhaga* and other books current in the family of *Raja Ajeet Sing*.

The appeal came on for hearing before Mr. *Alexander Ross*, one of the Judges of the *Sudder* Court, on various dates, and on the 30th of *October* 1830, that Judge pronounced the decree of the Court, the material portion of which was in the following terms :—" It is manifest from the *bewsusta* of the *Pundits* of this Court, that the claim of the Appellant in respect to the property in dispute left by *Raja Ajeet Sing*, and *Rany Seeromany* his wife, is in nowise well founded, and that the mother's brother's sons of *Raja Ajeet Sing* above named, who are his nearest heirs, had the option of executing a *la-davi* on account of the property in dispute, in favour of *Raja Mohun Lal Khan;* under these circumstances, and with advertence to the argument adduced in the decree of the Provincial Court, in my opinion the decree of the Court to the effect of dismissing the claim of the Appellant is right and proper, and affirmable."

It was, therefore, ordered, and finally decreed, that the appeal of the Appellant should be dismissed, and the decree of the Provincial Court of *Calcutta* affirmed and maintained, with costs.

Kundurp Sing was dissatisfied with this decision, and, on the 8th of *December* 1830, filed a petition, praying for leave to appeal therefrom, to His late Majesty in Council, *in forma pauperis*, persuant to Sec. xviii. of *Bengal* Reg. XXVIII. of 1814. The prayer of this petition was, after a reference to the *Sarrishtahdar* as to the practice of admitting appeals to *England*, *in forma*

pauperis, granted, and the Appellant admitted to appeal to *England*, *in forma pauperis*."

After the admission of the appeal, *Kundurp Sing* died, without leaving issue male, and the appeal was revived by his widow, *Rany Srimuty Dibeah*, the present Appellant, and now came on for hearing.

The Appellant prayed the reversal of the *Sudder* Court's Decree, for the following reasons :—

I.—Because, after the death of *Rany Seeromany*, the paternal uncles of *Kundurp Sing* were entitled to succeed to the *Raj* or *Zemindary* as the heirs of *Raja Ajeet Sing*, and in consequence of the renunciation, by those uncles, of all their claims in his favour, *Kundurp Sing* became entitled to the *Raj*.

II.—Because *Kundurp Sing* was legally constituted by the *Rany*, in her lifetime, her successor to the *Raj*.

The Respondents, the widows, *Rany Koond Luta* and *Rany Rung Luta*, on the other hand, relied on the following reasons :—

I.—Because the *Ikrar-nama*, or deed of gift, set up by the Appellant's husband, was a forged and fabricated instrument, and, even if genuine, would have been void and inoperative.

II.—Because the Appellant's husband did not prove by alleged relationship to *Raja Ajeet Sing*.

III.—Because if he had proved his alleged relationship to *Raja Ajeet Sing*, he would not have been entitled to the succession, according to the usages of the *Raja's* family, and the *Sastras* in use at *Midnapore*.

The other Respondents *Lukhi Narain Bhoonya*, *Soondur Narain Bhoonya*, and *Madhoosoondhun Bhoonya*, the representatives of *Bulbhudder Bhoonya*, deceased, and *Radha Govind Bhoonya*, deceased, supported the decree for the following reasons :—

I.—Because, according to the *Daya-bhaga* and other *Bengal* authorities, (which they contended regulated the succession to the property in dispute,) the Respondents were entitled to succeed thereto, as the heirs-at-law of the deceased *Raja Ajeet Sing*.

II.—Because the *Ikrar-nama*, alleged to have been executed by *Rany Seeromany*, and under which the Plaintiff claimed, was a forged and fabricated nstrument, and, even if genuine, would,

in the absence of their consent, have been inoperative and void in law.

Mr. *Buller*, Q. C., Mr. *Jackson*, and Mr. *Forsyth*, for the Appellant ; and

Mr. *Wigram*, Q. C., Mr. *E. J. Lloyd*, and Mr. *Edmund F. Moore*, for both sets of Respondents.

The authorities referred to, were, *Mohun Lal Khan v. Rany Seeromany (a). Keerut Sing v. Koolahul Sing (b). Rutcheputty Dutt Jha v. Rajunder Narain Rae (c). Rany Pudmavati v. Baboo Doolar Sing (d). Rajchunder Narain Chowdry v. Goculchand Goh (e). Aulim Chund Dhur v. Bejai Govind Burrall (f). 1 Strange's* Hindoo Law (2nd Edit.), 318. 2 W. *Macnaghten's* Hindoo Law, 19.

16th *December* 1847. Lord LANGDALE :

This is an appeal from a decree of the *Sudder Dewanny Adawlut* of *Calcutta*, dismissing the suit of *Kundurp Sing*, deceased, for recovery of a *Zemindary* of four *pergunnas*, in the *Zillah Midnapore*, from *Mohun Lal Khan*, deceased.

The appeal is prosecuted by the widow and representative of *Kundurp Sing*, against the two widows and representatives of *Mohun Lal Khan*, and others.

The case is as follows :—

On the 1st of *July* 1800, the *Rany Seeromany* being the sole possessor of the *Zemindary* in question, as the surviving widow, and heir of her deceased husband, *Raja Ajeet Sing*, (who died in 1754,) executed a deed purporting to be a deed of gift of the *Zemindary* to *Anund Lal Khan*.

The gift was opposed by *Shamanuna Gujraj*, *Roop Churn*, and *Ram Churn*, who claimed to be the heirs of *Raja Ajeet Sing*. They presented a *durkhast* in support of their application, but the *durkhast* was rejected, and the donation was registered and proclaimed.

(*a*) 2 Ben. Sud. Dew. Reps., 32.
(*b*) 2 Moore's Ind. App. Cases, 331.
(*c*) 2 Moore's Ind. App. Cases, 132.
(*d*) 3 Ante, 259.
(*e*) 1 Ben. Sud. Dew. Reps., 43.
(*f*) 6 Ben. Sud. Dew. Reps., 224.

The *Rany* was herself a party to this proceeding, and, in her answer to the opposition, admitted the deed of gift, which she had made. But some time afterwards she complained of, and disputed, the deed, and in 1806 she commenced a proceeding of her own, to recover possession of the *Zemindary* from *Anund Lal Khan*. In this proceeding she was nonsuited, but by leave of the Court she commenced a proceeding to set aside the gift, on two grounds : first, that it had been obtained from her by fraud ; and secondly, that it had been executed without the consent of the heirs of *Raja Ajeet Sing*, her husband, and of her guardians.

In the course of these proceedings, it was held, that the male heirs of the *Raja Ajeet Sing* were the guardians or protectors of the widow, but that the mother's brother's sons of *Raja Ajeet Sing* were the heirs expectant or presumptive to the *Zemindary*. And by the decree of the *Sudder Dewanny Adawlut*, dated the 31st of *August* 1812, on the appeal from the decree of the First Judge of the *Calcutta* Provincial Court, dated the 30th of *March* 1811, it was stated, that it could not be ascertained whether the deed of gift, was obtained from the *Rany* by deceit, as she alleged ; but that it appeared, by a *bewusta* of a *Pundit* of the Court, and the text of the *Sastras* cited therein, also from the tenor of the 11th Chapter of the *Dayabhaga*, which was the most reputable of all the *pothees* in use in *Bengal*, which are observed in the families of the litigating parties, that after the death of *Raja Ajeet Sing*, his relatives, descended in the male line, who were living, and capable of taking care of the *Rany*, were *Pirbhoo*, that is, her guardians or protectors, and that, without their advice and consent, she had not, according to the *Sastras*, the power of making a gift to any one, of the *Zemindary* left by her husband. It was further stated, that although, agreeably to the *Sastras* in use in *Bengal*, the persons who claimed to be male heirs of *Raja Ajeet Sing* could not be considered his heirs, when opposed to his mother's brother's sons ; and although *Mohun Lal* (claiming under *Anund Lal*, and then Defendant) had produced deeds purporting to have been executed in his favour by some of the persons who represented mother's brother's sons of *Raja Ajeet Sing*, yet there was no proof, either of the permission of his relatives, descended in the male line, or of the approbation of all the relatives

descended from the mother's brother's sons, and the deed itself did not show that any one of them had approved at the time of the execution, and for these reasons it was held that the deed was not valid.

From this decision, *Mohun Lal* appealed to *England*.

There being no question as to the *Sastras* in use in the family, the opinion of the Judge, that the deed was not valid, without the consent of the relations descended in the male line, as guardians, and that the concurrence of the heirs (the descendants of mother's brother's sons) at the time of executing the deed, was necessary to the validity of the deed, were the principal points upon which the decision adverse to *Mohun Lal* was founded, and must have been the grounds of the appeal.

The appeal was not prosecuted, and the death of the *Rany* (which soon afterwards took place) gave rise to a new claim, in new circumstances.

The estate was in the possession of the Collector of *Midnapore* or of the Court of Wards.

Independently of any deed of gift, the descent was cast upon the heirs of *Raja Ajeet Sing*, which, according to the *Dayabhaga*, and the *Sastras* in use in *Bengal*, were the descendants of the mother's brother's sons, but which, according to the *Mitacshara*, were the male descendants of a distant ancestor of *Raja Ajeet Sing*.

The *Rany* died on the 17th of *September* 1812. Immediately afterwards, *Kundurp Sing*, who is now represented by the Appellant, alleged that, on the day before her death, she had executed to him a deed of gift of the *Zemindary*, and he, as donee under that deed, and also alleging himself to be heir of *Raja Ajeet Sing* claimed to be entitled to the possession of the *Zemindary*. *Mohun Lal Khan* also claimed to be entitled to the possession, founding his claim on the deed of gift to him, and the confirmation of it before that time, by all the persons whom he alleged to be the *heirs* of *Raja Ajeet Sing*.

On the 25th of *September* 1812, it was ordered, by the Court of *Zillah Midnapore*, that *Mohun Lal Khan*, and *Kundurp Sing*, and any other persons having claims to the possession of the *Zemin-*

dary, either by inheritance or any other right, should present petitions to the Judge of the *Zillah*. *Mohun Lal Khan*, and *Kundurp Sing*, and others, having, accordingly, presented their petitions, the Judge proceeded to a summary trial thereof, and, on the 24th of *December* 1813, recorded his opinion as follows :—First, that the deed under which *Kundurp Sing* claimed, was fabricated, after the death of the *Rany*, and that the right of *Kundurp Sing* to the property was not proved or established, either by deed or by heriditary right, according to the *Sastras*. Secondly, that according to the *bewusta* entered in the decree of the 31st of *August* 1812, the sons of the brother of the mother of *Raja Ajeet Sing* were his heirs, and, after the demise of the *Rany*, entitled to the *Zemindary*. Thirdly, That those heirs had transferred their hereditary rights in the property to *Mohun Lal Khan*. But, fourthly, notwithstanding these circumstances, the appeal of *Mohun Lal Khan* to *England* being pending, the Judge thought it proper that the *Zemindary* should remain in the custody of the Court of Wards, until the appeal to *England* should be decided.

This proceeding having been transmitted to the *Sudder Dewanny Adawlut* for information and orders, that Court, on the 14th of *February* 1814, after noticing the reasons for not prosecuting the appeal, and that the authority of the Court of Wards had ceased, considered it to be right and proper that the Judge of the *Zillah* Court should give effect to his summary decision ; and if, on consideration of the particulars set forth in his proceedings of the 24th of *December* 1813, he conceived *Mohun Lal Khan* to be the person entitled to the *malik* of the *Zemindary*, and if *Mohun Lal Khan* were able to give security for conforming to the decrees of the Court, or other claims, the Judge might withdraw the *Zemindary* from the custody of the Court of Wards, and put it into the possession of *Mohun Lal Khan*.

Mohun Lal Khan obtained possession, in the result of these proceedings. *Kundurp Sing* appealed to the *Sudder Dewanny Adawlut*, and, continuing to claim both, as donee under this deed, and also as heir of *Raja Ajeet Sing* prayed a review of the judgment against him. . But the Chief Judge of the *Sudder Dewanny Adawlut*, on the 12th of *September* 1815, considered that, as in

the summary decision given in the cause, permission was granted to any person who had, according to the *Sastras*, claim to the *Zemindary* left by *Raja Ajeet Sing*, to sue for the same in the Provincial Court, in order that, after a full and final inquiry, (ascertaining, at the same time, the rule observed in the family, and the *Sastras* that were in force,) the right be awarded to the owner : it was not necessary or useful to make any further investigation in the summary cause, and the petition of the Appellant, praying a review of the decision, was not allowe .

In consequence of this decision, *Kundurp Sing*, in *November* 1815, commenced his action against *Mohun Lal Khan* and others, in the Provincial Court of *Calcutta*, to recover possession of the *Zemindary*.

He claimed, as before, to be entitled, under the deed of gift, of the 16th of *September* 1812, and also as heir by descent, in the male line. He admitted that he had four uncles who were more nearly related than himself, but he alleged that they were satisfied with his being proprietor of the *Zemindary*, and had relinquished and consigned to him all their rights to the *Zemindary.*

Mohun Lal Khan, by his answer, alleged that the deed of gift under which Kundurp, the Plaintiff, claimed, was a forgery ; and that, according to the *Sastras*, the Plaintiff could not in any way be entitled to the *Zemindary ;* and he insisted, in substance, that the *Sastras* in use in *Bengal*, and not the *Mitâchshara*, were the authority according to which the persons who were the heirs of *Raja Ajeet Sing* were to be determined.

The suit was the subject of great litigation many witnesses were examined, and the reports or opinions of several *Pundits* were obtained and considered. The decree of Mr. *Turnbull*, in the Provincial Court, was pronounced on the 21st of *February* 1826. He determined that the claim of the Plaintiff, founded on the deed of gift, could not be supported ; and that, if it had been genuine, it could have no effect, for the want of the consent and concurrence of the heirs. And considering the Plaintiff's claim, in the character of heir of *Raja Ajeet Sing*, he stated it to be clear, that if, in this suit, the *Daya-bhaga*, and other *Sastras* current in *Bengal*, were the test, there was no doubt as to the right of the Defendants ; but that, on

the other hand, if the judgment was constituted with reference to the *Mitachshara Sastra,* and other books subordinate thereto, the right of the Plaintiff preponderated over that of the Defendant; and, on a consideration of the whole case, the Judge expressed his opinion that the alleged rights of the Plaintiff had not, in any way, been proved or established, and he ordered that the Plaintiff's suit be dismissed, with costs.

From this decree, the Plaintiff appealed to the *Sudder Dewanny Adawlut.* The appeal was heard before Mr. *Ross*, and on the 30th of *October* 1830, he pronounced his decree, and thereby, after referring to the evidence, and the *bewustas* of the *Pundits*, he dismissed the appeal of the Plaintiff, and affirmed the decree of the Provincial Court, dismissing the Bill.

From that decree, the present appeal is presented.

There were three questions in the cause: First, Was the Plaintiff's deed of gift genuine? Secondly, If genuine, was it valid? Thirdly, If genuine, and not valid, was the Plaintiff entitled, as heir?

But, as the validity of the deed, even if it was genuine, depends on the concurrence of the heirs, the two last questions depend upon the single question——who were the heirs? And if the persons alleged by the Plaintiff to be heirs, were not heirs, the deed, even if genuine, would not be valid. For this reason, it is not strictly necessary for us to give any opinion upon the questions whether the deed was genuine or not. But, considering the circumstances in which the deed is alleged to have been executed, by the *Rany*, on the day before her death, the witnesses stated to have been then present, the length of time during which *Kundurp*, though often called upon, neglected to produce the deed, and the whole of the evidence in the cause, we think it right to state our concurrence in the opinion which has been entertained by every Judge who has considered the case, that the deed is not genuine, but a forgery; and, consequently, that the Plaintiff could establish no claim under it.

The question, whether the descent in this family is to be regulated by the *Daya-bhaga* and the *Sastras* in use in *Bengal*, or by the *Mitachshara*, is really the only one to be considered.

Now, in the long litigation in which the *Rany Seeromany*, under whom *Kundurp Sing* claimed, as done was engaged with *Mohun*

Lal Khan, it was, without any objection on her part, allowed by her Vakeels, and assumed and held by the Court, that the descent of this *Zemindary* was regulated by the *Sastras* in use in *Bengal*. The whole proceeding was conducted on that footing, and the decision in favour of the *Rany* was founded expressly on the ground, that the deed then in question was executed without the concurrence of the descendants in the male line, who (though they were not heirs) were guardians or protectors of the widow.

After the death of the *Rany*, *Kundurp* himself alleged that the suit between *Mohun Lal Khan* and the *Rany* had been decided in her favour, agreeably to the *Sastras* and the customs of the family and, in the present case, it was shown that decisions affecting lands in *Midnapore* were founded on the *Sastras* in use in *Bengal*. Several *bewustas*, in other cases, were produced; and from the *bewustas* obtained in this cause, and the other evidence on behalf of the Defendants, we think that, although the evidence is, in some respects, inconsistent, there is, on the whole, quite sufficient reason to conclude that the *Daya-bhaga*, and not the *Mitachshara* and *Sastras*, ought to be applied to the decision of this cause, and we shall, therefore, report to Her Majesty, that, in our opinion, the appeal ought to be dismissed, and the decree of the *Sudder Dewanny Adawlut* affirmed, with costs.